শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

বাল্য-লীলা।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ রায়,
প্রণীত।

কলিকাতা
১নং গঙ্গাধর বাবুর লেন
ইউনিভার্সিটী প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিসিং কোং লিমিটেড,
আর, চাটার্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
প্রকাশিত।
১৩১৯

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে দু একটী কথা।

সন ১২৪১ সাল অথবা ১৭৫৬ শকাব্দের ফাল্গুনী শুক্লা-দ্বিতীয়ার চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান রামকৃষ্ণের লীলাবস্তু ভারতেতিহাসে এক অপূর্ব্ব ঘটনা। ইহা ভারতের এক যুগান্তর। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দর্শন ও বিজ্ঞান উন্নতির চরম সীমায় উপনীত। বেদান্ত শাস্ত্রাদি চর্চ্চা জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। রাজনৈতিক গগনে রাজনীতি বিশারদ সমুজ্জ্বল গ্রহগণ সমুদিত। এ দিকে হাবর্ট স্পেনসার ও কার্লাইলাদি পাশ্চাত্য মনস্বী দার্শনিকগণ ও শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতাগ্রগণ্য বেদান্তবাদী মক্ষমূলার দর্শনশাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া, সৃষ্টিকল্পের আদিতে এক ভগবানেরই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সেই যুগে যখন বিদ্যা ও জ্ঞান চর্চ্চা উন্নতির উচ্চতর স্থানে সমারূঢ়, সে সময় পুস্তক-লব্ধ জ্ঞান যে কেবল অজ্ঞানমাত্র, ইহা এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণ দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রাধীত পণ্ডিতগণকে যুক্তি ও মীমাংসা দ্বারা একমাত্র ভগবান রামকৃষ্ণই বুঝাইতে সক্ষম হইলেন যে, এযুগে জীব জ্ঞানে মুক্ত হইবার উপযোগী নহে, কেবল মাত্র ভক্তিযোগেই ভগবান লাভে সমর্থ। শুদ্ধা ভক্তিই ভগবান লাভের সোপান। কিসে সেই শুদ্ধা-ভক্তি সমুদিত হয়, কিসে মনে ব্যাকুলতা আসে, কিসে ভগবানের নামে সর্ব্ব-গাত্র পুলকিত হয়, কিসে তাঁহার জন্য মানুষ কাঁদিতে শিখে, ইহাই তাঁহার মূল মন্ত্র। ভগবান বলেন "মা যেমন ছেলেকে চুষি দিয়া ভুলাইয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, জগন্মাতা সেইরূপ মানব সাধারণকে পুত্র ধনাদিরূপ মহামায়ায় ভুলাইয়া রাখিয়া তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন। কিন্তু যে সন্তান তাহাতে না ভুলিয়া চুষি দূরে ফেলিয়া

দিয়া, মাতাব জন্য অনবরত কাঁদিতে থাকে, তখন তাহাব স্নেহময়ী জননী যেমন সসব্যস্তে আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সন্তাপ নাশক স্তন্য দানে শান্ত কবেন, সেইরূপ যে ব্যক্তি সংসাবেব ঐশ্বর্য্যে না ভুলিয়া তাহাকে দূবে নিক্ষেপ কবত ভগবানের জন্য ব্যাকুলচিত্তে বোদন করেন, তিনি তাহাকে তাঁহাব অমৃত-ময়ী ক্রোড়ে স্থান দেন।

এইরূপ বিষযে কেবল মাত্র উপদেশ দিযাই যে তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন, তাহা নহে, প্রত্যেক উপদেশেব সাববত্তা তিনি স্বযং উপলব্ধি কবিয়া, তবে অপবকে উপদেশ দিতেন। জগন্মাতা দর্শনাশায ঠাকুবেব ব্যাকুলতা, ও বালকেব ন্যায সকরুণ বোদন ও উন্মত্ত ভাব যিনি দেখিযাছেন তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন না কবিয়া থাকিতে পাবেন নাই। তাই তিনি উপদেশচ্ছলে বলিযাছেন "যে তাঁহাকে চায সেই তাঁহাকে পায"। ঐরূপ স্থলে রামপ্রসাদেব গীতটী গাহিযা জনসাধাবণেব হৃদযঙ্গম কবাইতেন, যথা, "ডাকাব মতন ডাক দেখি মন, শ্যামা মা কি থাকতে পারে, ইত্যাদি"।

এরূপ শিক্ষক এ যুগে এই বিংশ শতাব্দীতে কেহ দেখিযাছেন কি ? বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র ইত্যাদি হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র, কোবাণ, বাইবেল ও জেন্দাভেস্ত ইত্যাদি অপবাপব জাতীয ধর্ম্মশাস্ত্র, ভগবানেব স্বরূপ ব্যাখ্যায সম্পূর্ণ অসমর্থ। স্বযং বামকৃষ্ণদেব রূপ, বস, গন্ধাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বেব অতীত ভগবানেব স্বরূপ অতি প্রাঞ্জল গ্রাম্য ভাষায বুঝাইযা দিযা জগতে এক যুগান্তবেব প্রবাহ প্রবাহিত করিযা দিযাছেন, এবং যাহার উপব অধিক করুণা হইত তাহাকে নিজ শক্তি সঞ্চাবণায জগন্মাতা প্রত্যক্ষ দর্শন করাইযাছেন। তাই আজ তাঁহাবই নাম ঘোষণাব জন্য জগতের নব নারীকে, সেই সরল সন্ন্যাসীব ধর্ম্মব্যাখ্যা ও ভগবান লাভের

গুহ্য রহস্য প্রচার করিবার প্রযাস করিয়াছি। ভেক বিহীন দীন হীন, অহংশূন্য, পল্লিবাসী, নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ, যে নর-দুঃখে কাতর হইয়া নর-দেহ ধারণ করত অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা আলেখ্যের ন্যায় মানব চক্ষুর সম্মুখে দেখাইতে প্রযাস করিব। আশা এই মাত্র, যে পূর্ণ দীপ্তি প্রকাশ করিতে কাহাকেও ক্লেশ পাইতে হয় না, কারণ তিনি স্বপ্রকাশ ও সর্ব্ব প্রকাশক।

রামকৃষ্ণদেব, সন্ন্যাস সাধনায় নির্ব্বিকল্প সমাধী লাভ করিয়া তোতাপুরী কর্ত্তৃক পরমহংস পদবী প্রাপ্ত হইয়া সেই নামে অভিহিত ও পরিচিত ছিলেন, তাই তাঁহাকে পরমহংস দেব বলিয়া উল্লেখ করিব, কিন্তু এ নামে তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যের খর্ব্বতা করা হয়।

তবে পরমহংসদেব ভাবময়। বাল্যাবস্থা হইতে তাহাকে পর্য্যালোচনা করিলে তাহাতে কেবল মাত্র ভাবেরই খেলা দেখা যায়। বাল্যলীলা, সাধনলীলা, ও প্রচারলীলা এই তিন ভাগে তাঁহার জীবন বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যে কেবল ভাবের বিচিত্র তরঙ্গোত্থানই পরিলক্ষিত হয়। তাহার প্রত্যেক ক্রিয়া-কলাপ ভাবতরঙ্গ, ও উপদেশ ভাবতরঙ্গোচ্ছাস মাত্র। তাই বলি ঠাকুর আমাদের ভাব-ঘন মূর্ত্তি।

কোন ব্যক্তি ভৌতিক শক্তি দেখাইলে জন সাধারণ তাঁহাকে প্রধান সাধক বলিয়া গণনা করে, এবং তদপেক্ষা অধিক শক্তি দেখাইলে তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কিন্তু জগতের চক্ষে রামকৃষ্ণের এমন কোন ভৌতিক শক্তির কার্য্য প্রতিভাত হয় নাই, যাহাতে সাধারণ লোকে তাঁহাকে অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে। ভৌতিক শক্তি প্রদর্শন সম্বন্ধে, ঠাকুর বলিতেন, "ইহা অষ্ট সিদ্ধাইয়ের ফলমাত্র", কিন্তু অষ্ট সিদ্ধাই লাভ করিতে গেলে, মায়ার রাজ্যেই থাকিতে হয়, ভগবান লাভ হয় না।

যে ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে তন্ত্র সাধনায় সহায়তা করেন, চন্দ্র নামে তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য অষ্টসিদ্ধাই লাভ করিয়া অনেক ভৌতিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। একদিন তিনি পরমহংসদেবের সহিত রাসমণির দেবালয়পার্শ্বস্থিত ৺ যদু মল্লিকের বাগানে বেড়াইতে গিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের কালে রাত্রি হইয়া পড়ে। ঘটনা চক্রে সেই রাত্রি কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রি থাকায়, রজনীর প্রথম ভাগ তমসাময়ী ছিল। দুইজনে দেবালয়ে ফিরিয়া আসিবার সময় ঠাকুর অন্ধকারে পথ পার্শ্বস্থিত খাদে পতিত হন। তাই চন্দ্র বলিলেন "দাদা আলো ধরিব ?" বলিবামাত্র চন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগ হইতে এক জ্যোতির রেখা বহির্গত হইয়া পথ আলোকিত করিল, এবং সেই আলোকে উভয়ে পথ পাইয়া দেবালয়ের উদ্যানে সহজে প্রবিষ্ট হইলেন। রামকৃষ্ণদেব সেই আলোক সাহায্যে, দেবালয়ের উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু চন্দ্রকে বলিলেন "সিদ্ধাই লাভ করিতে নাই এবং দেখাইতেও নাই। সিদ্ধাই লাভে ভগবান লাভ হয় না। চন্দ্র তুমি আর এরূপ আলো দেখাইও না ? কারণ সামান্য বর্ত্তিকালোকে যে কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহার জন্য তপঃ ক্ষয় পূর্ব্বক অষ্টসিদ্ধাই লাভের প্রয়োজন কি ? লাভ ভগবানে বঞ্চিত হওয়া মাত্র"। ঠাকুর আরও বলিতেন "বিজ্ঞান বলে মানুষ যে কার্য্য সাধনে সমর্থ তাহা সম্পাদনের জন্য দেবারাধনার প্রয়োজন কি" ? তাই ঠাকুরের ভৌতিক কার্য্য প্রদর্শন অনেকের ভাগ্যে ঘটে নাই। তবে ঘটনাচক্রে যদি ঠাকুর কর্ত্তৃক কোন আশ্চর্য্য ঘটনা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা ভাবের ঘোরেই হইয়া যাইত এবং তাহাতে অহংএর লেশ থাকিত না।

যে মনস্বীগণ ঘনিষ্ট সম্বন্ধে ঠাকুরের সহিত মিশিয়াছেন, তিনিই, ঠাকুর যে কি ছিলেন, তাহা উপলব্ধি

করিযা তাঁহাব আপনাব কার্য্যকলাপ আপনিই বদলাইযা ফেলিযাছেন।

মনস্বী কেশবচন্দ্রেব পূর্ব্ব কার্য্য কলাপ ও ধর্ম্মভাব, বিজয-চন্দ্র গোস্বমীব পূর্ব্ব ধর্ম্মভাব ও মহেন্দ্রনাথ সবকাবেব ন্যায বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেব পূর্ব্বভাব ও ঠাকুবেব সহিত পবিচযেব পব সময়ের মনোগত ধর্ম্মভাব, পর্য্যালচনা কবিলেই স্পষ্ট প্রতীয-মান হয, যে ঠাকুবেব অপূর্ব্বভাব ঘন শক্তিব সংঘষণে সকল মনস্বীব হৃদযই পবিবর্ত্তিত হইযাছিল। ঠাকুব বেদান্ত ভাষোব বা ব্যাকরণেব কূট তর্কেব মীমাংসা কবিতেন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-বাজ্যেব, মানব বুদ্ধিব অপরিলক্ষিত তত্ত্ব সমূহ, বিশদভাবে চক্ষেব সম্মুখে যেন ছবিব মত ধবিযা দেখাইতেন।

কাশীব সুবিখ্যাত পবমহংস ত্রৈলঙ্গ স্বামী মৌনাবস্থায থাকিযাও বামকৃষ্ণদেবেব সহিত সাক্ষাতে, ঈঙ্গিতে উভযে উভ-যেব মনোগত ভাব পবিচালিত কবিযাছিলেন। উক্ত স্বামী সম্বন্ধে এরূপ ঈঙ্গিতে, বাকোব বিনিময আব কখনও কেহ শুনেন নাই।

শ্রীবৃন্দাবনে বৃদ্ধা গঙ্গামাযী, বামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দর্শনেই পবিচিতেব ন্যায দুলালী দুলালী বলিযা সম্বোধন কবেন, এবং বামকৃষ্ণদেবকে এরূপ বশ কবিযা ছিলেন, যে তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কবান মথুবেব পক্ষে কঠিন হইযা দাড়াইযাছিল।

অবতাববাদ "প্রচাব-লীলা" গ্রন্থে বিশদ ভাবে অঙ্কিত কবিবাব প্রযাস কবিব।

ভগবানের কৃপায "শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণদেবেব বাল্য-লীলাব" মুদ্রা-ঙ্কন কার্য্য সুসম্পন্ন হইল, "সাধন লীলাব" হস্ত লিপিও প্রায সম্পূর্ণ হইযা মুদ্রাঙ্কনেব জন্য প্রস্তুত ছিল, ইত্যবসাবে কোন হীন

বুদ্ধি আত্মীয ষডযন্ত্র কবিযা সেই পাণ্ডুলিপি আত্মসাত কবিযা ফেলিযাছেন। তাহাতে ভগবানেব সুন্দব ছবিপ্রতিফলিত ছিল। হায! হায়! সেই হীনচেতা ঈর্ষাবশত কি অকর্ম্মই না কবিল। একটী অমূল্যবত্ন জগতেব চক্ষু হইতে চিবদিনেব জন্য অন্তর্হিত কবিযা ফেলিযাছে। বোধ হয সে পশুব পশুত্ব ঘুচিবে না। যে গুণধব, ঠাকুবকে জানবাজাবে বাসমণিব বাটীতে জুতাব ঠোক্কব মাবিযাছিলেন এই পুস্তক আত্মসাতে তাহাবই মূর্ত্তিমান পুত্র সহাযতা কবিযাছিল। বিধিব কি ঘটনা চক্র।

এই পুস্তক প্রণযনে ও মুদ্রাঙ্কনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশেষ সাহায্য কবিযাছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে হৃদযেব সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীযুক্ত ধীবেন্দ্র নাথ ভট্টাচায্য, কাব্যতীর্থ।

ঐ বজনীকান্ত সেন।

ঐ হবিসাধন মুখোপাধ্যায।

৺ দেবেন্দ্র নাথ মজুমদাব।

৺ গিবীশচন্দ্র ঘোষ।

(বামকৃষ্ণ ভাগবত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)

বিনযাবনত,

শ্রীবাজেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।
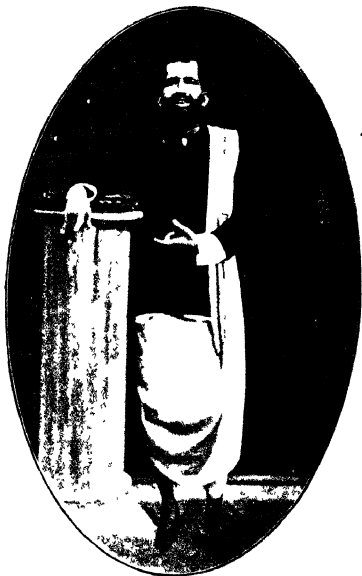
৭৮ বামকৃষ্ণাব্দ,
১৯শে ভাদ্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

নমামিত্বাং সত্যসন্ধং সর্ব্বধর্ম্মানুরাগিণং।
গুরুণাং পরমং গুরুং গৌরকান্তিং মনোহরং॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

প্রথমকল্প।

উদ্বোধন।

নমি গো মা । বাণি । বীণা-সমন্বিতা,
সবোজ-বাসিনী, সুবেন্দ্র-সেবিতা,
অসিত-ববণা, সুনীল-বসনা,
বেদ-নিনাদিনী, বাক্-বাদিনী।

চন্দন চর্চ্চিত --বাতুল-চবণা,
কুসুম-মালিনী, কুসুমভূষণা,
মধুবহাসিনী, মধুবভাষিণী,
পূতশ্রুতিগাথা-কলনাদিনী।

যে বীণা ঝঙ্কাব—"বেদব্যাস গাথা"
ভাবতে অতুল—"ভাবতীয কথা"
ভাগবত-লীলা, যাহে সুপ্রকাশ,
যে নামেতে নাশে, কলুষরাশি।

যে বীণা উচ্ছ্বাস "পূত বামাযণ"
ভবক্লেশ যাহে, কবে নিবাবণ,
রামকৃষ্ণলীলা, হ'ক প্রকটিত ?
দীন হৃদযে সে বীণা উচ্ছ্বাসি।

পাপভাবে ক্লিষ্টা, যবে বসুন্ধবা,
ঘোর দুবাচাবে, অতীব কাতবা
ধর্ম্মগ্লানি যবে উপজে ভাবতে,
ভ্রান্তিবশে জীব, ভ্রমে নিবন্তব।

পবিত্রাণ হেতু, সাধুজনগণে,
শাসিতে দুষ্কৃতে, ধর্ম্মেব বক্ষণে
পূর্ণব্রহ্ম বিভু, লীলাব চলায,
অবতরিল এ বিশ্ব ভিতব।

অতি গুহ্য কথা, অবতাব-বাদ,
যে নামেতে নাশে, বাদ বিসম্বাদ,
যে নামেতে ঘোচে, ভবে যাতাযাত,
ভোগতৃষা ভবে, যাহে নিবারে।

তোমারি প্রসাদে সে লীলা প্রকাশ,
পুবাণাদিগ্রন্থে, তাহাব বিকাশ,
করুণা বিতরি, অম্বুজ-চরণা।
দীনে শক্তি দে মা! লীলা প্রচারে।

ব্রাহ্মণ চণ্ডালে নাহিক বিচার,
আচার বিচার, যবে একাকার,
হৃদয়ে না বহে, ধর্ম্ম-সংস্কার,
ধর্ম্মভাব যত, সকলি হত।

ভরিয়া কলস, শুদ্ধা-ভক্তি-বারি,
লভি নব বেশ, দীন ব্রহ্মচারী,
সিঞ্চিল সে বারি, ভক্ত-শিরোপরি,
নাশিল অজ্ঞান-তিমির যত।

দেবি! বীণাপাণি! বীণার ঝঙ্কার
বাজেন্দ্র হৃদয়ে—কর একবার!
রামকৃষ্ণ-লীলা, হউক প্রচার—
গীত হ'ক্ সেই, মধুর-লীলা!

অম্বুরাশি পার, আশা সন্তরণে,
পঙ্গু আশে যথা, হিমাদ্রি লঙ্ঘনে,
আমারো তেমতি আশা প্রকটনে,
"দেব রামকৃষ্ণ" মধুরলীলা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

দ্বিতীয় কল্প।

অবতারাধ্যায়।

গুণত্রয় শক্তিসহ, পুরুষে বিলীন,
প্রকৃতি নিথরা যবে, গ্রহ তাহে লীন। ১।
পরম পুরুষ সুপ্ত, যোগেতে মগন,
প্রাণ প্রশমনে মৃত, জীব জন্তুগণ। ২।
ব্রহ্মাণ্ডের আদিবীজ, দেব-নারায়ণ,
সর্ব্বশক্তি সুপ্তভাবে, তাহে বিদ্যমান। ৩।
ইচ্ছাশক্তি উদ্ভবিলে, বিশ্বসৃষ্টি হয়,
প্রকৃতি সৃষ্টির আদি, আদ্যাশক্তি কয়। ৪।
পরম পুরুষ এক, পূর্ণজ্ঞানময়—
ষষ্ঠদশ-কলা পূর্ণ মূরতি অব্যয়। ৫

১। সৃষ্টির আদিতে প্রকৃতির সহিত পরমপুরুষের অবস্থান কথন।

২। সত্ত্ব, রজ ও তম ত্রিগুণের বিকারে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়। প্রলয়ে সেই গুণত্রয় পরমেশ্বরে লীন হয় তখন তাহাদের বিকাশ হয় না। ভগবান তখন নিষ্ক্রিয় ও নিদ্রিত থাকেন।

৩। প্রকৃতি, পুরুষে লীন থাকিবার জন্য সৃষ্টি কার্য্য অচল থাকে।

৪। শক্তি বিকাশে বিশ্বসৃষ্টি-আরম্ভ পরিকল্পিত হয়। সেই ইচ্ছাশক্তিই আদ্যাশক্তি বা মহামায়া নামে অভিহিত হন। যথা, চণ্ডীতে—

"মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতিকারণং।
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যোযোগনিদ্রা জগৎপতে।"

৫। ভগবানের রূপ কল্পনা করা হইল, অর্থাৎ ভগবান জ্ঞানবোধ্য ও পূর্ণজ্যোতির্ম্ময়।

ভুবন কল্পিত হয় দেহ সন্নিবেশে,
রূপের কল্পনা, শুদ্ধ সত্ত্ব সমাবেশে। ৬
ব্রহ্মাণ্ডের বীজরূপ, আদি নারায়ণ,
তাঁহাতে উদ্ভব, যত অবতার গণ। ৭
ব্রাহ্মণ বিগ্রহ ধরি, পদ্মনাভ হরি,
দুশ্চর স্বাধ্যায়ে রত, হয়ে ব্রহ্মচারী। ৮
কৌমারাদি সৃষ্টিতরে আদি অবতার,
ভক্তিভরে তার পদে করি নমস্কার। ৯
জল-মগ্না বসুন্ধরা, কল্প অবসানে,
বেদ উদ্ধারিল বিভু, ধরিয়া দশনে। ১০
জলে স্থলে অবস্থান, অতীব বিচিত্র,
বরাহ মূরতি তাঁর, পরম পবিত্র। ১১
কর্ম্মের বন্ধন হেতু, ক্লিষ্ট, জীবগণ,
মুক্তি দ্বার উদ্ঘাটিতে, দেব নারায়ণ—১২
নারদ বিগ্রহ ধরি, জীবমুক্তি তরে,
বিলাইল হরিনাম ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে। ১৩

—

৬। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানেরই আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্ব মাত্র যথা বেদান্তে কথিত আছে যথা—"ঈশাভাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিদ্‌জগত্যাং বর্ত্ততে"।

৭। ভগবান হইতেই অবতারের উৎপত্তি, অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে কথিত আছে যথা—

"এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যযং।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তেদেবতির্য্যঙ নরাদয়ঃ" ॥

৮—৯। ২ শ্লোকে ১ম অবতার কথন। ১০—১১। ২ শ্লোকে ২য় অবতার অর্থাৎ বরাহাবতার কথন।

১২—১৩। ২ শ্লোকে ৩য় অবতার অর্থাৎ নারদাবতার কথন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ বর্ণিত হইল।

শিখাতে মানবগণে, আত্ম-সংযমন,
নর-নারায়ণ রূপে, ভবে আগমন। ১৪
নিগূঢ় সৃষ্টির তত্ত্ব, করিতে প্রকাশ,
অনুপম সাংখ্য শাস্ত্র কপিলে বিকাশ। ১৫
আত্ম-বিদ্যা শিখাইতে, অলর্ক, প্রহ্লাদে,
অনসূয়া গর্ভে জন্ম, লভিলা সাহ্লাদে। ১৬
দত্তাত্রেয় অবতার ভারতে প্রথিত,
শুদ্ধ সত্ত্ব ভাব জীবে, হ'ল প্রকাশিত। ১৭
ক্রিয়া, কর্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ, হীন যবে জীব,
তব দয়া প্রকাশিয়ে নাশিলে অশিব। ১৮
রুচির ঔরসে, বিভু, আকুতি উদরে,
জনম লভিলা যবে, যজ্ঞ নাম ধরে। ১৯
ক্রিয়া, কর্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ, মুক্তির কারণ,
কালবশে পুনঃ তাহে বদ্ধ জীবগণ। ২০
আত্মকর্ম্মে বদ্ধজীব লূতাতন্তু সম,
কর্ম্মফল ভুঞ্জিবারে জীবের জনম। ২
ফল আশা পরিহরি কর্ম্ম আচরণে,
জীবমুক্ত কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণে। ২২

১৪। ১ শ্লোকে ৪র্থ অবতার কথন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ নিদর্শন।

১৫। ১ শ্লোকে ৫ম অবতার কথন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ নিদর্শন। কপিলাবতারে ভগবান, জননী দেবাহুতিকে ও আসুরি নামক ব্রাহ্মণকে লুপ্তপ্রায় যোগ শিক্ষা দানের জন্ত সাংখ্য-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

১৬—১৭। ২ শ্লোকে ৬ষ্ঠ অবতার কথন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ নিদর্শন। এই অবতারে অত্রিপত্নী অনসূয়ার প্রার্থনামত দেবগণ দত্তাত্রেয় নামে তাঁহার গর্ভে জন্মলাভ করেন।

১৮—১৯। ২ শ্লোকে ৭ম অবতার বর্ণন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দ্দেশ হইল।

২০—২৪। ৫ শ্লোকে ৮ম অবতার বর্ণন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দ্দেশ হইল। এই

ঋষভ ধরিযা নাম মোক্ষ শিক্ষা আশে,
জনমিল মেরুগর্ভে, নাভের ঔরসে। ২৩
ফলমুখি ফুল সম যত মুক্ত জীব,
মুক্তি পথে অগ্রসর, নহে বদ্ধজীব। ২৪
ঋষির প্রার্থনা মতে নবদের মূর্ত্তি,
পৃথুনামে অবতীর্ণ, সুন্দর আকৃতি। ২৫
মন্বন্তর শেষে যবে, ভীষণ বর্ষণে,
স্ফীতা মহোদধি যথা, সলিল প্লাবনে। ২৬
ধরিত্রী ভাসায়ে পৃষ্ঠে, তরণী স্বরূপে,
উদ্ধারিল বৈবস্বত মনু, মীন রূপে। ২৭
অমৃত লভিতে যবে মিলি দেবাসুরে,
মথিল ক্ষীরোদার্ণব, সবে প্রাণপূরে। ২৮
মন্থন দণ্ডের তরে মন্দর ভূধরে,
প্রস্থাপিল নিজ পৃষ্ঠে কূর্ম্ম অবতারে। ২৯
অতি অপরূপ রূপ, কূর্ম্ম অবতার,
পুরুষ প্রকৃতি যোগ করি নমস্কার। ৩০

অবতারে ভগবান, পারমহংস্য ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া জীবগণকে মুক্তি শিক্ষা দেন। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারাই জীব যে মুক্ত হয়, উহা সাধনাধ্যায়ে বিবৃত হইবে। অলাবু ও কুষ্মাণ্ডের যেরূপ অগ্রে ফল হইয়া পরে ফুল হয় তদ্রূপ নিত্য মুক্ত জীবগণ অগ্রে সিদ্ধ হইয়া তবে সাধন কার্য্য আরম্ভ করেন।

২৫। ১ শ্লোকে ৯ম অবতার বর্ণন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দ্দেশ। এই অবতারে ভগবান পৃথু নামে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবী হইতে ওষধি সকল দোহন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য উহা অতিশয় মনোরম ও বাঞ্ছনীয়।

২৬—৭। ২ শ্লোকে ১০ম অবতার বর্ণন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দ্দেশ করা গেল।

২৮—৩১। ৪ শ্লোকে ১১শ অবতার বর্ণন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দ্দেশ করা গেল।

জ্ঞান নহে কর্ম্ম যোগ, সেই যুগধর্ম্ম,
আদি অবতার, শুদ্ধ সৃষ্টি আদি কর্ম্ম। ৩১
ধন্বন্তরি রূপে বিশ্বে দ্বাদশাবতার,
অম্বুরাশি হতে হ'ল সুধার উদ্ধার। ৩২
প্রকাশিল আয়ুর্ব্বেদ, মঙ্গল কারণ,
জরা ব্যাধি হ'তে মুক্ত, যাহে জীবগণ। ৩৩
মোহিনী মূরতি ধরি, মোহিয়া দানবে,
বিলাইল সুধারাশি, দেবগণে, যবে। ৩৪
বিষ্ণু-দ্বেষী হিরণ্যকশিপু দৈত্য বরে,
বিনাশিল দেব—**নরসিংহ** রূপ ধরে। ৩৫
বামন বিগ্রহ ধরি, বলিরে ছলিল,
পরশুরামেতে ধরা দেব নিঃক্ষত্রিল। ৩৬
জীবে অল্প শক্তি হেরি **সুত-পরাশর**,
বিভাগিল চারিভাগে, বেদ-তরুবর। ৩৭
ত্রেতাযুগে সমুদ্ভূত **রাম** অবতার,
বীর্য্য সাধ্য কর্ম্ম যত সাধিল সেবার। ৩৮
পিতৃসত্য পালিবারে ছাড়ি রাজ-পদ,
বনবাসী হ'ল রাম, ঘটিল বিপদ। ৩৯

পৃথিবার সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় জীব সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায়, এক দেহে পুরুষ প্রকৃতি যক্ত হইয়া কর্ম্মেরই প্রয়োজন করাইল।

৩২—৩৩। ২ শ্লোকে দ্বাদশাবতার বর্ণন। ধন্বন্তরী আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন।

৩৪। ১ শ্লোকে ত্রয়োদশাবতার বর্ণন।

৩৫। ১ শ্লোকে চতুর্দ্দশাবতার বর্ণন।

৩৬। ১ শ্লোকে পঞ্চদশ ও ষোড়শাবতার বর্ণন।

৩৭। ১ শ্লোকে সপ্তদশাবতার বর্ণন।

৩৮—৪১। ৪ শ্লোকে অষ্টাদশাবতার অর্থাৎ রামাবতার বর্ণন।

বধিবারে রক্ষঃপতি লঙ্কার রাবণ,
সাগরে বাঁধিল দেব, করি দৃঢ়পণ। ৪০
জানকীরে তেয়াগিল, প্রজার কল্যাণে,
সত্যব্রত রাখিবারে বিহরিল বনে। ৪১
ভূভার হরণতরে, পূর্ণব্রহ্ম হরি,
লীলাছলে কৃষ্ণ, রাম রূপে অবতরি। ৪২
কৃষ্ণ বলরাম রূপে পূর্ণ অবতার ;
শ্বেত কৃষ্ণ মিলি দোঁহে অদ্বৈত আকার। ৪৩
কলিযুগে দেবদ্বেষী অসুরে মোহিতে,
বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ গয়া প্রদেশেতে। ৪৪
বুদ্ধের বুদ্ধত্ব ভাব যবে লুপ্ত প্রায় ;
হিন্দুধর্ম্ম উদ্ধারিতে শঙ্কর বিজয়। ৪৫
কত সত্য, কত ত্রেতা, কতই দ্বাপর,
ক্রমধর্ম্মে যুগ যত ভ্রমে নিরন্তর। ৪৬
এক ব্রহ্ম আদি বীজ ব্যাপ্ত চরাচর ;
চিদানন্দ নির্ব্বিকল্প পূর্ণ পরাৎপর। ৪৭
রূপহীন ভাববশে তাঁহাব বিকাশ ,
নীল, কৃষ্ণ বর্ণ ভেদ আকাশে প্রকাশ। ৪৮

৪২—৩। ২ শ্লোকে একোনবিংশতি ও বিংশতি অর্থাৎ কৃষ্ণ ও বলরাম অবতার বর্ণন। বিশ্ব সৃষ্টিতে শ্বেত ও কৃষ্ণ দুইটী মূলবর্ণ, কৃষ্ণ বলরামে সেই মূলবর্ণেরই বিকাশ হইল।

৪৪। ১ শ্লোকে একবিংশতি অর্থাৎ বুদ্ধাবতার বর্ণন।

৪৫। ১ শ্লোকে দ্বাবিংশত্যাবতার অর্থাৎ শঙ্করাবতার বর্ণন।

৪৬। অনন্তযুগ আসিতেছে ও যাইতেছে ও যুগ-ধর্ম্মের নিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

৪৭। একব্রহ্ম চিদ্রূপে জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। বটবৃক্ষের বীজ যেরূপ নষ্ট হয় না তদ্রূপ ভগবানরূপ বীজ নিহিত থাকিয়া কালে অঙ্কুরিত হয়! ঠাকুর যেমন বলেন "গিন্নি যেমন ন্যাতা ক্যাতা হাঁড়ির ভিতর সকল গাছের বীজ অর্থাৎ শশা বিচি, কুমড়া বিচি তুলিয়া রাখেন, সেইরূপ সৃষ্টি ধ্বংশে মহামায়া সৃষ্টির বীজ রাখিয়া দেন।"

৪৮। আকাশ বর্ণ বিহীন হইলেও তাহাতে যেরূপ সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া নানা বর্ণের

অনন্ত জীবের সৃষ্টি, জীব অগণন ;
একত্বে বহুত্ব তার কে করে গণন, ৪৯
এক ব্রহ্ম ভাব-রূপে, অনন্ত বিগ্রহ ;
ইচ্ছাশক্তি পবকাশি, ধরে বহু দেহ। ৫০
কলি-জীব স্বল্প-আয়ু অন্নগত-প্রাণ ;
তপ, যোগ, যজ্ঞ, নহে নিস্তার কারণ। ৫১
তাই শিব বিধানিল আগম বিধান,
শক্তির সাধন-মন্ত্র সাধনা প্রধান। ৫২
জীবে মুক্তি লভিবারে যে কারণ-বারি,
ভণ্ডকাপালিকে তাহা সাধনার অরি। ৫৩
পঞ্চম মকারে হয সাধনার সিদ্ধি,
উন্মত্ত তান্ত্রিকে তাহা, বাসনার বৃদ্ধি। ৫৪
কামিনী সুরায় শেষে তন্ত্রের সাধনা,
আসক্তি প্রবৃত্তি যাহে, সিদ্ধি বিডম্বনা। ৫৫

সমাবেশ দেখাযায়, ভগবানের রূপ সম্বন্ধেও তদ্রূপ, অর্থাৎ ভগবানের কোনরূপ, না থাকিলেও ভক্তগণ তাঁহার নানা রূপ দেখিতে পান।

৪৯—৫০। এক বর্ণে বহুবর্ণ যুক্ত হইযা যেরূপ বহুঅর্থ প্রকাশ করে, তদ্রূপ শক্তি সংযোগে এক ঈশ্বর বহুরূপে প্রতিভাত হন। শ্রুতি যথা—

"একোবর্ণোবহুধাশক্তি যোগাৎ বর্ণন্যনেকান্নিহিতার্থোদধাতি।
বিচৈতিচান্তে বিশ্বমাদৌগুভয়া সন্ধ্ব্যা সময়ুনক্তু" ।

৫১—৫২। জগদ্‌গুরু শিব, তন্ত্র-সাধনা প্রচার করেন। ভক্তি ও বিশ্বাসে সামান্ত ক্রিয়া দ্বারা শিব জীব-মুক্তির বিধান করিলেন।

৫৩। কাপালিক বা ইতর তান্ত্রিক সাধারণ ভাবে মদ্যকে "কারণবারি" বলিয়া ব্যবহার করেন।

৫৪। পঞ্চমমকার অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব।

৫৫-৫৬। ৪ শ্লোকে তন্ত্র-সাধনার ব্যভিচার বর্ণিত হইল। কারণ বারি জীবে আনন্দদায়িনী, কিন্তু জীব সেই কারণ বারির অপব্যবহার দ্বারা ও পরকীয়া শক্তিতে

প্রেমভক্তি তাহে লুপ্ত, উন্মাদের প্রায়,
বিপথে উন্মুখ সাধু, সুপথ হারায়॥ ৫৬
তন্ত্রের প্রভাব যবে বঙ্গে বিস্তারিল;
প্রেম, ভক্তি, বিলাইতে চৈতন্য আইল। ৫৭
শক্তি সহ যুক্ত হয়ে, শক্তি নিবারিল।
ভারতের ঘরে ঘরে প্রেম বিলাইল। ৫৮
আবার ধর্ম্মের গ্লানি, উপজে ভারতে,
হিন্দুধর্ম্ম লুপ্ত প্রায়, ধর্ম্ম বিপ্লবেতে। ৫৯
সাধন ভজন হীন অতি অনাচারী,
জ্ঞান ভক্তিহীন সবে ভক্ত-ভেকধারী। ৬০
কভু হিন্দু বেদাচারী শাস্ত্র-ব্যবসায়,
ভগবানে নাহিজানে—জীবিকা উপায়—। ৬১
হিন্দুকুলে জনমিযা কখন খৃষ্টান;
রীতি-নীতি কভু তার সম মুসলমান। ৬২
হৃদয় বিহীন নর পশুর সমান,
আত্মম্ভরি আত্ম-গর্ব্ব আত্ম-অভিমান। ৬৩
তমোগুণে পূর্ণ সবে, পূর্ণ অহঙ্কার,
অজ্ঞানেরে, জ্ঞানভাবে করিছে বিচার। ৬৪

আসক্ত হইয়া মুক্তিলাভ দূরে থাক্ ঘোর বিপথে পতিত হইয়া, ভগবান লাভে সম্পূর্ণ-অসমর্থ হয়। ভণ্ডকাপালিক শক্তি সাধনা করিতে গিয়া, সুরার প্রভাবে, কতই না অকর্ম্ম করিয়া ফেলে।

৫৭—৮। ২ শ্লোকে ত্রয়োবিংশতি অর্থাৎ চৈতন্যাবতার বর্ণন।

৫৮। শক্তি অর্থে লক্ষ্মী-প্রিয়া। ভোগের দ্বারা ত্যাগ প্রদর্শন

৫৯—৬৪। এই কয়টী শ্লোকে রামকৃষ্ণাবতার বর্ণনাচ্ছলে ভারতের হীনাবস্থার বিষয় বর্ণনা করা গেল।

কলিযুগে জীব যবে অন্নগত-প্রাণ,
বৈদেশিক ভাবে যবে চিত্তসমাধান। ৬৫
যাহাতে সদাই রহে ভাবেব অভাব,
তাবে দিল বামকৃষ্ণ ভগবত ভাব। ৬৬
দীনহীন গুপ্তভাবে তাঁব আগমন,
তাপিত মানবে শান্তি দিবাব কারণ।'৬৭
যে কোন ভাবেতে যার হযেছে দর্শন,
সেভাবে হৃদযে শান্তি, করেছ স্থাপন।'৬৮
যার চিত তব তরে সদা ব্যাকুলিত।
শুদ্ধা ভক্তি দিলে তারে হয়ে আকুলিত। ৬৯
ধর্ম্মের পার্থক্যভাব তুমি ঘুচাইলে ;
সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বযে সাধনা কবিলে। ৭০
মাতৃভাবে নিজশক্তি, আপনি পূজিলে,
তোমার আমিত্ব তুমি, তোমাতে মিলালে॥ ৭১

৬৫। পাশ্চাত্য শিক্ষাদ্বারা পাশ্চাত্য রীতি নীতি ও আহার ব্যবহার হওয়া

৬৬। ভাববিহীন পশুবৎ।

৬৭। ঠাকুর স্বয়ং বলেন এ অবতারে তাঁহার ছদ্মবেশে আগমন।

৬৮। যে প্রাণমনে যে ভাবে তাঁহাকে ভাবিয়াছে, তাহার তদ্রূপ লাভ হইয়াছে। অর্থাৎ যে, গুরুভাবে তাঁহাকে ভাবিয়াছে, তাহার কাছে তিনি গুরু, ও যে ভগবানভাবে ভাবিয়াছে তাহার নিকট ভগবানরূপে দেখা দিযাছেন।

৬৯। কযেকজন ভক্তকে বিনা তপস্তায চিত্তশুদ্ধি দান করিয়া চরিতার্থ করেন।

৭০। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং সর্ব্বধর্ম্মের সর্ব্ব সম্প্রদায়সম্মতসাধনা দ্বারা, ধর্ম্মের একত্ব ভাব শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বলেন "বিভিন্ন ধর্ম্ম, একই ঈশ্বরে পঁহুছিবার ভিন্নং পথ মাত্র"।

৭১। ভগবান সকল অবতারে শক্তি সহ লীলা করিয়াছেন, এবং স্বীয় শক্তিতে প্রেম সাধনা করিযা লোক শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু ভগবান রামকৃষ্ণ নিজ শক্তিতে মাতৃভাবে সাধনা করিয়া কামিনী যে ভোগ লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, এবং রমণীকে মাতৃভাবে সাধনা ভিন্ন রিপুদমনের যে অন্য উপায় নাই, তাহা বিশদভাবে দেখাইয়া দিয়া, জগতে এক যুগান্তর ঘটাইয়া দিয়াছেন।

কেশবাদি ব্রাহ্মভক্ত তোমারি কৃপায়।
লভিল শক্তিব জ্ঞান-সাধন উপায। ৭২
নিত্য সিদ্ধ নরেন্দ্রাদি তব নিজ জন,
তব যশোগুণ গানে যাপিল জীবন। ৭৩
সুবেশ মনোমোহন লভি ভক্তিবারি,
ত্যজিল নশ্বর দেহ তব নাম করি। ৭৪
বিজয় ভক্তের শ্রেষ্ঠ অদ্বৈত গোঁসাই,
সেবিল তোমারে যথা সেবেছে নিতাই। ৭৫
ভক্তবীর রামচন্দ্র সেবি প্রাণপণে,
প্রচারিল তব নাম ভক্ত সন্নিধানে। ৭৬
যত পাপী উদ্ধারিল তোমার কৃপায়,
গিবীশ লভিল ভক্তি তোমার দযায। ৭৭

৭২। কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান প্রচার, ঠাকুবেব সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় উপদেশের চরম ফল।

৭৩। স্বামী বিবেকানন্দ।

৭৪। মনোমোহন মিত্র একজন ভক্তবীর। ইঁহার নিবাস কোন্নগর, ইনি—বেঙ্গল-সেক্রেটারী আফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন।

৭৫। বিজয়চন্দ্র গোস্বামী নবদ্বিপস্থ চৈতন্যভক্ত অদ্বৈতবংশীয়। প্রথমে সাধারণ ব্রাহ্ম-দলভুক্ত থাকিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায়, সাধনাদ্বারা মহোচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

৭৬। রামচন্দ্র দত্ত একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন, ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের Assistant to the Chemical Examiner এবং Science Association-এর একটী স্তম্ভ স্বরূপ সহকারী ছিলেন। ইনি প্রধান ভক্তবীর। ঠাকুর ইঁহার রুদ্রাবতারের অংশে জন্ম বলিযা কহিতেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ভগবান রামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া সর্ব্ব সাধারণে প্রকাশ করেন। ইনি কাঁকুড়গাছীস্থ নিজোদ্যান, রামকৃষ্ণদেবের স্মরণার্থ দান করিযা, সেই উদ্যানে ভগবানের অস্থি সংস্থাপন করিষা, তাহাতে মন্দির ও নাটমন্দির প্রতিষ্ঠা কবিয়া স্বীয় নাম চিরস্মরণীয করিয়া গিয়াছেন। উদ্যানটী যোগোদ্যান নামে অভিহিত এবং তাহাতে প্রতি ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমী তিথিতে ৺শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাব-উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৭৭। ইনি বঙ্গ নটচুড়ামণী এবং প্রথিত নামা বঙ্গীয় লেখক গিরীশচন্দ্র ঘোষ নামে

সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে প্রভু জনমি ধরায়,
শুদ্ধাভক্তি শিখাইলে তোমার লীলায়। ৭৮
মম ভিক্ষা তব পদে দাস হযে থাকি,
মন কাঁচে তব মূর্ত্তি সতত নিরখি। ৭৯
সংস্কার বশে জীব জন্মে অবিরত,
সঙ্কল্প সাধিতে চিত সদাই নিরত। ৮০
সাধিতে বিশ্বের হিত শক্তি সমাবেশে,
বিরচিয়া মায়াদেহ অবতার আসে। ৮১
আবির্ভাব তিরোভাবে রহস্য নিহিত,
পূর্ণ অবতারে তাহা আছে প্রকটিত। ৮২

পরিচিত। ইনি ভৈরব অংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্ণ বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন। ঠাকুরে আত্মনির্ভর করিযা, ইনিই তাঁহাকে বকলমা দিয়াছিলেন এবং ঠাকুবকে স্বয়ং ভগবান বিশ্বাসে তাহা ভক্তগণের নিকট প্রচাব করেন। ১৮৮৬ সালেব ১লা জানুয়ারি তারিখে ঠাকুর সিঁতির বাগানে সকলকে স্পর্শ দ্বারা সংসাবী ভক্তের ভিতব চৈতন্য বিকীরিত করিয়া, ভাবাবস্থায় আত্ম প্রকাশ করেন ও বলেন "যিনি বাম, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণ"।

৭৮। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ অর্থাৎ রাম, মনোমোহন, শ্রীমঃ অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বলরাম বসু, সুরেশ, সুরেন্দ্র, বুড়ো গোপাল, নিরঞ্জন, লাটু, তারক, নারাণ, নরেন্দ্র, ছোট নরেন, যজ্ঞেশ্বর, রাজেন ও শশিভূষণ ইত্যাদি।

৭৯। মন কাঁচ অর্থাৎ ফটোগ্রাফের ন্যায় রঙ্গিন কাঁচ যাহাতে মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়।

৮০। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে এবং সেই ফলভোগোপযোগী দেহ ধারণ করিয়া ও তদুপযুক্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবের দেহ অবসান হয়। অতএব জীবের জন্ম ও মৃত্যু নিয়তির অধীন।

৮১। অবতারগণ সাধারণ মানবের ন্যায় পিতার শুক্র ও মাতার শোণিতে জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁহারা পরাবিদ্যার প্রভাবে আদ্যাশক্তিদ্বারা মায়া দেহ বিরচিত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, যথা ভাগবতে কথিত আছে (শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় ৩০ শ্লোক):

এতদ্রূপং ভগবতো হ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ।
মায়াগুণৈ র্বিরচিতং মহদাদিভিরাত্মনি॥

৮২। অবতারের জন্ম ও মৃত্যু সাধারণ জীবের ন্যায় নহে, তাহা শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাবতারে প্রকাশ আছে।

৬৭—৮৪। এই কয়টী শ্লোকে চতুর্ব্বিংশতি অবতার অর্থাৎ রামকৃষ্ণ অবতার বর্ণিত হইল। ভাগবতে কোন অবতার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না করিয়া কেবল বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে, ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ও অসুর নাশের জন্য, ভগবান অবতাররূপে

পর্য্যায়ে সে ভাব কথা করিয়া বিস্তার,
প্রচারিব রামকৃষ্ণ লীলা কি প্রকার। ৮৩
জীবভাবে নহে তাঁর ভবে আবির্ভাব,
লীলায় প্রকট বিভু সবে সমভাব। ৮৪
জীবের কলুষরাশি করিয়া বহন,
লীলাদেহ প্রতিদানে হয় বিসর্জ্জন। ৮৫

জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে যথা :—
"অবতারাহ্যসংখ্যেয়াঃহরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথা বিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ" ॥
পূর্ব্ব শ্লোকে ভাগবতে অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়া শেষে বলিলেন :—
"এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।
ইন্দ্রিয় ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে" ॥

পরে রামকৃষ্ণ চরিত্র বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণাবতার, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরাম দেবকে লইয়া পূর্ণ, কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ। অর্থাৎ উক্ত অবতারগণও হৃদযাকর্ষণকারী স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারণ ও লোকতোষণার্থ পরমপুরুষের অংশ ও কলারূপে যুগে২ অবতীর্ণ হইয়াছেন ও হইয়া থাকেন। এখানে ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এই যে, জগতে কামিনী-কাঞ্চনই যখন সমগ্র ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির উত্তেজক, তখন কেবল মাত্র কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারিলেই যে ইন্দ্রিয় সমস্ত নিগ্রহ হইল, তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকে না। তাই বলিলাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবানরূপে কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কারণ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই তাঁহার সাধনার মূলমন্ত্র। ভবিষ্য পুরাণে কল্কিঅবতার ব্যতীত কলিতে তিন অবতারের বিষয় বর্ণিত আছে। ১ম্ শঙ্করাচার্য্য, ২য় চৈতন্য, পরে ৩রটী বাকি থাকে। সেই ৩য় অবতার ধরিলেও রামকৃষ্ণ সেই স্থান অধিকার করেন। পূর্ব্ব কথিত শ্লোকে কোন২ গ্রন্থে ইন্দ্রিয় স্থানে ইন্দ্রারি শব্দ প্রয়োগ আছে। ইন্দ্রারি বলিতে গেলে ইন্দ্রের যে সমস্ত অসুর শত্রু, তাহাই বুঝায়, কিন্তু কলিতে ইন্দ্রারি দ্বারা লোকে কিরূপে ব্যাকুলিত হইবে ? সুতরাং ইন্দ্রারি শব্দ স্থলে ইন্দ্রিয় শব্দ প্রয়োগ হইলে অর্থ বোধ হয়। বিশেষত শ্রীকৃষ্ণ অবতারে তিনি ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য ইন্দ্রযজ্ঞ প্রথা উঠাইয়া দিয়া গোবর্দ্ধনগিরির পূজা প্রথা গোকুলে প্রবর্ত্তন করেন। অতএব ইন্দ্রারির পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয় শব্দ থাকিলেই অর্থবোধ হয়। অবতার সম্বন্ধে পরমহংসদেবের মত লীলা বর্ণন স্থলে বর্ণিত হইবে।

সূর্য্যবংশ অবতংস নৃপতি প্রধান,
পুণ্যশীল দশরথ অতিভক্তিমান্‌। ৮৬
সাধিল পুত্রেষ্টি যাগ পুত্রের কারণ,
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবরে করিয়া বরণ। ৮৭
সেই যজ্ঞহুত-চরু করিয়া ভক্ষণ,
জ্যেষ্ঠা রাণী প্রসবিল রাজীবলোচন। ৮৮
রামের জনম কথা অতি অপরূপ,
রামায়ণে বিবরিত তাঁহার স্বরূপ। ৮৯
শোণিত শুক্রেতে নহে দেহ বিরচিত,
মহামায়া শক্তিবলে হয় সংঘটিত। ৯০
যোগের বিভূতি বলে বলী রক্ষঃপতি,
নিষ্পেষিলা দেবকুল রাক্ষস দুর্ম্মতি। ৯১
শৈবতেজ নিষ্কাসিতে পূর্ণ অবতার,
অদম্য রাবণ হত হত ধরা ভার। ৯২
অপ্রাকৃত ভাবে তাঁর যথা আবির্ভাব,
সরযূ সলিলে তথা হয় তিরোভাব। ৯৩
কারানীতা অবরুদ্ধা দেবকী উদরে,
জনমিল রাম, কৃষ্ণও মায়া দেহ ধরে। ৯৪
শ্রীকৃষ্ণ সাধিত কর্ম্ম করি সমাধান,
ব্যাধের শাণিত শরে ত্যজিল পরাণ। ৯৫

৮৫।১০৬। ২০টী শ্লোকে ইহা দেখান হইল যে অবতারগণ মায়াদ্বারা দেহ ধারণ করিয়া নরকলুষভারবহনজন্য কঠিন ব্যাধি কিম্বা অন্য উপায়ে দেহ বিসর্জ্জন দ্বারা, সেই জীব-কলুষরাশির প্রায়শ্চিত্ত করেন। এইস্থলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্ম ও দেহাবসান বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা অনুমিত হয়, তাহা সুধীগণ বিচার করিলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে অবতার তৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

পূর্ণজ্যোতি প্রবেশিয়া মাযার জঠরে,
জনমিল **বুদ্ধদেব,** প্রাসাদ ভিতরে। ৯৬
শাক্যসিংহ, রাজ-ভোগ ত্যজি পরিজন,
ভিক্ষুবেশে অরণ্যেতে করিল গমন। ৯৭
প্রচারিযা শেষ শিক্ষা নিজ শিষ্যগণে,
ত্যজিল নশ্বর দেহ বসি শালবনে। ৯৮
শিবজ্যোতি প্রবেশিযা গর্ভ সমাধান,
বিশিষ্টা লভিল পুত্র, শঙ্কর সমান। ৯৯
শঙ্কর শঙ্করাদেশে ধর্ম্ম প্রচারিল,
ভগন্দর রোগে দেব দেহ সম্বরিল। ১০০
বাযু-বিতাড়িত তেজে গর্ভের সঞ্চার,
শচীদেবী প্রসবিল **নিমাই কুমার।** ১০১
প্রেমভক্তি বিলাইযা ভারত ভিতরে,
মিশিল পুরুষোত্তমে অকুল সাগরে। ১০২
কুমারী মেরীর গর্ভে **যীশু** জনমিল,
ঈশ্বর আদেশে প্রেম-ভক্তি প্রচারিল। ১০৩
জনে জনে ভ্রাতৃভাব যবে উন্মেষিল,
নরের কলুষ লযে ক্রুশে বিদ্ধ হ'ল। ১০৪
বাযুভরে শিবজ্যোতি জঠরে প্রবেশি,
রামকৃষ্ণ জনমিল পূর্ণিমার শশী। ১০৫
ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিয়া ভগবতাদেশে,
কণ্ঠরোগে লীলা শেষ হ'ল অবশেষে। ১০৬
ত্যাগ শিক্ষা মূলমন্ত্র নরের শোভন,
ধরা অবতরি দেব করেন অর্পণ। ১০৭

১০৭-৮। কাঞ্চন ও কামিনী ত্যাগই ঠাকুরের প্রধান শিক্ষা, কারণ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিলেই সংসারে সকল ত্যাগ হইল। খণ্ডাবতারে জীবকে সৎপথে লইয়া

খণ্ডপূর্ণ অবতার বিবিধ কথন,
প্রয়োজন মতে হয় শক্তি সঞ্চারণ। ১০৮
উদ্দেশ্য বহুল যথা—পূর্ণ অবতার—
—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ নির্বিকার- ১০৯
ক্ষীণজ্যোতি বিভাসিত পথ প্রদর্শনে,
মধ্যাহ্ন ভাস্কর জ্যোতি তম নিবারণে। ১১০
নরের কলুষ রাশি করিতে বহন,
ধরামাঝে নর রূপে হয় আগমন। ১১১
দেশকাল পাত্র ভেদে করি শিক্ষাদান,
প্রায়শ্চিত্ত হয় শেষে করি প্রাণ দান। ১১২

যাইবার আলোক প্রদর্শিত হয়, কিন্তু পূর্ণাবতারে জগৎপ্রহেলিকা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের মুক্ত করেন।

১১১। ভগবান রামকৃষ্ণ শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, "দেখলাম খোলটী ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বল্লে আমি যুগে অবতার, তখন ভাবলেম বুঝি মনের খেয়ালে ঐসব কথা ব'লছি, তারপর চুপ করে দেখলাম, তখন দেখি আপনি ব'লছে, শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল। দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব, তবে সত্ত্ব গুণের ঐশ্বর্য্য। মাকে বলেছিলাম যে আর বকতে পারি না, যেন একবার ছুঁয়ে দিলে, লোকের চৈতন্য হয়"। আর এক সময় ভাবাবেশে সন্ন্যাসী সেবক রাখালকে বলিয়াছিলেন "আমি এয়েছি, তুই কবে এলি"? অবতারগণ জগতে অবতীর্ণ হইলে অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গগণও তাঁহার সহিত সমসাময়িক সময়ে অবতীর্ণ হন, ঠাকুরের উক্ত প্রশ্নে তাহা প্রকাশিত হইল। পীড়াকালীন যখন ঠাকুর সিঁতির বাগানে ছিলেন, তখন ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে গিরীশঘোষ প্রমুখ সংসারী ভক্তগণকে কল্পতরু হইয়া স্পর্শচ্ছলে উদ্ধার করিতে ছিলেন। সেই সময় ভাবাবস্থায় বলিয়াছিলেন, "যিনি কালে রাম ও কৃষ্ণ হইয়াছিলেন, সেই ইদানী রামকৃষ্ণ"। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল দেশে সকল কালে অবতারগণ নরের উদ্ধারের জন্য, নিজশরীরে তাহাদের পাপ গ্রহণ করিয়া, নিজ শোণিত দানে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। যীশুখ্রীষ্ট তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

১১২। ঠাকুর নিজ শ্রীমুখে কহিয়াছেন—বুকে হাত দিয়া—"এর ভিতর যিনি আছে (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ) দেখি একদিন বাহির হইয়া বেড়াইতেছে, তাহার গায়ে চতুর্দ্দিকে ঘা।" এই ঘটনাটীর কিছু পূর্ব্বে ঠাকুর একটী গলিতকুষ্ঠ রোগীকে স্পর্শ করায় সে রোগ মুক্ত হয়, কিন্তু তিনি সমস্তদিন বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা ভোগ করেন। ঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন "তাহার রোগ সারিয়া গেল, কিন্তু তার ভোগটা এইটের (আপনাকে দেখাইয়া) উপর দিয়া হয়ে গেল।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

তৃতীয়কল্প।

জন্মাধ্যায়।

জনপদ নাতিদূরে বিস্তৃত কান্তার পারে,
পল্লী-বাস অতি নিরজন। ১১৩
নাহি জন-কোলাহল সুখ শান্তি অবিরল ;
সবল হৃদয়, সর্ব্বজন। ১১৪
কামারপুকুর নাম মর্ত্তে যাহা ব্রজধাম ;
শ্রীনিবাস যাহে জনমিল। ১১৫
ফল পুষ্প সুশোভিত তরুবাজি পরিবৃত ;
ক্ষেত্র শস্যে পরিপূর্ণ ছিল। ১১৬
ক্ষুদিরাম বিপ্রবর সুধী সর্ব্বগুণাকর ;
সেইগ্রামে তাঁহার নিবাস। ১১৭
স্বধর্ম্মে সতত রত নিজ প্রয়োজন মত,
রচিয়া আবাস করে বাস। ১১৮

১১৫। কামারপুকুর নামক গ্রাম, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান। ঐগ্রাম হুগলি জেলায় অন্তর্গত আরামবাগ সবডিভিজনের মধ্যে অবস্থিত, পূর্ব্বে ইহাকে জাহানাবাদ কহিত। বিষ্ণুপুর হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণে গেলে, কামারপুকুরে যাওয়া যায়।

১১৭। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতা ও চন্দ্রমণি দেবী জননী ছিলেন।

স্বপনে লভিয়া শিলা স্বভবনে প্রতিষ্ঠিলা ;
রঘুবীর জাগ্রত দেবতা। ১১৯
তাঁহার সেবার তরে নিজে ধান্য চাষ করে ;
সেই ভাব ঋষি প্রণোদিতা। ১২০
দীন গৃহে বহে সুখ অতিথি নহে বিমুখ ;
লক্ষ্মী-ভাণ্ড খালি নাহি রহে। ১২১
অন্নপূর্ণা চন্দ্রমণি অস্ত গেলে দিনমণি ;
আহার করেন যাহা রহে। ১২২
ক্ষুদিরাম নিষ্ঠাবান দেবতায় ভক্তিমান ;
সত্যনিষ্ঠ তেজস্বী ব্রাহ্মণ। ১২৩
শুদ্ধাভক্তি সমন্বিত সদাচার নিয়মিত ;
ত্রস্ত পল্লীবাসী সর্ব্বজন। ১২৪
ব্রহ্মণ্য তেজের ভরে পল্লীবাসী ভয় করে ;
উঠে সবে হেরিলে তাঁহায়। ১২৫
যদবধি তাঁর স্নান নাহি হয় সমাধান ;
সরোবরে কেহ নাহি যায়। ১২৬
সহসা হইল চিতে গয়াতীর্থ পর্য্যটিতে ;
পিতৃপিণ্ড করিতে প্রদান। ১২৭
গৃহে রাখি স্বধর্ম্মিণী পুত্রদ্বয় গুণমণি ;
রাখি গৃহে খাদ্য সংস্থান। ১২৮

১১৯। একদিন ক্ষুদিরাম গ্রামান্তরে যাইতে২ পথিমধ্যে কোন বৃক্ষতলে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যে, অদূরে মাঠে ধান্যক্ষেত্র মধ্যে রঘুবীর বিগ্রহ শায়িত আছেন। তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইবার আদেশ পাইয়া তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া আসেন। এ কথা ভগবান্ রামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছেন।

১২০। ঋষিগণ যেরূপ নীবারধান্য স্বয়ং ছড়াইয়া দিয়া নিজে কর্ত্তন করিতেন, সেইরূপ ক্ষুদিরামও দেবতার ভোগের জন্য স্বয়ং ধান্য চাষ করিতেন।

১২৮। ক্ষুদিরামের জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার ও মধ্যম রামেশ্বর এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণ ও ভার্য্যা শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবী।

লয়ে নিজ অনুচর　　ক্ষুদিরাম দ্বিজবর;
তীর্থ-যাত্রা করিল সুদিনে। ১২৯
বাস্তুদেব রঘুবীরে　　শান্তিনাথে নমি শিরে
যাত্রা করে অতি শুভক্ষণে। ১৩০
নগর নগরী কত　　ভ্রমি পান্থ অবিরত;
নদ নদী উতরিল কত। ১৩১
পর্ব্বত কান্তার যত　　রাজ পথ অবিরত,
ভ্রমি শেষে গয়া উপনীত। ১৩২
তীর্থকার্য্য সমাধিয়া　　পিতৃগণে পিণ্ড দিয়া;
ফল্গুকার্য্য সমাধিল শেষে। ১৩৩
গযাধামে তীর্থ যত　　ভ্রমণ করিতে কত;
ষষ্ঠ মাস কাটিল প্রবাসে। ১৩৪
একদিন নিশাশেষে,　　গভীর নিদ্রা আবেশে;
ক্ষুদিরাম দেখিল স্বপন। ১৩৫
শঙ্খ চক্র গদাধর　　যেন হেম কলেবর;
পূর্ণব্রহ্ম পতিত পাবন। ১৩৬
চতুর্ভুজ রূপে হরি　　বালকের বেশ ধরি;
মৃদুবোলে কহিল তাঁহায। ১৩৭
"পুত্ররূপে জনমিব　　তব সাধ পুরাইব;
না কহিবে এ রহস্য কা'য়"। ১৩৮
"তব সম পুত্র বরে　　নাহি শক্তি পালিবারে";
দ্বিজ কহে "কেন এ ছলনা"? ১৩৯

১৩০। ক্ষুদিরামের বাটীর সম্মুখে শান্তিনাথ শিব প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৩১।১৩২। সে সময় রেল গাড়ী না হওয়ায় পদব্রজে ক্ষুদিরাম গয়াতীর্থে গমন করেন।

১৩৬-৪০। ভগবান্ রামকৃষ্ণ আপন জন্ম সম্বন্ধে ইহা শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

পুত্ররূপী গদাধর কহে "শুন দ্বিজবর !
পালিবারে না কর ভাবনা ?" ১৪০
ইহা কহি দ্বিজবরে বসে তাঁর অঙ্কোপরে ;
আনন্দে বিহ্বল ক্ষুদিরাম। ১৪১
সহসা পুলক গাত্রে ধারা বহে দুই নেত্রে ;
প্রেমে মাতোয়ারা অবিরাম। ১৪২
পুষ্প রাশি ববিষণ করে যত দেবগণ ;
দুন্দুভি বাজিল আকাশেতে। ১৪৩
সুমন্দ মলয় বয় চৌদিক উৎসব ময় ,
জগত ভাসিল আনন্দেতে। ১৪৪
নিদ্রাভঙ্গে শিহরিল সুখ স্বপ্ন মিলাইল ;
আনন্দে ভাসিল মন প্রাণ। ১৪৫
মুখে জয় গদাধব। পর ব্রহ্ম পরাৎপর ;
দীনহীনে কব প্রভু ত্রাণ। ১৪৬
নিজ শয্যা পবিহরি চলে বিপ্র বিষ্ণু স্মরি,
করিবারে স্নান পুণ্য তোয়ে। ১৪৭
নির্ম্মল পূত সলিলে স্নান করি কুতূহলে ;
উঠে বিপ্র সন্ধ্যা সমাপিযে। ১৪৮
পরিধিয়া পট্ট বাস স্কন্ধেতে উত্তরি বাস ;
গলে দোলে তুলসীর মালা। ১৪৯
শেফালিকা কুরুবক দ্রোণপুষ্প সুচম্পক ;
তুলসী চন্দন ভরি ডালা। ১৫০
পশিয়া বিষ্ণু মন্দিবে বাখি পূজা উপচাবে,
বসে বিপ্র সুন্দর আসনে। ১৫১
সর্জ্জরস সুবাসিত ধূপবাসে আমোদিত,
পূজে দেব কর্পূর চন্দনে। ১৫২

পূজা জপ সমাধিয়া স্তব করে বিনোদিয়া ;
"এত দয়া এ দীন ব্রাহ্মণে। ১৫৩
তুমি দেব গদাধর। তুমি ব্রহ্ম পরাৎপর।
তব লীলা জানে সর্ব্বজনে।" ১৫৪
প্রেম অশ্রু দর দর বিগলিত শতধার,
যেন উৎস বাহি নীর বহে। ১৫৫
প্রেম বিগলিত চিত বিপ্র অতি হরষিত ;
বাহ্য-দৃষ্টি শূন্য হয়ে রহে। ১৫৬
ঢুলু ঢুলু আঁখি ভাবে উন্মত্ত যেন আসবে ;
প্রেমে মাতোয়ারা বিপ্রবর। ১৫৭
ক্রমে ভাব অপনীত অপ্রশান্ত এবে চিত ;
চলে নিজ বাসে দ্বিজবর। ১৫৮
লীলাময় লীলা ভাবে খেলাইছ এই ভবে ;
সাঙ্গ নহে তব লীলা কভু। ১৫৯
এ ভব রঙ্গ আলয়ে কা'রে কিসে সাজাইয়ে ;
হের রঙ্গ কত তুমি বিভু। ১৬০
কেহ বা সংসার পাতি খেলিতেছে দিবারাতি ;
শিশু যথা লয়ে ক্রীড়নকে। ১৬১
ক্ষুধা পেলে খেলা ফেলি অঙ্গেতে মাখিয়া ধূলি ;
ক্রন্দনের রোলে মাকে ডাকে। ১৬২
মা আসি লইলে কোলে সব দুঃখ যায় ভুলে,
নয়নাশ্রু হয় সম্বরণ। ১৬৩

১৬০। যেমন রঙ্গালয়ে নটগণ প্রত্যেকে নিজ অভিনয়োপযোগী সাজে সাজিয়া থাকেন, তদ্রূপ মানবগণ সংসাররূপ বৃহৎ নাট্যশালায় কেহ পিতা কেহ পুত্র সাজিয়া রঙ্গ সমাপণ করিয়া দেহত্যাগ করেন।

কেহ বা ক্ষুধায় ভুলি খেলিতেছে ধুলা খেলি ;
জননীরে না করে স্মরণ। ১৬৪
দারা পুত্র প্রিয়জন লয়ে খেলে অনুক্ষণ ;
মায়া-মোহে মুগ্ধ বদ্ধ জীব। ১৬৫
সংসারে থাকিয়া খেলে জননীরে নাহি ভুলে ;
কর্ম্ম বদ্ধ যত মুক্ত জীব। ১৬৬
ভবখেলা ভুলাবারে তব আসা বারে বারে ;
নরের কল্যাণে লীলাময়। ১৬৭
তাই দয়া পরকাশি উদয় হইলে আসি ;
ক্ষুদিরাম গৃহে দয়াময়। ১৬৮
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা যথা ক্ষুদিরাম পত্নী তথা,
স্বামীর বিরহ চিন্তে সদা। ১৬৯
রুচি বাসে অভিলাষ নাহি বেশ ভূষা আশ,
না বাঁধে কুন্তল নারী কদা। ১৭০
পতির মূরতি হৃদে ধ্যান করে অবসাদে,
তাহাতে তন্ময় চিত তাঁর। ১৭১
গৃহ কার্য্য যাহা করে মন রাখি দেশান্তরে,
পূজে পদ পতি দেবতার। ১৭২
এরূপে করিয়া বাস কেটে গেল ছয়মাস,
সতত পতির চিন্তা মনে। ১৭৩
একদিন নিশা শেষে গভীর নিদ্রা আবেশে,
চন্দ্রমণি দেখিল স্বপনে। ১৭৪
সহসা সুনীলাকাশে কোটীচন্দ্র পরকাশে,
উদ্ভাসিয়া সহস্র কিরণ। ১৭৫

১৬৭। মোহমুগ্ধ জীবকে মোহজাল হইতে উদ্ধার কারণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ জগতের কল্যাণ সাধন করেন।

জ্যোতি ঘনীভূতাকারে জ্যোতির্ম্ময় রূপধরে,
জঠরেতে পশিল তখন। ১৭৬
নিশাপতি অস্তমিল সুখস্বপন টুটিল,
চন্দ্রমণি অতি চমকিতা। ১৭৭
জাগ্রতে স্বপন কথা সত্য স্বপন বারতা,
নিজমনে সদা আন্দোলিতা। ১৭৮
বাটীর অনতি দূরে শিবমন্দির চত্বরে—
• একদিন প্রদোষ সময়। ১৭৯
শচী মাতা চন্দ্রমণি সখী কামারিণী "ধনী"
দুইজনে তথা বসি রয়। ১৮০
ক্ষণপরে "সুহাসিনী" অপরা প্রতিবেশিনী—
আসি হাসি মিলে তিন জনে। ১৮১
নিজ স্বপন কাহিনী কহে সতী চন্দ্রমণি
শিহরিল সখী "ধনী" শুনে। ১৮২
বহিল ঝটিকা ঘন —যেন দেব প্রভঞ্জন—
শিবালয় হ'তে আচম্বিতে। ১৮৩
জনমিয়া শিবলিঙ্গে পশে চন্দ্রমণি অঙ্গে,
জ্যোতি আসি বায়ু প্রবাহেতে। ১৮৪
প্রবল পবনাহতা ভূমেতে পড়ে মূর্চ্ছিতা,
চন্দ্রমণি বাত্যাহতা লতা। ১৮৫
সাধারণ জনে ক'য় উপদেব ভব হয়,
মন্ত্র তন্ত্রে হ'ল চিকিৎসিতা। ১৮৬
সে ভাব কাটিল যদি গুরুভাব নিরবধি,
অন্তঃসার পূর্ণা চন্দ্রমণি। ১৮৭

১৮৩।১৮৪। বায়ুভরে শিবজ্যোতি প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীমাতা চন্দ্রমণি গর্ভবতী হয়েন, ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরের গর্ভধারিণী নিজে বিবরিত করেন। ইহা গল্প নহে প্রকৃত ঘটনা।

আহারেতে রুচি নহে যেন সদা তৃপ্তি রহে,
সদা পুলকিতা সুহাসিনী। ১৮৮
ক্রমেতে গর্ভসঞ্চার পরিপুষ্ট দেহ ভার,
আলোকিত রূপের ছটায়। ১৮৯
যত প্রতিবাসিগণ করে কত আন্দোলন,
মুগ্ধ কিন্তু রূপের প্রভায়। ১৯০
কেহ কহে একিরূপ! যেন হেরি অপরূপ!
এ রূপের নাহিক তুলনা। ১৯১
রূপ যেন ফুটে রয় অতি শব্দ ভাল নয়,
এ বয়সে গর্ভ বিড়ম্বনা। ১৯২
ক্ষুদিরাম অবশেষে উপনীত নিজ বাসে,
স্মরণে সদাই কৃত্তিবাসে। ১৯৩
পতি পাশে বিরহিণী আপন গর্ভ কাহিনী,
কহি নয়নের নীরে ভাসে। ১৯৪
উপদেব ভব কথা কহে "ধনী" সে বারতা,
কতই অদ্ভুত কথা কহে। ১৯৫
ক্ষুদিরাম হরষিত চিত সদা পুলকিত,
যেন হৃদে উৎস সদা বহে। ১৯৬
নিজ স্বপ্ন মিলাইয়ে কহে বিপ্র সুধাইয়ে,
"খেদ না করিও সাধ্বি সতি! ১৯৭
দীনহীনে দয়া করি দেব গদাধর হরি,
তবোদরে ব্রহ্মাণ্ডের পতি। ১৯৮
কত জন্ম পুণ্যফলে কিম্বা তব ভাগ্য বলে,
তবগর্ভে জনমিল হরি। ১৯৯

১৮৯।১৯২। অষ্টম গর্ভকালে দেবকীর ও রূপের ছটায় কারাগৃহ বিভাসিত হইত।

বিশ্বপতি বিশ্বাধার　　কুটীরে জনম তাঁর,
দেবলীলা বুঝিতে না পারি।" ২০০

[ক্ষুদিরামের স্তব পাঠ।]

জয় নারায়ণ　　পতিত পাবন
অগতির তুমি গতি। ২০১

যে জন মানসে　　সতত সরসে,
পূজে দেব পশুপতি। ২০২

হৃদয় কমলে　　ভক্তি বিল্ব দলে
যে পূজে তব চরণ। ২০৩

ভকত বৎসল　　ভক্তের সম্বল
দাও হে তব শরণ। ২০৪

লীলাময় হরি!　　তোমার চাতুরি,
কি বুঝিবে বল নরে। ২০৫

এই ভিক্ষা করি　　পাপ তাপ হারি!
রে'খ যেন দাস করে। ২০৬

অষ্টমাস গর্ভকালে　　কুটীরের অন্তরালে,
একান্তে বসিয়া চন্দ্রমণি। ২০৭

কত কি ভাবিছে মনে　　কেন হেরি দেবগণে,
চতুর্মুখ বহুমুখ খানি। ২০৮

দ্বিলোচন ত্রিলোচন　　কেন হেরি অনুক্ষণ,
নয়নের পক্ষ নাহি পড়ে। ২০৯

রূপের প্রভায় কেহ　　উজলিছে নিজ দেহ,
বিজলী খেলিছে যেন ঝড়ে। ২১০

কেহ বা চতুরানন　　হাতে কমণ্ডলু লন,
বক্ত বস্ত্র রক্তিম বরণ। ২১১

হংসে করি আরোহণ গৃহে করে বিচরণ,
সাধিবারে সংসারে কল্যাণ। ২১২

কেহ সহস্র লোচন ঐরাবত আরোহণ—
বিচরিছে গৃহের প্রাঙ্গনে। ২১৩

স্রক্ চন্দন শোভিত ফুলবাসে সুবাসিত,
গন্ধ বহে মৃদুল পবনে। ২১৪

কেহ বা শ্বেত বরণ দেহে ভস্ম বিলেপন,
কটিতটে দ্বিপি-চর্ম্মবাস। ২১৫

ঢুলু ঢুলু ত্রিনয়ন ভাব ঘোরে নিমগন,
মনে লয় এই কৃত্তিবাস। ২১৬

কভু নূপুরের ধ্বনি রুণু ঝুনু নিক্কনি,
মৃদু পরশিছে শ্রুতি মূলে। ২১৭

কভু বা বংশীর স্বরে প্রাণ বিমোহিত করে,
নাতিদূরে কদম্বের মূলে। ২১৮

চন্দ্রমণি কহে সবে কেন আমি হেরি এবে,
দেব দেবী মূরতি অশেষ। ২১৯

কেন মৃদু বংশী রব শিঙ্গার ভৈরব রব,
শ্রুতিমূলে পরশে বিশেষ। ২২০

শুনিয়া এ সব বাণী কেহ কহে অনুমানি,
উন্মাদের **ইহাই** লক্ষণ। ২২১

বিকৃত মস্তিষ্কে দেখা ইহা হয় বিভীষিকা;
আতঙ্ক হেরিছে অনুক্ষণ। ২২২

২০৮।২২০। এই কয়েকটী শ্লোকোক্ত ঘটনা সমস্তই সত্য ঘটনা। অনেক অনুসন্ধানের ফলে এই সত্য জানিতে পারা গিয়াছে। ইহা পৌরাণিক বিবরণ নহে। আমার প্রিয় বন্ধু মনোমোহন মিত্র স্বয়ং কামারপুকুর যাইয়া ঐ সংবাদ সংগ্রহ করেন। এই কয়টী শ্লোকদ্বারা ইহা প্রকাশিত হইতেছে যে ভগবান জন্মগ্রহণ করিলে তেত্রিশ কোটী দেবতা তাঁহাকে দর্শনাশায় দ্বিজবর ক্ষুদিরামের গৃহে আগমন করিত, তাই শ্রীমতি চন্দ্রমণি দেবগণের আগমন শব্দ শ্রুত হইতেন। দক্ষিণেশ্বর বাস কালীন চন্দ্রমণি দেবী গল্পচ্ছলে উহা বিবরিত করিয়াছেন।

এ সব ঘটনাবলি হেরি রহে কুতূহলি ;
চন্দ্রমণি হরষ অন্তর। ২২৩

দশমাস সমাগত বসন্ত ঋতু আগত ;
ফল পুষ্পে শোভে তরু বর। ২২৪

রবি শশী গ্রহচয় ল'য়ে বুধে তুঙ্গে রয় ;
প্রসব বেদনা উঠে যবে। ২২৫

রঘুবীর পূজা শেষে ভোগরাগ অবশেষে ,
প্রসবিল সুকুমার তবে। ২২৬

২২৫। ঠাকুরের জন্মকালে রবি, শশী ও বুধ গ্রহ রাশিচক্রের উচ্চস্থান অধিকার করায় দেবজন্ম সূচিত হইল।

২২৬। সন্তান জন্মিলে পিতার জন্মাশৌচ হয়। অশৌচে দেবপূজা হয় না। পাছে বাস্তুদেবতার পূজার ব্যাঘাৎ জন্মে সেইজন্য পূজা ও ভোগাদি শেষে রামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হয়েন। ইঁহা শ্রীশ্রীমাতা নিজে কহিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

৪র্থ কল্প।

বিশিষ্ট-জন্মাধ্যায়।

প্রসর অর্ণব শশী শোভে ভালে,
ষট্‌পঞ্চাশৎ শতাব্দীর কোলে,
শৈলজ দুলিছে মৃদুল হিল্লোলে,
জলচর খেলে আনন্দে ভাসি। ২২৭

গ্রহপতি লয়ে শুভ গ্রহচয়,
পশে কুম্ভরাশি সরস হৃদয়,
শশিকর রেখা প্রথম উদয়,
ভারতে উদিল নবীন শশী। ২২৮

দিক্ উদ্‌ভাসিল গগন হাসিল,
তরুবর শাখে কুসুম ফুটিল,
নব সহকার তরু মুঞ্জরিল,
প্রাণের উল্লাসে বিহগ গায়। ২২৯

সুমন্দ মলয় মৃদু সঞ্চারিল,
কুসুমের রেণু অঙ্গেতে মাখিল,
জলধর জাল মৃদুল গর্জ্জিল,
বিন্দু বিন্দু বারি বরষে তায়। ২৩০

প্রকৃতি সুন্দরী ছাড়ি জীর্ণবাস,
পরিল নবীন মোহন বাস,
নবোঢা কুমারী পরি পীত বাস,
বিবাহ বাসরে যেমতি সাজে। ২৩১

২২৭। ১৭৫৬ শকের ফাল্গুনী শুক্লদ্বিতীয়ায় ভগবানের জন্মহয় (সন ১২৪১ সাল।
২২৮। কুম্ভরাশি—ফাল্গুণ মাস। শশিকর রেখা। প্রথম উদয়—দ্বিতীয়ার চন্দ্র।

চন্দ্রমণি যবে শিশু প্রসবিল,
আনন্দেব রোল জগতে উঠিল
যতেক যুবতী শঙ্খ নিনাদিল,
আনন্দোৎসব নারী সমাজে। ২৩২
হেবে চন্দ্রমণি যত দেবগণ—
বিমান উপরে করে স্তুতি গান,
স্বরগ প্রসূন হয় বরিষণ,
জীমূত গর্জ্জিয়া আকাশে ধায়। ২৩৩
নবজাত শিশু কিবা অপরূপ,
বিচারিল বামা বিষ্ণুর স্বরূপ,
জ্যোতির ছটায় বিভাতিল রূপ,
কক্ষ আলোকিত জ্যোতি-ছটায়। ২৩৪
জননী হেবিল চতুর্ভুজ হবি,
বিরাট মূরতি শঙ্খচক্রধারী,
কামারিণী হেবে চূড়াধড়া ধারী,
মোহন মুরলী লইয়া করে। ২৩৫
পুনঃ মহামায়া মোহেব আবেশে,
নি'ল কোলে শিশু সস্নেহ সম্ভাষে,
চুম্বিল ললিত বিম্বাধব পাশে,
ভুবন মোহিল মৃদু মধুরে। ২৩৬

২৩১-৩৮। মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতিকারণং। চণ্ডি
তন্নাত্র বিস্ময়ঃকার্য্যো যোগনিদ্রাজগৎপতে ॥

মায়াদ্বারা অভিভূত মানব, ভগবান হইতে দূরে থাকেন, সুতরাং সংসারে জড়িত হন। মহামায়া দয়া করিয়া দ্বার ছাড়িয়া না দিলে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। তাই মহামায়ার পূজা। জ্ঞান অসি দ্বারা মহামায়াকে খণ্ডিত করিলে তবে ভগবান দর্শন হয়।

এই মহামায়া মোহ আবরণ,
এভব সংসার স্থিতির কারণ,
আপনা ভুলিয়া নর নারীগণ,
খেলিছে সংসার গহন বনে। ২৩৭
অবিদ্যারূপিণী শক্তি-ছায়া পাশে,
বিলাস সরসে রাস-লীলা ভাসে,
মোহিত সদাই মোহের আবেশে.
রতি ক্রীড়া সার ভাবিয়া মনে। ২৩৮
গহন কানন নিবিড় অ াধার,
জ্ঞানজ্যোতি তাহে নহেক সঞ্চার,
রিপুদল আছে ঘেরি অনিবার,
মানস ভৃঙ্গেরে করি দলন। ২৩৯
সাধিবে কখন সাধন ভজন ?
জপ যোগ যাগ দেব আরাধন,
কামিনী কাঞ্চনে মত্ত অনুক্ষণ,
ভোগের সাগরে ভ্রমিছে মন। ২৪০
স্বার্থপর জীব সুখ অন্বেষণে,
নিয়ত ভ্রমিছে সংসার কাননে,
'দারা মায়াতরু মণ্ডিত ভূষণে,
বিষ ফল সুত রয়েছে ফলে। ২৪১
ভুজঙ্গ বেষ্টিত আত্মীয় স্বজন,
সংসার কাননে করে বিচরণ,
জ্ঞান ভক্তি জ্যোতি করেছে হরণ,
বিষে জর জর ভখিয়া ফলে। ২৪২

২৪০। সুতার ফেঁসো থাকিতে যেরূপ তাহা স্থচের ছিদ্রে প্রবেশ করে না, তদ্রূপ বাসনা থাকিতে ভগবান দর্শন হয় না।

ঢেঁকিশালা যাহে সূতিকা-আগার,
　　জনমিল তথা এ নব কুমার,
আবির্ভাব সদা কত দেবতার,
　　আতঙ্কে কম্পিতা প্রসূতি সদা। ২৪৩
সদ্যোজাত শিশু ঢেঁকি উতরিল,
　　সবার অলক্ষ্যে বিবরে পশিল,
তথায় সলিলে দেহ সম্মার্জ্জিল,
　　কেহ না দেখিল বালকে তদা। ২৪৪
ধাত্রী সহ ধনী সূতিকা আগারে,
　　পশিয়া না হেরি নবীন কুমারে,
প্রমাদ গণিল সভয় অন্তরে,
　　অধীরা জননী সুতে না হেরি। ২৪৫
কোন ভূত প্রেত বালবিঘ্নকারী,
　　অথবা প্রচণ্ড ব্রহ্মদৈত্য অরি,
কিম্বা উপদেব বিমান-বিহারী,
　　হরিল বালকে এই বিচারি। ২৪৬
প্রসূতি ভাসিল নয়নের নীরে,
　　কহিল বারতা যবে বিপ্রবরে,
সহসা পশিল শ্রবণ বিবরে—
　　সদ্যোজাত শিশু-রোদন-ধ্বনি। ২৪৭
যতেক রমণী ত্বরিত গমনে,
　　ঢেঁকির বিবরে নেহারে শয়ানে,
হেরি শিশু নি'ল কোলে সযতনে,
　　কর্দ্দমাক্ত-দেহ মুছায়ে ধনী। ২৪৮

২৪৪। সদ্যোজাতশিশু শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যখন বসুদেব যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া গোকুলে নন্দালয়ে রাখিতে যান, তখন ঐ শিশু তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া যমুনা বারিতে নিমজ্জিত হয়েন। অত্রছন্দে সেইভাব প্রকাশিত হইল।

নাড়ী-চ্ছেদ আদি জাত কর্ম্ম শেষে,
স্নাপিয়া বালকে ধান্য দূর্ব্বাশিষে,
বরি পিতৃবব মঙ্গল আশিষে
দিল রঘুবীরে রক্ষাব ভাব। ২৪৯
পল্লী জনে শুনি অপূর্ব্ব কাহিনী,
আইল ধাইযা যতেক কামিনী,
মঙ্গল সূচক দে'য হুলুধ্বনি,
ভাসে পুরবাসী সুখে অপার। ২৫০
আর একদিন প্রভাতি তপনে,
চন্দ্রমণি রহে বসিযা বিজনে,
চারু অঙ্কে ল'যে আপন সন্তানে,
সর্ষপ তৈলেতে শ্রীঅঙ্গ মাখি। ২৫১
রবিব কিরণ মেঘজালে ছায,
ভাতিল কুমাব উজ্জ্বল প্রভায,
যেন রবি লাজে হ'ল ম্লান প্রায,
লুকাইল দেহ মেঘেতে ঢাকি। ২৫২
সহসা জননী সন্তানেব ভারে,
অবনত যথা তরু ফল-ভাবে,
গিরিশৃঙ্গ যেন কর্দ্দম উপরে,
কাষ্ঠ পীঠাসনে বালকে রাখে। ২৫৩
সহিতে কি পারে কাষ্ঠেব আসন ?
জননী না পারে যে ভার বহন,
ধবিত্রী কম্পিতা সে ভারে তখন,
কৃপায় সে ধন "ধ্বনীর" বুকে। ২৫৪

[1] ২৫৪। ধাত্রীর গর্ব্ব বৃদ্ধি করিবাব মানসে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিধারণ।

আর কত শত অদ্ভুত ঘটনা—
　　বালকেব ছিল পল্লীতে বটনা,
সে কাহিনী কত কে কবে গণনা,
　　লীলার প্রসঙ্গ লীলায় শেষ। ২৫৫
অনাটন ছিল ব্রাহ্মণ সংসাবে,
　　আপনা বঞ্চিযা দিত অন্ন পরে,
জ্যেষ্ঠ রামকুমার ধনার্জ্জন করে,
•　　ঘুচিল সংসাবে সকল ক্লেশ। ২৫৬
অগ্নিতাপে যথা পয-ফেন গুলি,
　　সংসাবেব সুখ উঠিল উথলি,
পবিবর্ত্তনেতে হইল আকুলি,
　　জ্যেষ্ঠ তাহা কিছু বুঝিতে নাবে। ২৫৭
"বুঝি কোন দেব দযাপববশে,
　　জনম লভিল মোদের আবাসে,
নতুবা এমন সহজ আযাসে,
　　সংসারেব ক্লেশ ঘুচিতে নাবে"। ২৫৮
"ক্ষুদিরাম কহে কবি নিবারণ,
　　প্রকাশ না কব এ সব কখন ?
অনর্থ নিশ্চয হবে সংঘটন,
　　প্রকাশিলে গুহ্য রহস্য কথা"। ২৫৯
দেবের জনম রহস্য কাহিনী,
　　প্রকাশে নিশ্চয় আছে তাহে হানি,
শ্রীহরি-জনম দেবকী জননী,
　　গোপনে লুকাযে রাখিল যথা।২৬০

২৫৯-৬০। ভগবান নিজে বলেন "এ অবতারে তাঁহার ছদ্মবেশে আগমন। যেমন রাজা গুপ্তবেশে রাজ্য পরিদর্শন করিতে আসিয়া প্রকাশ হইলেই পলায়ন করেন, সেইরূপ ভগবান রামকৃষ্ণ অবতার বলিয়া প্রকাশিত হইবার পরই দেহত্যাগ করেন।

ধনী কামারিণী অতি ভাগ্যবতী,
অন্য নারী নহে সে যে যশোমতী,
কোলে লয় শিশু সযতনে অতি,
প্রাণের পুতলি করিয়া রাখে। ২৬১

কভু স্তন্য দানে করিয়া পোষণ,
কভু তোষে শিশু করি প্রীতিদান,
পাখীর কাকলী শুনায়ে ভুলান,
কখন রাখেন অঞ্চলে ঢেকে। ২৬২

আর এক দিন———

সুপ্ত শিশু রাখি শয্যায় শয়ান,
কর্ম্মান্তরে মাতা করেন গমন,
পুনঃ আসি হেরে চুল্লীতে শয়ান,
ভস্ম বিলেপিত ললিত গায়। ২৬৩

শায়িত বালক বর্দ্ধিত আকারে,
অর্দ্ধদেহ রাখে চুল্লীর ভিতরে,
রাখে কলেবর আধ বা বাহিরে,
যেন শান্তি নাথ শিবের প্রায়। ২৬৪

খঞ্জন গঞ্জন নয়নে অঞ্জন,
বর বপু পয়-ফেন সম্মার্জ্জন,
কপালে খদির "টীপ" বিভূষণ,
পঞ্চ মাস শিশু বয়স যবে। ২৬৫

ঘুমে অচেতন মিলিত নয়ন,
কক্ষের ভিতর শয্যা বিরচন,
শিশু রহে তাহে শায়িত শয়ান,
সুন্দর মশারি আবরি তবে। ২৬৬

জননীর চিত সদা সতর্কিত,
কখন কি হয সতত চিন্তিত,
সহসা কি রবে হ'যে আতঙ্কিত,
কক্ষের ভিতর পশে ত্বরায। ২৬৭

শয্যায না হেরি আপন সন্তান,
অমনি শুকাল জননী-বযান,
দশম বর্ষীয বালক শযান,
শিশু বিনিময়ে হেরে শয্যায। ২৬৮

ক্রন্দনেব বোলে ফাটিল মেদিনী,
নযনের নীবে ভাসিল ধরণী
হা হুতাশে মাতা আকুল পবাণী,
কিবা সর্ব্বনাশ ঘটিল হায। ২৬৯

"সুপ্ত শিশু রাখি কবেছি গমন,
পুনঃ ফিবে আসি না হেবি এখন,
কি করি বল না প্রাণ উচাটন।
বিধি কি ফিরায়ে দিবেন তায" ? ২৭০

দ্বিজ ক্ষুদিরাম ত্বরিত গমনে,
আসি পশি ঘবে হেরেন নযনে,
হেরে শিশু হস্ত পদ সঞ্চালনে—
খেলিছে কৌতুকে শয্যার-পরে। ২৭১

সম্ভাষি ব্রাহ্মণী কহে দ্বিজবর,
"একি রীতি তব হেরি নিরন্তব,
খেলে শিশু তব শয্যার উপর,
তবু ভ্রান্ত আঁখি, হেরে অপরে ? ২৭২

অতি অপরূপ অদ্ভুত ঘটনা,
সতত ঘটিবে তাহা কি জান না ?
এসব রহস্য না কর রটনা,
অতি গুহ্য কথা গোপনে রে'খ ? ২৭৩
প্রকাশে মঙ্গল নহেক নিশ্চিত,
ভাবময়ে ভাব আছয়ে বিদিত,
বহু বর্ণ যথা গগণে উদিত,
লীলার বৈচিত্র গোপনে দে'খ" ? ২৭৪
অন্নপ্রাশনাদি নামানুকরণ,
দ্বিবিধ সংস্কার হ'ল সংঘটন,
ব্রাহ্মণ অতিথি করান ভোজন,
আত্ম কুটুম্বেরে করি নিমন্ত্রণ। ২৭৫
গদাধর হ'তে জনম যাঁহার,
গদাধর নাম রাখিল তাঁহার,
সুঠাম গঠন সুন্দর আকার,
যাহে নরচিত করে আকর্ষণ। ২৭৬
গোঁসাই মহলে নিরজন-বাসে,
গোলোক গোঁসাই রচিয়া আবাসে,
প্রেম পরিমল বৈষ্ণব বিলাসে,
করে নিবসতি হরষ চিতে। ২৭৭
হরি ধ্যান জ্ঞান হরিনাম সার,
হরিনাম মুখে রহে অনিবার,
বৈষ্ণব আচার বৈষ্ণব বিচার,
বিষ্ণুরূপ চিন্তা সতত চিতে। ২৭৮

২৭৭। কামারপুকুরে ক্ষুদিরামের আবাস সন্নিকটে গোঁসাইমহল নামক স্থানে, গোলোকগোঁসাই নামে এক বৃদ্ধ বৈষ্ণবগোঁসাই বাস করিত। তিনিই প্রথমে গদাধরকে ভগবান বলিয়া চিনিতে পারেন।

নিতি নিতি নব মল্লিকা মালতি,
বকুল চম্পক কুন্দ যূথি যাঁতি,
করি আহরণ পূজা কবে নিতি,
রজনী-গন্ধা, দিয়া কর্ণমূলে। ২৭৯

গোলোক গোঁসাই তুলসী চন্দনে,
পূজে গদাধর-বাতুল-চরণে,
বনফুল মালা কভু সযতনে,
পরায আদবে গদাধর-গলে। ২৮

সাধনার বলে চিনিল গোঁসাই,
সামান্য বালক নহেক গদাই,
গোলোক বিহাবী এবে এই ঠাঁই,
তাই ভক্তি ভরে পূজে চবণ। ২৮১

গদাই চরণে তুলসী চন্দন,
হেরি আতঙ্কিত চন্দ্রমণি-মন,
স্মবিযা, গোঁসাই পূজেছে চবণ
গণিল কত তাহে অকল্যাণ। ২৮২

কহে চন্দ্রমণি গোঁসাযের ঠাঁই,
"কেন অকল্যাণ কবিলে গোঁসাই ?
বুঝিবা না বাঁচে আমাব গদাই,
তাই নিবারণ করি তোমায়"। ২৮৩

গোঁসাই কহিল "শুনগো ব্রাহ্মণি !
তোমার সন্তানে বালক না গণি,
গোলোক-বিহারি নিজে চিন্তামণি,
তোমার কুটীরে আসি উদয। ২৮৪

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন যে চরণে,
রঞ্জিত যে পদ রকত বরণে,
যে পদ-সরোজ ধ্যানে মুনিগণে,
পূজিতে সে পদ যাচি গো তাই। ২৮৫

অতি ভাগ্য বলে পেয়েছি সন্ধান,
পাই স্বর্গ সুখ হেরে সে বয়ান,
তারে হেরি যবে হয় ইষ্ট ধ্যান,
হৃদয়ে মূরতি জাগে সদাই"। ২৮৬

গোলোকের বাণী শুনি চন্দ্রমণি,
নেহারে হৃদয়ে সেই গুণমণি,
স্বপনে যে রূপ হেরেছে রমণী,
বিশ্ব বিমোহন জ্যোতি স্বরূপ। ২৮৭

যোগেতে যেমন স্তিমিত নয়ন,
আধ বিস্ফারিত আধ নিমীলন,
তেমতি সে রূপে চিত নিমগন,
ভাসে চিদাকাশে বিমল রূপ। ২৮৮

রূপের সাগরে মানস ডুবিল,
জীব আবরণ অমনি টুটিল,
বিমল অমল কিরণ ভাতিল,
অবিদ্যা তমসা কোথা লুকায়। ২৮৯

মায়ামোহ পুন মরীচিকা প্রায়,
আবার মানসে সমুদিত হয়,
আবার সংসার শান্তির আলয়—
বলিয়া হৃদয়ে হয় উদয়। ২৯০

পুনঃ মনে হ'ল শিশুর ভাবনা,
চ'খে দেখা দিল স্নেহ-অশ্রুকণা,
শঙ্করী ডাকিল "খোকা ত রহেনা,
ক্রন্দনের বোল তুলেছে অতি"। ২৯১
ঝটিতি রমণী চলে ঊর্দ্ধশ্বাসে,
কটির বসন খুলিছে আবেশে,
ক্ষরিত পয়োধি স্নেহ পরবশে,
আপনা আপনে ভুলিল সতী। ২৯২
হেরিয়া জননী ফুকারি অমনি,
রোদিল বালক আবেগে যেমনি,
হেরিল বদন ভিতরে জননী,
বিরাট মূরতি বিশ্ব ব্যাপিয়া। ২৯৩
ভূভাগ সাগর নদ নদী চয়,
কূপ সরোবর হ্রদ সমুদয়,
মরুভূমি গিরিবর সমুচয়—
লতা গুল্ম তরুবর লইয়া। ২৯৪
আকাশ পাতাল, গ্রহ রবি শশী—
রাশি চক্র ল'য়ে ঘোরে দিবানিশি,
দিবস শর্ব্বরী উজ্জ্বল তামসী,
খেচর ভূচর যতেক প্রাণী। ২৯৫
আতঙ্কে শিহরে সে রূপ নেহারি,
চন্দ্রমণি হিয়া কাঁপে থরথরি,
কহে "একি আমি হেরি যাদুকরী,
কি করি কেমন কিছু না জানি"। ২৯৬

২৯১। ধনীর ভঙ্গি।

২৯৩—৯৬। যেরূপ যশোমতী শ্রীকৃষ্ণের বদনাভ্যন্তরে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া ছিলেন,

পুনঃ চন্দ্রমণি শিশুর নয়ন,
শিবনেত্র যথা হেরিল তেমন,
আধ উন্মীলন আধ নিমীলন,
যেন শিশু রহে যোগে মগন। ২৯৭
শিবের নির্ম্মাল্য বিঘ্ন বিনাশন,
শিশু শিরে মাতা করিল স্থাপন,
চরণ-অমৃত করাইল পান,
তখন বালক চাহে নয়ন। ২৯৮ *
চির পূর্ণ দীপ্তি যাহে দীপ্তিমান্,
সদা চিদাকাশে মন ভাসমান,
সে মন কি কভু রহে বিদ্যমান,
চিদাভাস মাত্র জড় জগতে? ২৯৯
শৈশব কৌমার বার্দ্ধক্য যৌবন,
জরা জীর্ণকায় মলিন বদন,
অবস্থার ভেদ মাত্র সংঘটন,
ভাবেতে বিভোর নাম স্মরিতে। ৩০০
তাই শিশু এবে ভাবেতে বিভোর,
কি ভাবের ভাব নাহি তার ওর,
জীবন রজনী এবে তার ভোর,
প্রভাতি-তারকা উজলি জ্বলে। ৩০১

সেইরূপ শিশু গদাধরের বদনাভ্যন্তরে মাতা চন্দ্রমণি বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করেন। ইহা চন্দ্রমণির শ্রীমুখের কথা।

২৯৭। ঠাকুরের প্রথম যোগভাব প্রদর্শন।

৩০০। জড়দেহের অবস্থা পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু আত্মার ক্ষয়বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন নাই। বিশেষতঃ ঈশ্বর কোটী অবতারের আত্মা পূর্ণত্ব বিধায় সর্ব্বদাই আত্মায় ব্রহ্মদর্শন হয় এবং আত্ম দর্শনকালে বাহ্য জগৎ হইতে মন অন্তর্মুখি থাকে।

৩০১। মোহান্ধকার বিদূরিত হইয়া পূর্ণজ্ঞানালোক বিকীরিত হইল।

বাল্যে যে "মা" বুলি হয উচ্চারণ,

জীবনে মবণে যে নাম শরণ,

আছ্যা প্রকৃতির স্তুতিব কারণ ;

যে নামে নীরস পবাণ গলে। ৩০২

সুবর্ণ বণিক্ ধনে ধনপতি,

কামারপুকুবে ছিল নিবসতি,

দেব দ্বিজে তাঁব আছিল ভকতি,

ধর্ম্মদাসলাহা নামে প্রথিত। ৩০৩

স্থাপি দেবালয অতিথি নিবাস,

ছিল ক্রিযা কর্ম্ম উৎসবে উল্লাস,

অর্থ উপার্জ্জনে নহেক উদাস,

সজ্জন সঙ্গতি আছে বিদিত। ৩০৪

ধর্ম্ম দাস গেহে যত পবিজন,

গদাধরে আদবে কবেন তোষণ,

কেহবা আদবে করে সম্ভাষণ,

কবিযা চুম্বন ললিতাধরে। ৩০৫

ললিত সুন্দব সুঠাম গঠন,

গদাধরে গৃহিণী করেন যতন,

কভু বা স্ব-অঙ্কে করিয়া স্থাপন,

খাছ্য দেন নানা কোমল করে। ৩০৬

লাহাপত্নী কহে বালকে সাদরে,

"বিচলিত চিত না হেরে তোমারে,

বিক্ষোভিত নদী যথা বাযু ভবে,

না হেরে তোমায় উদাস চিত। ৩০৭

৩০২। রমনীতে রামকৃষ্ণের বিরাট মাতৃজ্ঞান, বাল্যে যৌবনে,বার্দ্ধক্যে সমভাবে দৃষ্ট হইত।

৩০৩। কামারপুকুরে ধর্ম্মদাসলাহা নামে কীর্ত্তিমান ও ধনী স্বর্ণ বণিকের বাস।

৬০৬। গৃহিণী—ধর্ম্ম দাসের পত্নী।

উল্লসিত চিত হেরিলে তোমায়,
দেবতা বলিয়া হেন মনে লয়,
খাদ্য অগ্রভাগ সতত তোমায়,
তাই হে গদাই ! হয় অর্পিত"। ৩০৮

গয়া বিষ্ণু নামে ধর্ম্ম দাস সুত,
গদাধর সহ খেলিত সতত,
উভয়েতে ছিল অতি প্রীতিযুত,
তাই দু জনায় সাঙ্গাতি হয়। ৩০৯

মনে মনে দোঁহে সুন্দর মিলন,
এক বৃন্তে দুটী ফুলের মতন,
ধুলা খেলা করে মিলি দুই জন,
একই ভাবে দুটী বাঁধা রয়। ৩১০

লাহা পুরনারী ল'য়ে গদাধরে,
আনন্দ উল্লাসে ভাসে প্রেমনীরে,
কেহ কোলে ল'যে চুম্বে বিম্বাধরে,
কেহ শিখি চূড়া বাঁধিয়া দেয়। ৩১১

কেহ বরবপু নবীন বসনে,
করে সুশোভিত অতি সযতনে,
অলক্তকে করে রঞ্জিত চরণে,
নয়নে অঞ্জন পরায়ে দেয়। ৩১২

কেহ বক্ষে ল'যে পীযূষ পূরিত,
স্তনদানে তাহে হয় পুলকিত,
কেহ মুখে তুলে দেয় নবনীত,
কমল নয়ন হেরে মজিয়া। ৩১৩

৩০৯। ধর্ম্মদাসলাহার পুত্র গয়াবিষ্ণু, কেহ বা গঙ্গাবিষ্ণু কহিত।

ধর্ম্মদাস লাহা হিসাবে বসিলে,
নাহি হয ভুল তহবিল মিলে,
কিন্তু সব ভুলে গদাধরে হেবিলে,
আপনা আপনে বয ভুলিযা। ৩১৪

আধ বুলি লাহা-শ্রবণ-বিবরে,
পশে মৃদু মৃদু অমৃতেব ধাবে,
পাখিব কাকলি, যেমতি লহরে
বহি সমীবণ, প্রাণ মাতায। ৩১৫

কি জানি কি ভাব, উদে লাহা মনে,
হেবি গদাধর-সুন্দব-বযানে,
নিমেষ না পড়ে লাহার নয়নে,
চিত্রার্পিত পুত্তলিকাব প্রায। ৩১৬

লাহা হেবে সেই পলাশ লোচন,
বিশাল উরস নিতম্ব জঘন,
সুলম্বিত বাহু সুগৌর বরণ,
আবক্তিম আভা শোভিত তায। ৩১৭

হাবভাব হেবি লয লাহা মনে,
পুন গোবাচাঁদ উদিত এখানে,
টুটাতে জীবের মোহ আববণে,
—ঘুচিবে এ ভব যাতনা যায। ৩১৮

রূপের সাগরে চিত নিমগন,
অন্তরেতে হেবে সেরূপ মোহন,
চিত বিনোদন পুরুষ বতন ;
তখনি তাহার হিসাবে ভুল। ৩১৯

৩১৪। ভগবান দর্শনে জগত ভুল হয, ইহাই তাহার লক্ষণ।

বিভুর চরণ যেই ভাবে স্থূল,
সহজে বিষয়ে হয় তার ভুল,
পায় সে ভবার্ণবের কূল,
হেরে সে হৃদয়ে জগত মূল। ৩২০

চারি বৎসরেতে শিশু উপনীত,
তখন তাহার জ্ঞান উন্মেষিত,
সাধু সন্ন্যাসীতে সদা রত চিত,
সাধু সহবাসে প্রীতি সদাই। ৩২১

এক দিন মাতা দেন সাজাইয়ে,
মনোমত সাজে আপন গদাইয়ে,
সুলম্বিত বেণী পৃষ্ঠেতে দোলায়ে,
নব পীত বাসে শোভে গদাই। ৩২২

দোলে রত্ন দুল শ্রবণ যুগলে,
রজত মেখলা কটিতটে দোলে,
অলকা তিলকা সুশোভিত ভালে,
সুবর্ণ বলয় কোমল করে। ৩২৩

চলিল গদাই হেলিতে দুলিতে,
মোহিয়া সকলে নয়ন ভঙ্গীতে,
আধ আধ ভাসে গাহিতে গাহিতে,
অতিথি আলয়ে প্রবেশ করে। ৩২৪

সন্ন্যাসীর সনে মিলিল গদাই,
মধুর সঙ্গীতে মোহিল সবাই,
দেবতা প্রসাদ লয় কোন ঠাঁই;
কেহ বা ভজনে তোষিল তায়। ৩২৫

৩২০। লাহাতে ব্রহ্ম জ্ঞানের আভাস দেখা যাইত।

হেবি সাধু এক কৌপীন ধারণে,
নিজ চিত লয় সে বেশ গ্রহণে,
ছেদিয়া বালক আপন বসনে,
কৌপীনে সাজাতে কহিল তা'য। ৩২৬
কৌপীন ধাবণে সন্ন্যাসী সাজিযা,
চলিল গদাই নাচিয়া নাচিযা,
অতিরুষ্টা মাতা সে বেশ হেরিযা;
কত তিরস্কাব করিল হায়। ৩২৭
''কেন রো'ষ মাতা এবে অকারণ ?
কেমন দেখায হেব না এখন" ?
শুনি শিশু-বাণী জননী তখন—
কোলে শিশু ল'যে চুম্বিল তা'য। ৩২৮
যে দিনে ধাবণ সন্নাসীব বেশ,
সেই দিন হ'তে নবভাবাবেশ,
কভু বা বহে না বাহ্যজ্ঞান লেশ,
ভাবের আবেশে ডুবিযা রহে। ৩২৯
আহারে বিহারে কভু বা খেলায,
কভু মেঘ পানে যবে চাহি বয়,
বাহ্য জ্ঞান বাহ্য দর্শন হারায,
দুর্গা নামে তবে চেতনা বহে। ৩৩০
পূজিতে বিশেষে বঘুবীর শিলা,
ক্ষুদিরাম স্বপ্নে আদিষ্ট হইলা,
শয্যা চাডি দ্বিজ প্রভাতে উঠিলা;
হরষিত অতি পবিত্র চিত। ৩৩১

৩২৬। ভগবান রামকৃষ্ণ বাল্যে ও ত্যাগের আভাস দিবার জন্য স্বীয় নববস্ত্র ছিন্ন করিয়া কৌপীন ধারণে জগৎকে কৌপীনধারী রূপে ত্যাগ শিক্ষা দিয়াছেন যথা, কৌপীনবন্তঃখলু ধর্ম্মবন্তঃ।

প্রাতঃস্নান আদি করি সমাপন,
সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া সাধন,
আরম্ভিল যত পূজা আয়োজন,
রীতি মত সব হয় উচিত। ৩৩২

নানাবিধ ফুল করি আহরণ,
মন্ত্রপূত করি তুলসী চয়ন,
কুন্দ ফুল মালা করিয়া রচন,
চন্দনের সহ সাজায়ে রাখে। ৩৩৩
রসাল সুমিষ্ট ফল নানা হারে,
নৈবেদ্য সাজায়ে রাখে থরে থরে,
মিষ্ট দ্রব্য যত রাখে পাত্র পূরে,
মিশিরি মাখম্ তাহাতে রাখে। ৩৩৪

ধূপ ধুনাবাসে গৃহ সুবাসিত,
নব কিসলয়ে রচনা রচিত,
ঘৃত দীপে গৃহ রহে আলোকিত,
বিধানমত পূজা উপচারে। ৩৩৫

ক্ষুদিরাম বসি স্বস্তিক আসনে,
প্রাণায়ামে হৃদে উত্তোলিয়া মনে,
নিমীলিত আঁখি নিজ ইষ্ট ধ্যানে,
চিদ্ঘনে পূজে মানসোপচারে। ৩৩৬

জনকে হেরিয়া ধ্যান পরায়ণ,
মানস পূজায় মিলিত নয়ন,
শিশু গদাধর শ্রীঅঙ্গ তখন,
সুরভি চন্দনে চর্চ্চিত করে। ৩৩৭

শ্রীপদে স্থাপিল তুলসী চন্দন,
কুন্দ ফুলমালা কণ্ঠেতে ধারণ,
নিজ শিরে ফুল করিল স্থাপন,
ফল মিষ্ট আদি ভোজন করে। ৩৩৮

দ্বিজবর রহি ধ্যান-নিমগন,
মন-মানসেতে পূজে শ্রীচরণ,
কুসুম অঞ্জলি তুলসী চন্দন,
গদাই চরণে হয় অর্পণ। ৩৩৯

নয়ন উন্মীলি হেরিল তথায়,
তুলসী চন্দনে বিভূষিত কায়,
নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া শ্রীরায়,
বসে স্থির ভাবে মুদি নয়ন। ৩৪০

কহে ক্ষুদিরাম করি যোড় কর,
"সাধারণ শিশু নহে গদাধর,
তুমি গয়াধামে স্বয়ং গদাধর!
তোমারে পালিতে নাহি শকতি। ৩৪১

বল না আমায় কহি যে কাতরে।
মম পূজা কিহে লয়েছ সাদরে?
কি আছে বলনা তুমি দীন ঘরে?
বিনা এ দাসের শুদ্ধা ভকতি"। ৩৪২

শিশু গদাধর কহে পিতৃবরে,
"কেমন সেজেছি দেখ না আমারে?
চন্দন মেখেছি দেখ কলেবরে।
দেখ ফুল মালা দোলে গলায়"। ৩৪৩

মনে মনে দ্বিজ করেন বিচাব,
আজি সমাহিত এ পূজা আমাব,
নিজে গদাধর পূজা উপচাব ;
স্বহস্তে লইযা ভুঞ্জিল তায। ৩৪৪

দেবতা দুর্লভ বিভু-দবশন,
পূর্ণ জ্ঞানে হয জ্যোতি নিরীক্ষণ,
দেহধারী পূর্ণ দেব নাবাযণ,
পুত্র রূপে আজি মম আলয। ৩৪৫

অতীব আদবে শিশু কোলে নি'ল,
অমল কমল বদনে চুম্বিল,
স্নেহভবে দ্বিজ সকলি ভুলিল,
মোহে জ্ঞানরাশি হইল লয। ৩৪৬

৩৪৫। মায়ামোহাবিষ্ট জীবের দেহধারীরূপে ভগবান দর্শন হয। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানী ভগবানের জ্যোতি সন্দর্শন করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

পঞ্চম কল্প।

— • ⁂ • —

বাললীলাধ্যায়।

বালকের সনে যত রামাগণে,
খেলে 'হোলি' একদিন। ৩৪৭
সরম টুটিয়া ভরম ছাড়িয়া,
খেলিল সলিলে মীন। ৩৪৮
যত বামাদলে সবে কুতূহলে
ঘেরিল গদাধরে ধরি। ৩৪৯
ব্রততী যেমন বেড়ি তরুগণ
দৃঢ় রূপে রহে ধরি। ৩৫০
কোন প্রৌঢ়া বামা রূপে অনুপমা
লয় তা'র কোলে তুলি। ৩৫১
বদন মণ্ডল ফুল্ল শতদল,
হেরে তা'র দুখ ভুলি। ৩৫২
প্রেমে মাখা মুখ হেরে হয় সুখ
যেন নব প্রেম খনি। ৩৫৩
স্নেহ পরবশে মনের উল্লাসে,
চুম্বিল বদন খানি। ৩৫৪
ল'য়ে রতি পতি খেলে যথা রতি,
মনের উল্লাসে ভাসি। ৩৫৫
অনেক যুবতী অতি প্রীতিমতী,
খেলে শিশু সনে হাসি। ৩৫৬

বিলম্বিত বেণী যেন কাল ফণি,
মুকুতার থুপি ঝোলে। ৩৫৭
কর্ণে কর্ণ দুল নাহি সমতুল,
চাঁদ তলে তারা দোলে। ৩৫৮
বালকের সনে হরষিত মনে,
বালিকা সাজিয়া খেলে। ৩৫৯
চিবুকে ধরিয়া আদর করিয়া,
কথা ক'য় কত ছলে। ৩৬০
কোন বৃদ্ধা আই "বলে শুন ভাই,
গাও দেখি গীত গুলি"। ৩৬১
হরষ অন্তরে কহে করে ধরে,
"ভাল লাগে মধু বুলি"। ৩৬২
কহে আর জনে "গাহত এক্ষণে
দিব খাদ্য কত খেতে"। ৩৬৩
হেরিয়া মিঠাই হরষ গদাই,
ধরে দুটী দুই হাতে। ৩৬৪
আধ আধ বুলি দিয়ে করতালি,
নেচে নেচে তাল ধরে। ৩৬৫
সঙ্গীতে মাতিল জ্ঞান হারাইল,
গাহিল পঞ্চম স্বরে। ৩৬৬
চরণে নূপুর বাজিল মধুর
হরিল শ্রোতার প্রাণ। ৩৬৭
সঙ্গীতে মজিল প্রাণ বিমোহিল,
কোন বালা ধরে তান। ৩৬৮
বালকের দল জুটিল সকল,
গদায়ের গান শুনি। ৩৬৯

সবে একমনে ধরি একতানে,
গা'য় নয়ে গুণমণি। ৩৭০
যতেক রমণী খাদ্য নানা আনি,
দেয় সবে বিলাইয়া। ৩৭১
সুখাদ্য লইয়া সঙ্গীত গাহিয়া,
দেয় সবে মাতাইয়া। ৩৭২
হরি নাম গাই মিলি একঠাঁই,
ধরাধরি করি হাতে। ৩৭৩
গাহিতে গাহিতে হেলিতে দুলিতে
চলে যত খেলি সাথে। ৩৭৪
মাঠেতে চলিল আইলে মিলিল,
মিলি সবে গীত গায়। ৩৭৫
মেঘ পানে চেয়ে নেচে যায় ধেয়ে,
যেন কি হেরিয়া তা'য়। ৩৭৬
গদাই মাতিল চিত হারাইল,
অবশে পড়ে ধুলায়। ৩৭৭
যত সাথীগণ বেষ্টিয়া তখন,
করে নাম উভরায়। ৩৭৮
গাহিতে গাহিতে নাম উচ্চারিতে,
গদাধর আঁখি মেলে। ৩৭৯
জয় জয় বাণী করে হরিধ্বনি,
মহোৎসবে সবে খেলে। ৩৮০

৩৭৬। মেঘপানে চাহিয়া গদাধরের ভাব হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

ষষ্ঠ কল্প।

বাললীলাধ্যায়।

পীরদর্শনে বালকের ভাব।

জননীরে ল'য়ে　　　মাতুল আলয়ে,
যাত্রা করে গদাধর। ৩৮১

মায়াপুর নাম　　　আছিল যে গ্রাম
মাতুল আলয় তার। ৩৮২

প্রভাত না হতে　　　যাত্রা করে পথে,
বহু দূর হবে যেতে। ৩৮৩

গো-শকটে যায়　　　ধীরি ধীরি ধায়,
সবে আনন্দিত চিতে। ৩৮৪

প্রহরেক পরে　　　বিশ্রামের তরে
বসে বট-বৃক্ষ ছায়। ৩৮৫

ছায়া সুশীতল　　　অতি নিরমল,
পরিমল বহে তায়। ৩৮৬

সেই তরুমূলে　　　সত্যপীর বলে,
আছে এক পীর স্থান। ৩৮৭

সেই পীর-তলে　　　নমিল সকলে,
সাধ্য মত অর্থ দানে। ৩৮৮

গললগ্ন বাসে　　　চন্দ্রমণি আসে,
পূজিতে যথা বিধানে। ৩৮৯

সদুগ্ধ মিষ্টান্ন　　দিযা যব ধান্য
পূজিল ভকতি ভরে। ৩৯০
পূজি দেবতায　　প্রণমিল তায
মানে সুত হিত তবে। ৩৯১
মৃদ্ অশ্ব-যূথ　　কবি মন্ত্রপূত
পীরে দিযা উপহাব। ৩৯২
বচনা স্থাপিল　　কড়ি ছড়াইল,
দিল কত উপচাব। ৩৯৩
অশ্বযূথ ল'তে　　ধাইল ত্বরিতে
যবে সুত পদাম্বর। ৩৯৪
পশি পীর স্থানে　　চকিত নযনে,
বসিল তাহার পর। ৩৯৫
সহসা তাহাব　　হ'ল ভাবান্তর,
চিত্রার্পিত মত বয। ৩৯৬
সে ভাব নেহারি　　মাতা ত্বরা করি,
জল আনি মুখে দেয। ৩৯৭
কহে "সত্যপীর　　হও প্রভু স্থির
অপবাধ তুমি ক্ষম। ৩৯৮
অবোধ সন্তান　　পশে তব স্থান
না বুঝি তব মরম"। ৩৯৯
সত্যপীব নাম　　হয অবিরাম,
বালক চাহিল তবে। ৪০০
ক্রমেতে চেতন　　হইল যখন,
গলবাসে নমে সবে। ৪০১
পরে বৃষযানে　　কাতর পরাণে,
যায় মাতা শিশু লযে। ৪০২

বিশ্রাম লভিয়ে শ্রান্তি বিদূরিযে,
চলে বৃষ দ্রুত ধেযে। ৪০৩
চলিতে চলিতে মাতা লয চিতে,
কেন শিশু হেন হয়। ৪০৪
থাকিয়া থাকিযা চিত হারাইযা,
কেন বা অবশ রয। ৪০৫
সুকাবি জননী কহে "যাদুমণি।
কেন হেন হ'ল ভাব"। ৪০৬
"মৃদ্-অশ্র আ.শ পীব স্থানে পশে,
হেরি এক শ্মশ্রু-ধাবী। ৪০৭
বিমান হইতে আসি আচম্বিতে
শুভ্রকায অশ্বোপবি। ৪০৮
আমারে হেবিয়া কব প্রসাবিযা
লয নিজ অঙ্কোপরি। ৪০৯
তাহার পবশে ঘুমেব আবেশে
ঘুমাইনু তদুপরি"। ৪১০
-লিতে বলিতে চলিতে চলিতে,
সমাগত বহু দূর। ৪১১
তাহাব অদূবে অরণ্যানী পাবে,
আছে গ্রাম আম্রাপুর। ৪১২
তরু শাখা পরে আনন্দে বিহরে,
যত বানরেব দল। ৪১৩
হেবিযা বানরে হরষ অন্তরে,
গদাধর উতবিল। ৪১৪

৪০৭-১০। সত্যপীব দর্শনে ঠাকুরের বাল্যাবস্থায় সমাধি হইবার বিষয় ঠাকুর নিজমুখে বিবৃত করিয়াছেন।

হেরি গন্ধাধরে　　শাখি-শাখা-পরে
　　নাচে তারা কুতূহলে। ৪১৫
হনুমান বীর　　অতীব সুধীর
　　পড়ে আসি পদতলে। ৪১৬
উঠি হনুমান্　　বহে দণ্ডমান্
　　দাস সম যোড় করে। ৪১৭
কিঙ্কর যেমতি　　যাচে অনুমতি
　　বানরে তেমতি করে। ৪১৮
ঈঙ্গিতে ঈঙ্গিতে　　পূর্ব্ব স্মৃতি মতে
　　যেন হয় পরিচয়। ৪১৯
কেহ বা লম্ফনে　　দেখায় কেমনে
　　সাগর লঙ্ঘন হয়। ৪২০
কেহ লম্ফ দিয়া　　তরু-শাখে গিয়া
　　আনে কত চূত ফল। ৪২১
'বালি' সমপরে　　লাঙ্গুলের ভরে
　　উঠাইল নভস্তল। ৪২২
লাঙ্গুল তাড়নে　　লঙ্কার দহনে—
　　দেখাইল কোন কপি। ৪২৩
দহন কারণ　　কালিমা বদন
　　খেদে কহে পুনবপি। ৪২৪

৪১৬।৪১৯। হনুমান দর্শনে পূর্ব্ব স্মৃতি মত রাম ও কৃষ্ণাবতারের ভাব স্মরণ হওন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোধন চারণ কালীন ও যশোদার স্বহস্ত প্রস্তুত হ্যোদোহোদ্ভব নবনীত বিতরণ কালীন বানরের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এখানেও সেই ভাব প্রদর্শিত হইল।

৪২২ রামাবতারে বানরগণ বীর বালীকে যেরূপ লাঙ্গুলের দ্বারা ঊর্দ্ধে উঠাইয়াছিল তদ্রূপ ভাব এখানে প্রদর্শিত হইল।

৪২৩।৪২৪। লঙ্কা দগ্ধ কালে যেরূপে বানরের মুখ পুড়িয়া যায় এখানে সেই ভাব দেখান হইল।

বানরের সঙ্গে খেলে কত রঙ্গে,
যেন তারা অন্তরঙ্গ। ৪২৫
জননী ত্রাসিতা সতত চিন্তিতা,
কিসে হয় খেলা ভঙ্গ। ৪২৬
ডাকি সুতে কয় অপরাহ্ন হয়,
যেতে হবে বহু পথ। ৪২৭
পাছে বা বানরে শিশু গদাধরে,
লয়ে যায় অন্য পথ। ৩২৮
মাতার আদেশে আসিল অবশে,
শকটের সন্নিধান। ৪২৯
বানরের দল চলিল সকল,
হয়ে সবে আগুয়ান। ৪৩০
অর্ভক যেমতি বেড়িয়া প্রসূতি,
আনন্দেতে নৃত্য করে। ৪৩১
গদাধরে তেমন করিয়া বেষ্টন,
কপিদল খেলা করে।৪৩২
কপিসনে মেলা কপিসনে খেলা.
হেরি চমকিত সবে। ৪৩৩
জয় জয় রাম! বলে অবিরাম.
গদাধর উচ্চরবে। ৪৩৪
শিশু কোলে ল'যে শকটে উঠিযে,
যায় মাতা পিত্রালযে। ৪৩৫
সঙ্গে দূর কত যায় কপি যূথ,
পরাঙ্‌মুখ কভু নয়। ৪৩৬
রাম নাম শুনি উল্লাসে অমনি,
মাতিল কপির দল। ৪৩৭

গন্ধাদ্বয়ে হেরে　　সেই ধনুর্ধরে,
রাম রূপ অবিকল। ৪৩৮
লম্ফ ঝম্প কত　　করে অবিরত,
হেরি সবে সেইরূপ। ৪৩৯
যে দিকে নেহারে　　রামরূপ হেরে,
শ্যাম কান্তি অপরূপ। ৪৪০
প্রাণ প্রণোদিত　　চিত চমকিত,
প্রণমিত পদতলে। ৪৪১
জাতীয় আরাবে　　করে উচ্চরবে,
রামনাম কপিদলে। ৪৪২
অরণ্য উতরি　　পশি মায়া পুরি,
ফিরিল বানর দল। ৪৪৩
পাছে মায়াঘোরে　　ভোলে রাঘবেরে,
তাই চলে করি ছল। ৪৪৪
দাস্যভাবে যবে　　কপিকুল সবে,
রাম অবতারে সেবে। ৪৪৫
বধিয়া রাবণে　　যত রক্ষগণে,
দহিল লঙ্কায় যবে। ৪৪৬
সাগরে বাঁধিয়া　　সীতা উদ্ধারিয়া,
দাস-ভাবে চলে সাথে। ৪৪৭
অযোধ্যা নিকটে　　সরযূর তটে,
বিদায় চাহিল যেতে। ৪৪৮
হনুমান কহে　　এ উচিত নহে,
দাস-কার্য্য রহে বাকি। ৪৪৯

৪৩৮। বানরেরা রামকৃষ্ণকে রামরূপ দর্শন করিল।

৪৪৩। রুদ্রাবতার হনুমান মায়ার অতীত বলিয়া মায়াপুরে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

রাজ-সিংহাসনে বসায়ে দুজনে
যুগল মূরতি দেখি। ৪৫০
যাইব চলিয়ে দাস খত লয়ে,
তবে'ত দাসত্ব হবে। ৪৫১
যতদিন ভবে রবি শশী রবে,
দাস্য ভাব কথা রবে। ৪৫২
তাই এই যুগে প্রেম অনুরাগে,
প্রেম খেলা প্রভু খেলে। ৪৫৩
প্রেমেতে বিহ্বল প্রেম অবিরল,
লীলা এবে প্রেম ছলে। ৪৫৪
স্বকার্য্য সাধন নহে প্রযোজন,
জগতের হিত তরে। ৪৫৫
বাঞ্ছাকল্পতরু দেব জগদ্গুরু,
আছে প্রসারিয়া করে। ৪৫৬
এ যুগের ধর্ম্ম নহে অন্য কর্ম্ম,
নহে তপ যোগ যাগ। ৪৫৭
শুদ্ধাভক্তি লয়ে বিশ্বাস স্থাপিয়ে,
বহ মাখি অনুরাগ। ৪৫৮
ছাড়িয়া বানর যবে গদাধর
মাতুল আলয়ে আসে। ৪৫৯

৪৪৯।৫২। দাসাভাব অতি সুন্দর ভাব। রামাবতারে ঐ ভাব হনুমানে ফূর্ত্তি পাইয়া ভগবান লাভ করে।

৪৫৩।৫৪। এই অবতারে সকল ভাবের ফূর্ত্তি পাইযাছিল। গদাধরে বাল্যকালেই প্রেমভাব ফূর্ত্তি পাইয়াছিল।

৪৫৭।৫৮। ভগবান রামকৃষ্ণ এ যুগে শুদ্ধা ভক্তি লইযা সাধনা করিয়া সিদ্ধ হয়েন, তাই লোক কল্যাণতরে জীবগণকে শুদ্ধা ভক্তি শিখাইয়াছেন।

সেভাব ঘুচিল শিশু-ভাব এল,
মাতুলানী ক্রোড়ে পশে। ৪৬০

প্রেম সঙ্কোচিল মায়া প্রকাশিল
বহে স্নেহ নিরমল। ৪৬১

যেন মায়াপুরে সবে মায়া ঘোরে,
মুগ্ধ রহে অবিরল। ৪৬২

চিদ্‌ঘন রূপ ভুলিল স্বরূপ,
হেরে সবে শিশু তথা। ৪৬৩

শ্রীকৃষ্ণে যেমতি নন্দ যশোমতি,
বালরূপে হেরে যথা। ৪৬৪

যবে উতরিল মায়া উপজিল,
শিশু-রূপী সবে হেরে। ৪৬৫

মাতুলানী গিয়া কর প্রসারিয়া,
লয় কোলে গদাধরে। ৪৬৬

শির আঘ্রাণিয়া বদন চুম্বিয়া,
ল'যে শিশু গৃহে পশে। ৪৬৭

শিশু কলেবর হেরি মনোহর,
পুর-নারী সুখে ভাসে। ৪৬৮

আগে যোগ মায়া মায়া বিস্তারিয়া,
মোহে গোপ-নর-নারী। ৪৬৯

তাই তো গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ পশিলে,
মোহে ডোবে পুরনারী। ৪৭০

৪৬৩।৬৫। রামকৃষ্ণদেব ভাবের চিদ্ঘন মূর্ত্তি, কিন্তু মাতুলালয়ে প্রবেশকালীন সে ভাব পরিত্যাগ করিয়া বালকভাব অবলম্বন করেন।

৪৬১।৪৭০। ভগবান মায়া বিস্তারিয়া জীবগণকে তাঁহাকে চিনিতে দেননা। তাই গোকুলে প্রবেশ কালে শ্রীকৃষ্ণ গোপ নর নারীগণকে মহামায়াদ্বারা আবৃত করিয়া তাঁহাকে চিনিতে দেন নাই। গোপীগণ প্রেমের উচ্ছলাবেগে আকৃষ্ট হইযা আত্ম সমর্পণ করে।

হেথা পূর্ণভরে রহে গদাধরে,
প্রেম ভক্তি একাধারে। ৪৭১
চিদ্‌ঘন রূপ আনন্দ স্বরূপ,
যে ভাবে হের তাঁহারে। ৪৭২
সখাভাবে হেবে সকল বানরে,
প্রেমে সবে মেলামেলি। ৪৭৩
স্নেহ নিরমল অতি সুবিমল,
স্নেহ-ভরে করে কেলি। ৪৭৪.
মাতুল-আলয়ে সবে শিশু ল'যে,
স্নেহ পারাবারে ভাসে। ৪৭৫
প্রেম পরিমল উছলি দ্বিদল,
অবিরল ধারে ভাসে। ৪৭৬

৪৭১।৭৫। এ অবতারে ভগবান রামকৃষ্ণ পূর্ণজ্ঞানের ঘনীভূত মূর্ত্তি, তাই সহজে তাঁহাকে বোঝা যায় না। তাঁহাকে যিনি যে ভাবে লইয়াছেন তিনি তাঁহাকে সেই ভাবে পাইয়াছেন বা বুঝিয়াছেন। তাঁহার নিগূঢ় ভাব বুঝিতে গেলে, আপনাকে আপনি হারাইতে হয়। তিনি বোধের অগম্য। তবে যাহাকে তিনি কৃপা করিয়া ধরা দিয়াছেন তিনিই কতক বুঝিয়াছেন।

৪৭৬। যোগে জ্ঞানীব্যক্তি ভ্রূ মধ্যে জ্যোতি নিরীক্ষণ করেন কিন্তু পবিত্র প্রেমে সহস্রার নিসৃত সুধা ভ্রূ মধ্যে ক্ষরিত হয় এবং প্রেমিক সাধক সেই সুধ 'পান করে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

সপ্তম কল্প।

গোষ্ঠলীলাধ্যায়।

একদিন গদাধর প্রভাত সময়,
অঞ্চলে বাঁধিয়া মুড়ি যায় শিশু গুড়ি গুড়ি,
মিলি পল্লিবাসী যত বালকের দল,
যায় সবে মাঠ পানে খেলিতে কেবল। ৪৭৭

মাঠেতে মিলিল যথা চরে গাভিগণ,
রাখাল বালক সনে হয় বাঞ্ছা গোচারণে,
কেহ বান্ধে কটিতটে গোপালের দড়ি,
কেহ বা লইল হাতে পাচনের বাড়ি। ৪৭৮
কেহ লম্ফে উঠি বৃক্ষে পড়িল ধরায়,
কেহ তারে আসি তোলে কেহ আহা আহা বলে,
আনি বারি কেহ মুখে করিল সিঞ্চন,
কেহ বা কটির বন্ধ করিল মোচন। ৪৭৯
কোন শিশু বৎসতরী ধরিল কৌশলে,
নানা নব তৃণ চয় কেহ বা করি সঞ্চয়,
কেহ তাহা সযতনে ধরে বৎস মুখে,
শিশু হস্তে বৎসতরী খায় মহাসুখে। ৪৮০
প্রধাবিতা গাভী কেহ ধরে পুচ্ছে ধরি,
দ্রুতগতি নিবারণে ব্যথিত পুচ্ছ তাড়নে,
উত্তোলিয়া পদদ্বয় করে সঞ্চালন,
কভু শৃঙ্গদ্বয়ে করে মৃত্তিকা তাড়ন। ৪৮১

স্তন্য-পান-রত বৎস করিয়া হরণ,
কেহ রাখে সঙ্গোপনে   কেহ বা বান্ধিল বনে,
বৎস অদর্শনে গাভী করে আর্ত্তনাদ,
হাম্বারবে হেথা বৎস করিল নিনাদ। ৪৮২

নব তৃণ আসে গাভী চরে বনান্তরে,
গদাই রাখাল সনে   চলে গাভী অন্বেষণে,
না হেরিয়া এক বনে অন্যবনে ধায় ;
গদাধর পাছু পাছু তার সনে যায়। ৪৮৩

রাখাল গরুর পাল হেরে বনান্তরে,
নব নব তৃণ চয়   মনোলোভা অতিশয়,
সানন্দে শ্যামল ক্ষেত্রে চরে গাভীগণ ;
পরিতৃপ্ত গাভীদল করি বিচরণ। ৪৮৪

পরিশ্রান্ত গোপালক গাভীর সন্ধানে,
শ্যামল তৃণ আসনে   বসি তারা দুইজনে,
খুলিল অঞ্চল-বন্ধ মুড়ি-জলপান,
আনন্দে ভখিল তারা হয়ে একপ্রাণ। ৪৮৬

অপর রাখালগণ, বালকের দলে,
না হেরিয়া গদাধরে   যায় চলি বনান্তরে,
অন্বেষিতে প্রিয় সখা ব্যাকুল অন্তরে,
গুল্ম লতা অরণ্যানী নিকুঞ্জ ভিতরে। ৪৮৬

কত স্থান অন্বেষিয়া দেখিতে না পায়,
গোস্পদ অনুসরি   গাভী রব লক্ষ্য করি ,
অবশেষে আসি হেরে অরণ্য মাঝারে,
রাখালের সনে সখা একত্র বিহরে। ৪৮৭

মিলি সবে সেই খানে বসে চক্রাকারে,
অঞ্চল বিছায়ে তায় মুড়ি রাখে রাশি প্রায়,
কেহ খায় কেহ দেয় অপরের মুখে,
প্রেমানন্দে শিশুদল ভুঞ্জে কত সুখে। ৪৮৮

এই ভাবে সখ্য-ভাব উঠিল উথলি,
সেই ভাবে নিরন্তর পূর্ণ যবে গদাধর,
মানস বিহঙ্গ তার উঠি চিদাকাশে,
হারাইয়া বাহ্য-জ্ঞান পূর্ণানন্দে ভাসে। ৪৮৯

স্পন্দন রহিত যেন পুত্তলিকা-প্রায়,
পদাশ্রয় যোড়করে আধ দৃষ্টি নাসা-পরে,
যোগ-বশে সুখাসনে উপবিষ্ট র'য,
বাহ্যিক চেতনা শিশু সকলই হারায়। ৪৯০

ব্যাকুলিত চিত যত খেলুড়িয়াগণ,
কেহ বা করে রোদন কেহ আকুলিত মন,
কেহ বা বদনে বারি করিছে সিঞ্চন,
কেহ করে ধীর চিত্তে নাম সঙ্কীর্ত্তন। ৪৯১

কীর্ত্তনের সুরে শিশু উঠিল জাগিয়া,
দাঁড়াইয়া বৃত্তাকারে কৃষ্ণ লীলা গান করে,
রাখাল বালক সবে ঘেরি গদাধরে,
আনন্দের উৎস যেন উঠিল অন্তরে॥ ৪৯২

৪৮৮।৯১। সখ্যভাব উপজিয়া গদাধরের চিত্ত রাখালরূপী শ্রীকৃষ্ণে অভি-নিবিষ্ট হইয়া একাগ্রতা আনাইয়া ভগবানেই মনের সংযোগ হয়। ইহাই যোগাবস্থা, তৎকালীন নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি সংযত হয়।

৪৯২। সমাধি অবস্থায় যে নামের বা ভাবের সমাধি হয়, সেই নামের বা ভাবের সংকীর্ত্তন করিলেই সমাধির অবস্থা অপনীত হইয়া সহজাবস্থা আসে।

গোষ্ঠ-লীলা সাঙ্গ করি চলিল গদাই,
গোপাল করিয়া সঙ্গে রাখাল চলিল রঙ্গে,
খেলুড়িয়া সখাগণ চলে তার সঙ্গে,
ভাসিয়া চলিল সবে প্রেমের তরঙ্গে। ৪৯৩

বেলা হ'ল গদাধর কেননা ফিরিল ?
চিন্তিতা হ'য়ে জননী ডাকে ধনী কামারিণী,
"কোথায় গদাই মম কর অন্বেষণ ?
এত বেলা হ'ল কিছু করেনি ভক্ষণ। ৪৯৪

শুকায়ে গিয়াছে তাব বদন কমল,
সুকুমার দেহ খানি যেন লাবণ্যের খনি,
শুকাযে গিযাছে আহা! তপনের তাপে,
না হেরে জীবন-ধনে প্রাণ মম কাঁপে"। ৪৯৫

ধনী তার অন্বেষণে করিল গমন,
প্রতিবাসী ঘরে ঘরে শিশু অন্বেষণ করে,
খেলুড়িযা শিশু গণে না হেরিয়া ঘরে,
ডাক দিযা ডাকে পরে ব্যাকুল অন্তরে। ৪৯৬

হেথা ঘরে গদাধর হয উপনীত,
স্মেরাননে মধু হাস অধরে অমৃত ভাস,
প্রেম-উৎস প্রবাহিত সতত অন্তরে ;
মা! মা! বলি ডাকে শিশু অতি সমাদরে। ৪৯৭

হেরি সন্তানের মুখ জুড়াল জীবন !
চুম্বিয়া কমলাননে কহে অতি প্রীত মনে,
"কেন যাদু মণি! তব এত বেলা হ'ল,
না খেয়ে শুকায়ে গেছে বদন কমল।" ৪৯৮

আর এক দিন শিশু মিলিল গোঠেতে,
রাখাল বালকগণ বেষ্টিয়া তমাল বন,
মন-সুখে করে খেলা ল'য়ে গদাধরে,
কেহ বা চুম্বন করে কোমল অধরে। ৪৯৯

শিখি পাখা-যুত চূড়া বাঁধি শিরোপরে,
ধড়া বাঁধি কটীতটে পীতাম্বর পরি সেঁটে,
বন ফুল-মালা গলে কদম্ব তলায়,
বাঁশরী লইয়া করে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়ায়। ৫০০

কেহ বা ধরিল তান মাতিয়া উল্লাসে,
কেহ সাজে গোপবালা করে লয়ে ফুলমালা,
গাদাই সাজিল সাজে রাধা বিনোদিনী,
কুঞ্জবনে বসে ধনী বেষ্টিয়া গোপিনী। ৫০১

কৃষ্ণ অদর্শনে যথা কাতরা শ্রীমতী,
কহে বৃন্দা সম্ভাষিয়া বিনাইয়া বিনোদিয়া,
"কহ সখি। কোথা কৃষ্ণ কোথা প্রাণ-ধন।
না হেরে তাহারে মম যায় যে জীবন"। ৫০২

কদম্বের মূলে কৃষ্ণ বাজাইল বাঁশী,
হরিল গোপিনী মন চিত মন উচাটন,
রাধা কহে "সখি। আর রহিতে না পারি,
চল চল যথা কৃষ্ণ বাজায় বাঁশরী"। ৫০৩

করে ল'য়ে ফুলমালা শ্রীমতী ধাইল,
আলু থালু কেশ-পাশ শ্লথ পরিধান বাস,
শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার পড়িছে খসিয়া,
চরণে নূপুর বাজে চরণে লাগিয়া। ৫০৪

ত্বরিত গমনে রাধা চঞ্চল চরণে,
সঞ্চারিণী দীপশিখা মেঘেতে চপলা দেখা,
চলিলা শ্রীমতি তথা কৃষ্ণ দরশনে,
বিরহিনী প্রেমাধিনী সজল নয়নে। ৫০৫

গদাধর রাধাপ্রায ভিন্ন দেহ মাত্র,
হাব ভাবেতে শ্রীমতি যেন রসিকা যুবতী,
প্রেম উন্মাদিনী পারা চলিছে সঘনে,
কৃষ্ণ মন কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণের কারণে। ৫০৬

সাগর সঙ্গমে যথা ধায তরঙ্গিনী,
দুকুল ভাসাযে ল'য তীর ভূমি বালুময়,
উপাড়িযা মহীরুহ ধায় তীর বেগে,
তেমতি গদাই ধায় মনের আবেগে। ৫০৭

আবার বাঁশরী বাজে কদম্বের মূলে,
গোপিকা বেষ্টিত হযে রাধালতা জড়াইযে,
কদম্বের মূলে কিবা শোভিল শ্রীধর,
গুল্ম লতা পরিবৃত যেন তরুবর। ৫০৮

৫০৬। গদাধর শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে এতই উন্মত্ত যে আত্মহারা হইয়া আপনাকে শ্রীমতি জ্ঞানে কৃষ্ণ বিরহ যেন সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে দ্রুত ধাবমান হইলেন, ইহাই মহাভাব।

৫০৮। বৃন্দাবনলীলা সাঙ্গ করিয়া গদাই মাথুরলীলা প্রদর্শন করিবার মানসে রাধাবেশে বৃক্ষান্তরে গমন করিয়া রাজবেশ পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপনীত হইলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

অষ্টম কল্প।

মাথুরলীলাধ্যায়।

কদম্বের মূল ত্যজি চলিল গদ্দাই,
বসে তরুবর শাখে কূজিত পাপিয়া পিকে,
চূড়া ধড়া বাঁশী ছাড়ি পরে রাজবেশ,
বৃন্দাবন ভাব লীলা যবে অবশেষ। ৫০৯

গোপ গোপী মিলি তথা চলিল শ্রীমতী,
দেহ ধূলা ধূসরিত অঙ্গরাগ অবসিত,
তিতিয়া নয়ন নীরে কহিলা শ্রীমতী,
বল হে গোকুল নাথ! একি তব রীতি? ৫১০

কহ কৃষ্ণ! কাঁহা তুয়া ধবলি শ্যামলি,
কাঁহা সে তমাল বন কাঁহা কুঞ্জ নিধুবন?
কাঁহা সে প্রেমিকা রাধা কাঁহা গোপীগণ?
কাঁহা সে বাঁশরী তুয়া কাঁহা বৃন্দাবন? ৫১১

কাঁহা তুয়া পিতা নন্দ কাঁহা যশোমতী?
কাঁহা পয়ঃ নবনীত কাঁহা তু অবলা যুত?
কাঁহা গোপ সখা তুয়া শ্রীদাম সুদাম?
কাঁহা উপানন্দ তুয়া সদা অভিরাম? ৫১২

কাঁহা তুয়া প্রেম সাথী কানন-বল্লরী ?
কাঁহা বন ফুল মালা লহ তুয়ো গোপ-বালা ?
ফিরত ফিরত তুঁহা ধায়ত নিকুঞ্জে,
তুয়া লাগি সব ক্লেশ গোপীজন ভুঞ্জে। ৫১৩

তুয়া লাগি তেয়াগিয়া, কুল শীল মান।
ঝাঁপিনু প্রেম সাগরে ডুবিনু তেঁহার নীরে,
পেখিনু সে কাল জলে কাল প্রেম আভা,
সে কাল বরণে তেঁহ পেখিনু কি প্রভা। ৫১৪

চিত মন ভরইল উথলিল প্রেম,
মুহি যব উঠইনু কুল তাব না পেখনু,
তুয়া কালরূপ ধবি উঠনু গোকুলে,
কলঙ্ক পশরা তুয়া মাথেতে থুইলে। ৫১৫

রাজবেশ এবে তুয়া কাঁহাতো মিলল ?
কাঁহা তুয়া পীত ধড়া কাঁহাতু মোহন চূড়া ?
ঝুলত তু অবিরত শিখি পাখা যাহে,
কাঁহা তু গোপাল বৃন্দ কাঁহা সব রহে ? ৫১৬

কি লাগিয়া ভুলল তু বৃন্দাবন লীলা ?
তুয়া লাগি বৃন্দাবন তুয়া গোপিনী মোহন,
তুয়া লাগি বহয়ত যমুনা উজানে,
তুয়া লাগি খেলয়ত ব্রজ বধূগণে। ৫১৭

কাঁহা তু রাখাল বেশ ? কাঁহা গোচারণ ?
কাঁহা তুয়া গোঠ লীলা কাঁহা তুয়া বাল-খেলা ?
কি লাগি তু উঠয়নু গিরি গোবর্দ্ধন।
মন্ন তু গোকুলবাসী না জিয়ে এখন। ৫১৮

কাঁহা তুয়া রাস-লীলা প্রেমের তুফান !
নিরঝরে প্রেম ঝুরে প্রেম তটিনীর নীরে,
প্রেম তু বহতু ব্রজে সুধীর সমীরে,
ব্রজ বালা কলিকায় তু প্রেম সঞ্চরে। ৫১৯

ফুটযতি সরোরুহ সরস বসন্তে,
গুঞ্জয়ত অলিকুল কুঞ্জয়ত পিক দল ;
ফুরয়তি ফুল দল তরুবর শাখে,
নাচযত শিখি কুল কাদম্বিনী দেখে। ৫২০

কহ কৃষ্ণ কি লাগিযা সব তেয়াগিলে ?
কান্দে মাতা যশোমতী কান্দে ব্রজ কুলবতী ,
কান্দে গোপ-কুল বালা না বাঁধে কুন্তল,
গোপ বালকের দল কান্দে অবিরল। ৫২১

গোপবালা তুয়া লাগি কিয়া দশা ভেল,
হের তুয়া চন্দ্রাবলী ললিতা বিশখা কলি ;
হের বৃন্দা কিয়া দশা গোপিনী প্রধানা ?
কিযা দশা ভেল তুযা রাধা চন্দ্রাননা। ৫২২

গোকুলে গোকুল দল নীরব যে ভেল,
তুয়ালাগি ওহে শ্যাম নীরব তু ব্রজ-ধাম ;
নীরব সে বৃন্দাবন পাখীর কাকলী,
নীরব ভেল তু সব যত ব্রজবুলি। ৫২৩

শুষ্ক ভেল তরু লতা কানন-বল্লরী,
শুষ্ক ভেল ফুল-হার শুষ্ক ফুল অলঙ্কার ;
শুষ্ক ভেল নিরঝর তটিনীর বারি।
যমুনায না বহল উজানের ঝারি। ৫২৪

সঁপিনু তুযার করে জীবন যৌবন,
মুয়ে রাধা বিনোদিনী তুয় শ্যাম-সোহাগিনী ;
হে'র মুঝে, তুয়া বিনু কিযা দশা ভেল,
তুযা না পেখিযা কেন পরাণ না গেল ? ৫২৫

তুয়া পদে সব মুহি কৈনু অবপণ .
কুল মান তেযাগিনু লাজে জলাঞ্জলি দিনু ;
শেষ ছিল তনুখানি সেও কাল ভেল।
সকলই কালার পদে বিসর্জন গেল। ৫২৬

নযনে বহিল নীর কহিতে সে বাণী.
চরণ চলেনা আর নেত্র নিমীলিত তাব ;
স্পন্দন বিহীন যেন জড়ের সমান।
মহাভাবে গদ্গদ্ধর চিত সমাধান। ৫২৭

এত কৈনু তবু তুযা কেন না মিলল ?
তুযে তু অতি লম্পট তাহে তুয়া অতি শঠ,
চিত মন মজাইযা রহ দেশান্তব।
তুযা মুঝে কেন হবে এতই অন্তর। ৫২৮

না চিনল মুযে মন তুযা যে কেমন,
তুয়া গভীর সাগর মুঝে নীচ নিরঝর,
অবগাহি তু সলিলে হামে মিলাইল,
স্মর গবলর ভাব তাহে উপজিল। ৫২৯

হারাইনু তুযা চিতে তীর না পেখনু,
সাঁতারি প্রেম-সাগরে বিকল দেহের ভাবে,
ডুবিনু প্রেমের নীরে তুযা না পাইনু,
চরণ পঙ্কজ ধ্যানে পরাণ সঁপিনু। ৫৩০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত

নবমকল্প।

খাদ্যদানাধ্যায়।

বাঁড়ুয্যে উদ্যান ছিল গোচারণ স্থান,
সঙ্গী লয়ে গদাধর খেলে তথা নিরন্তর;
কখন সাজিয়া কৃষ্ণ গোধন চরায়,
কভু বা রাধিকা সাজি মান ভবে রয়। ৫৩১

রাখালের বেশে কেহ চরায় গোধন,
তৃণ শস্পে প্রপূরিত ধেনু সব তৃষান্বিত;
নিদাঘ-তাপে-তাপিত জল আশে ধায়,
গোধন লইয়া সবে ভূতির খালে যায়। ৫৩২

স্বচ্ছ সুশীতল জলে তৃষ্ণা করি দূর,
ধেনু সব ধীরে ধীরে নব তৃণ ভক্ষিবারে;
চলে যায় মাঠান্তরে খালের অদূরে,
বৎস সহ গাভী-দল চরে তৃণপ'রে। ৫৩৩

ধেনুর সন্ধানে গিয়া রাখাল বালক,
আতপ-তাপ-তাপিত ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রপীড়িত;
মলিন বদনে যবে ফিরিল তথায়,
গদাধর দ্রুতগতি খাদ্যতরে ধায়। ৫৩৪

মানিক বন্দ্যোর বাটী পূজা মহোৎসব,
দেবী সুশোভিত সাজে   ঢাক ঢোল বাদ্যবাজে
কাংস্য ঘণ্টা মৃদঙ্গ দি বাজে অনিবার
পূজা গৃহে জনে জনে আমোদ সবার। ৫৩৫

সুগন্ধি গুগ্‌গুল ধুনা গন্ধে সুবাসিত
আমোদিত প্রমোদিত   পুরবাসী জন যত,
পুরোহিত পূজা তবে বসিল আসনে
থামিল বাদ্যের বোল রহে দেবী ধ্যানে। ৫৩৬

পূজাস্থানে খাদ্য লাভে সুবিধা না হেরি
প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে   যাচিল ভক্ষ্যের তরে
মানিক দুহিতা দেয খাদ্য নানাহারে
বান্ধিয়া অঞ্চলে তাহা চলিল বাহিরে। ৫৩৭

কর্ম্মচারী একজন হেরিয়া গোপনে
গিয়া গৃহ স্বামী স্থানে   নিন্দে নারী আচরণে,
তার কন্যা পূজা আগে করে বিতরণ,
নানা খাদ্য পূজাতরে যাহা আহরণ। ৫৩৮

খাদ্য লয়ে গদাধর যায় হৃষ্ট মনে
মিলি বয়স্যের সনে   খায় সবে তৃপ্তমনে
নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য করিয়া ভক্ষণ
সুশীতল জলে করে তৃষা নিবারণ। ৫৩৯

৫৩৭। শ্রীকৃষ্ণসহচর রাখাল বালককে মুনি কন্যাগণ যেরূপ যজ্ঞ ভাগ অন্ন দান করিয়াছিল, মাণিকের কন্যাও সেইরূপ দেবতার অগ্রভাগ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়াছিল।

নিজ কন্যা আচরণে ব্যথিত মানসে,
অন্দরে আসিয়া হেথা　　মানিক জানিল তথা,
মিষ্টান্ন দিয়াছে কিছু আপন তনয়া,
ক্ষুদিরাম সুতবরে ক্ষুধিত জানিয়া। ৫৪০

কন্যারে রুষিয়া তদা করে তিরস্কার,
গদাই পূজারি-ছেলে　　দেবল ব্রাহ্মণ বলে,
এক সাথে লয়ে কেহ না করে ভোজন,
দেশ-প্রথা অনুসারে যতেক ব্রাহ্মণ। ৫৪১

কি সাহসে অগ্রভাগ তাহে বিতরণ ?
বহুব্যয়ে আয়োজন　　পূজার উপকরণ,
সকলি হইল ভ্রষ্ট তব আচরণে,
বহুধন ব্যয় মম হ'ল অকারণে। ৫৪২

ক্রোধে অন্ধ দ্বিজবর কত কটু ক'য়,
তিরস্কারে অপমানে　　পায় ব্যথা বালা মনে
স্মরিল একান্ত মনে গদাধর হরি,
থাকিতে না পারে ভক্ত-বাঞ্ছাপূর্ণ-কারী। ৫৪৩

রোষ ভরে দ্বিজবর পশি দেবালয়,
নিবেদিল দেবতারে　　দুহিতার অনাচারে,
নিবেদিল গদায়ের অশিষ্ট আচারে,
মাগিল অনিষ্ট তার দেবতা গোচরে। ৫৪৪

গলবস্ত্রে দেবী পদে করি নমস্কার,
দ্বিজ হেরে গদাধর　　প্রসারিয়া নিজকর,
পূজা উপচার যত করিছে ভক্ষণ,
দেবী পীঠে গদাধর স্থাপিত তখন। ৫৪৫

মানিকের জ্ঞান চক্ষু হ'ল উন্মেষিত,
বিচারিল সেইক্ষণে দ্বিজবর মনে মনে ;
সামান্য বালক নহে শিশু গদাধর,
অভীষ্ট দেবতা শিশু পরম ঈশ্বর। ৫৪৬

বহু পুণ্য-ফলে কন্যা পেয়েছি এমন,
পূর্ণ ব্রহ্ম গদাধরে দিল খাদ্য নিজকরে
পাপী আমি তাই তারে করেছি ভর্ৎসনা
অপরাধ ক্ষম দেব করিয়া মার্জ্জনা॥ ৫৪৭

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

দশমকল্প।

—⁂—

বিদ্যারম্ভ ও বালখেলাধ্যায়।

শুভ তিথি শুভক্ষণে শুভ দিন পঞ্চ সনে,
বিদ্যারম্ভ হইল প্রভুর। ৫৪৮
পিতা দিয়ে হাতে খড়ি পাঠাইল গুরু বাড়ী,
শিখিবারে বিদ্যা সুপ্রচুর। ৫৪৯
মাধব গুরুর নাম শিষ্ট শান্ত গুণধাম,
মাধবে অক্ষর শিখাইল। ৫৫০
পাঠশালে অল্প দিনে প্রভু পড়ে দাতাকর্ণে,
প্রহ্লাদ চরিত্র পড়াইল। ৫৫১
গুরু কহে গদাধরে শুন শিশু সবিস্তারে,
অঙ্কশাস্ত্র অতি হিতকর। ৫৫২
পাঠ সব করি শেষ পড়ে নাম অবশেষ,
ধাঁধাঁ শেষে লাগে শুভঙ্কর ৫৫৩
সমপাঠী সাথিগণ সহ সদা বিচরণ
খেলে দেব দেবলীলা যত। ৫৫৪
গোষ্ঠলীলা অভিনয় অতি মধুরতাময়,
হরে ল'য় দর্শকের চিত। ৫৫৫
কি সুন্দর কৃষ্ণ সাজে রাখাল সনে বিরাজে
গদাধর খেলুড়িয়া সনে। ৫৫৬

কটীতটে পীতধড়া শিরেতে মোহন চূড়া,
বিচরিছে লইয়া গোধনে। ৫৫৭
সুকণ্ঠে সুন্দর গীত মনোহর সুললিত,
মুগ্ধ রহে শ্রোতাগণ সবে। ৫৫৮
কে বলিবে বাল খেলা যেন সত্য "কৃষ্ণলীলা",
অভিনীত পুন এই ভবে। ৫৫৯
ভাবে গীত ভাবে খেলা ভাবেতে হইয়া মেলা,
ভাবুকের ভাব উছলয়। ৫৬০
কভু বা হয়ে শ্রীমতি কহিছে করে মিনতি,
প্রাণ মন হয় তাহে লয়। ৫৬১
কামার-পুকুর-বাসী সতত আনন্দে ভাসি,
যাপিতেছে দিবস শর্ব্বরী। ৫৬২
যেন মর্ত্ত্যে ব্রজধাম সদা রাধা-কৃষ্ণ নাম,
সদা বহে প্রেমের লহরী। ৫৬৩
প্রতিদিন দিবাভাগে পড়িতেন অনুরাগে,
দাতাকর্ণ মধুযুগি ঘরে। ৫৬৪
গৃহ-পার্শ্বে আম্র ডালে বসি শুনে কুতূহলে,
কপি এক অতি ভক্তি ভরে। ৫৬৫
পাঠ শেষে কপিবর পর্শে পদ গদাধর,
পর্শে পুঁথি হ'য়ে নতশির। ৫৬৬
ভাব হেরি গদাধরে দাস্য ভাব কপিবরে,
ভাবে পশু হইল সুধীর। ৫৬৭
ক্রমে দিন বর্ষ গত ষষ্ঠ বর্ষে উপনীত,
পিতা যবে লীলা সম্বরিল। ৫৬৮
পিতৃশোকে গদাধর শোকাতুর নিরন্তর,
ভ্রাতৃদ্বয় কত প্রবোধিল। ৫৬৯

অষ্ট বর্ষে উপনীত হ'ল তাঁর উপবীত,
ব্রহ্মজ্ঞান-দীক্ষা সমাধান। ৫৭০
ধরি নব-কলেবর দশবিধ সংস্কার,
দেহ শুদ্ধি কারণ প্রধান। ৫৭১
উপেক্ষিয়া বংশ রীতি অনুসরি ধর্ম্ম নীতি,
উপদেশে হইয়া বধির। ৫৭২
ধাতৃ ঋণ শুধিবারে ব্রহ্মচারী নিজ করে,
অগ্রভিক্ষা লভিল ধর্ম্মীর। ৫৭৩
যবে হ'ল উপবীত ব্রহ্মদীক্ষা সমাহিত,
জন্ম হ'তে ব্রহ্ম জ্ঞান যাঁর। ৫৭৪
রামকৃষ্ণ হ'ল নাম মুখে নাম অবিরাম,
জ্ঞান অজ্ঞানের যিনি পার। ৫৭৫
ব্যাকরণ স্মৃতি তত্ত্ব পূজা পাঠ নিযমিত,
পূজা তবে শিখে গদাধর। ৫৭৬
পুরাণাদি শাস্ত্র কথা ভাগবত আদি গীতা,
লাহাঘরে শুনে বিপ্রবর। ৫৭৭
শুনে যাহা গদাধর শিখে যেন শ্রুতিধর,
স্মৃতিপটে রহে চিরাঙ্কিত। ৫৭৮
যাত্রা কীর্ত্তনের গীত রহে মনে চিরাঙ্কিত,
হাব ভাব অতি সুললিত। ৫৭৯
আহূত পণ্ডিতগণ করে শাস্ত্র বিচারণ,
লাহা গৃহে আদ্যশ্রাদ্ধ দিন। ৫৮০
শাস্ত্র অর্থ মীমাংসায মানে সবে পরাজয,
সমবেত পণ্ডিত প্রবীণ। ৫৮১
পাণ্ডিত্যের অভিমান শাস্ত্র-লব্ধ ভ্রম-জ্ঞান,
চূর্ণ করে শিশু গদাধর। ৫৮২

সর্ব্বলোকে ধন্য ক'য় জয় গদাধর জয়,
কহে সবে দৈব শ্রুতিধর। ৫৮৩
প্রধান পণ্ডিত যিনি সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত গণি,
মানি লয় সবে পরাজয়। ৫৮৪
বিশুদ্ধ অভ্রান্ত জ্ঞান প্রচারিল সর্ব্বস্থান,
দেশে দেশে সেই কথা কয়। ৫৮৫
কামার পুকুর গ্রামে চিনু শঙ্খকার নামে,
ছিল এক সাধু সদাশয়। ৫৮৬
ধর্ম্ম কর্ম্মে ছিল মতি দেব দ্বিজেতে ভকতি,
সত্য-নিষ্ঠ সরল হৃদয়। ৫৮৭
গদাই সরল চিত ভাবেতে হয়ে উন্মত্ত,
নেচে নেচে বলে হরিবোল। ৫৮৮
হরিনামামৃতমুখে হরিনামাঙ্কিত বুকে
সদাগীত সুধাহরিবোল। ৫৮৯
যারে হেরে বলে তারে পদ রেণু শিরে ধবে,
হরিবোল বলবে বদনে। ৫৯০
হৃদয় শীতল হবে হরি-রূপ নেহাবিবে,
র'বে সদা আনন্দিত মনে। ৫৯১
গদাধরে অতি প্রীতি চিনু-চিতে বহে মতি,
প্রাণ-পূবে করে ভক্তি তায়। ৫৯২
গর গর ভাবে ভোরা মনে যেন লয় গোরা,
আসক্তি প্রবৃত্তি নাহি যায়। ৫৯৩
সব তরু এক মত যথা হয় অনুমিত,
প্রবল ঝটীকা বহে যবে। ৫৯৪

৫৮০।৮৫ যিশুখৃষ্ট জেরুজেলামে ঐরূপ তর্কে পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করেন। (মার্ক)
৫৯৩। গৌরাঙ্গাবতার।

ভেদ জ্ঞান নাহি রয় সবে সম জ্ঞান হয়,
নির্ব্বিকার চৈতন্য সাগর। ৫৯৫
জীব শিব সম ভাব বিশিষ্টাদ্বৈত ভাব,
দ্বৈত ভাব না রহে তাঁহার। ৫৯৬
গদাধর চিদানন্দে সদা ভাসে প্রেমানন্দে,
তাই হেরে সমভাবে সবে। ৫৯৭
বুঝেছিল চিনু তাঁবে ভগবান স্বশরীরে,
আবির্ভূত কামারপুকুরে। ৫৯৮
তাঁর সনে সহবাস তাঁর সনে প্রেমাভাস,
তাঁর সনে জ্ঞান-জ্যোতি ফুরে। ৫৯৯
তাঁহাব পুণ্য পরশে চিনুতে শক্তি বিকাশে
পুলকিত তনু দরশনে। ৬০০
তুলসী ফুল চন্দনে পূজি বাতুল চরণে,
তোষে চিনু মিষ্টান্ন ভোজনে। ৬০১
চন্দন চর্চ্চিয়া ভালে ফুল মালা দিয়া গলে,
খাদ্য দ্রব্য করে নিবেদন। ৬০২
মাঠে গিয়া দুই জনে খেলে অতি সঙ্গোপনে,
"দাদা" বলি হয় অচেতন। ৬০৩
গদাধর "চিনিবাসে" হেরে যেন কীর্ত্তিবাসে,
মন তাঁহে রহে নিমগন। ৬০৪
কভু মাতি প্রেমোন্মাদে গায় গীত অবসাদে,
চিত যাহে করে আকর্ষণ। ৬০৫

৬০৩। সমাধি হওয়া।

৬০৪।৬০৫। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মন সহস্রারে লীন হয়। মহাভাবে প্রেমানন্দ উপস্থিত হয়।

প্রসিদ্ধ "আনুড" গ্রাম যথা "বিশালাক্ষী" ধাম,
সুবিদিত জাগ্রত দেবতা। ৬০৬
সেই দেবী দরশনে কতিপয় নারী সনে,
যায় দেব গদাধর তথা। ৬০৭
দশম বৎসর বয় পুলকিত সাতিশয়,
রজনী প্রভাতে করে মেলা। ৬০৮
দেড় ক্রোশ ব্যবধান হয় সেই দেবী স্থান,
পদব্রজে যেতে হ'ল বেলা। ৬০৯
মাঠের অনতিদূরে অপরূপ জ্যোতি হেরে,
ভাবাবেশে পড়িল ধরায়। ৬১০
বাহ্য জ্ঞান নাহি তাঁর চক্ষে বহে অশ্রুধার,
জীবে শিবে হয় সম্মিলন। ৬১১
সঙ্গি যত বামাগণ করে তাঁরে সচেতন,
করি বারি বদনে সিঞ্চন। ৬১২
হেরিয়া সচ্চিদানন্দে ভাসে মন প্রেমানন্দে,
গদায়ের বাহ্য জ্ঞান হরে। ৬১৩
সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবে বাহ্য জ্ঞান হরে,
যবে জীব আনন্দে বিহরে। ৬১৪
পূর্ণ মায়া আবরণে ঢাকে যবে চিদ্‌ঘনে,
তখনই জগতে ফেরে মন। ৬১৫
অপনীত ভাব যদা উঠিল বালক তদা,
"বিশালাক্ষী" করিতে দর্শন। ৬১৬
ভাবে হেরে চিণ্ময়ী মূরতি পাষাণময়ী,
পূজে তাঁরে দেব গদাধর। ৬১৭

৬১১। জীবাত্মা পরমাত্মার সংযোগ, ইহা যোগাবস্থার ফল।

৬১৫। মায়াই জড় জগৎ তাই জগতে মন নামিলে পরম ব্রহ্ম হইতে মন তফাৎ

কহে সঙ্গী বামাগণে জ্যোতির্ম্ময় দরশনে,
ভাব বশে ছিলাম বিভোর। ৬১৮
গদাধর বাল্যকালে সমবয়স্যের দলে,
যাত্রা গীত করে নানা মত। ৬১৯
বব বম্ বব বম্ ব'লে শিব সাজি বঙ্গ স্থলে,
গদাধর যবে উপনীত। ৬২০
শিব ভাব সমাবেশ নাহি বাহ্য জ্ঞান লেশ,
মহাযোগে যেন সমাসীন। ৬২১
সেই মত সমভাবে বাল-যোগী মহা ভাবে,
গদাধর রহে তিন দিন। ৬২২
বাহ্য জ্ঞান হ'ল যবে স্তব্ধ সবে শিব রবে,
যেন সবে হেরে শিবময়। ৬২৩
শিব শিব রাম রাম মুখে বলে অবিরাম,
ধরা যেন সদানন্দ ময়। ৬২৪

৬১৮। অতি বাল্যে সাধনের পূর্ব্বে গদাধরের জ্যোতি দর্শন হয়। কত কঠোর সাধনার পর তবে ভাগ্যবলে সাধক জ্যোতি দর্শনে অধিকারী হয।

৬১৯। সীতানাথ পাইনের বাটীতে যাত্রার সময়।

৬২৪। শিব সাজিযা আসরে নামিযা শিব ভাবে বিভোর হইযাছিলেন। তিন দিন বাহ্যজ্ঞান ছিল না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

একাদশকল্প।

কালীপূজাধ্যায়।

কালী-ভাব উদ্দীপনে পূজিবারে হ'ল মনে
আদ্যাশক্তি কালী জগন্মাতা। ৬২৫

আপন হৃদয়ে হেরে যেন শব শিরোপরে,
জ্যোতির্ম্ময়ী জগত প্রসূতা। ৬২৬

মিলি বালিকার দলে তাই খেলিবার ছলে,
কালীর প্রতিমা নিজে করে। ৬২৭

জীবন্ত শ্যামাপ্রতিমা সকলের মনোরমা,
নয়নেতে খেলিছে ভ্রূকুটী। ৬২৮

অধরে ঈষদ্ধাসী চমকে চপলা রাশি,
কটীতট অতি পরিপাটী। ৬২৯

ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি আয়োজন হ'ল যদি,
পূজা নিজে গদাধর করে। ৬৩০

বলি তরে পাখিদল আহরিল শিশুদল
গদাই আপনি দেয় বলি। ৬৩১

পূজা হয় বিধি মত পল্লিবাসী হেরে যত,
হয়ে তারা সবে কুতূহলি। ৬৩২

গদাই বালক দলে অমাবস্যা নিশা কালে,
কালী পূজা করে নিরজনে। ৬৩৩

বালক বালিকা যত　　　হয়ে সবে সম্মিলিত,
পূজা কার্য্য করে একমনে। ৬৩৪
নারীভাব উঠি অঙ্গে　　　সাজিযা নারীর সঙ্গে,
রমণী সুলভ হাব ভাবে। ৬৩৫
অলঙ্কারে বিভূষিত　　　নারী সম সঙ্কোচিত,
পূজা ত্যজি যায নারীভাবে। ৬৩৬
শুভ বরণের আশে　　　সম্মিলিত দেবী পাশে,
পল্লীবাসী যত কুলবালা। ৬৩৭
কেহ হাতে লয়ে ঝারি　　　পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে করি,
কেহ লয়ে বরণের ডালা। ৬৩৮
পদাধর নারী বেশে　　　দাঁড়ায়ে দেবীর পাশে,
চামর ঢুলায ভাবাবেশে। ৬৩৯
কালীপদকোকনদে　　　চিত্ত ডুবে অবসাদে,
দেহ জ্ঞান নাহি রহে শেষে। ৬৪০
কালী মূর্ত্তি সচেতন　　　করি কর প্রসারণ,
যেন করে ক্রোড়েতে স্থাপন। ৬৪১
ক্রমে ভাব প্রশমিত　　　ভাবেতে গাইল গীত,
গীতে মুগ্ধ সমবেত জন। ৬৪২

৬৪০। মহাভাবে প্রেমানন্দ উপজিত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

দ্বাদশকল্প।

পৌগণ্ডলীলাধ্যায়।

ষোড়শ বৎসর যবে প্রৌঢ়া প্রতিবাসী সবে,
অতি প্রীত গদাধের গীতে। ৬৪৩

সদা তারা সযতনে লয়ে তাঁরে নিরজনে,
শ্রীচরণ পূজে ভক্তি যুতে। ৬৪৪

শ্রীপদ পূজিবে যবে ভাবেতে মজিয়া রবে,
মহাভাবে রহে জ্ঞান হারা। ৬৪৫

তদা প্রেম উপজিয়ে প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে,
হেরে যেন প্রেমে ভাসে ধরা। ৬৪৬

তাই তারা রস ভাসে প্রেমের তুফানে ভাসে,
প্রেম তরি নাবিক গদাই। ৬৪৭

প্রেমেতে করে চুম্বন প্রেমে করে আলিঙ্গন,
গৌর-প্রেমে যেমন নিতাই। ৬৪৮

সুবর্ণ বণিক শ্রেষ্ঠ সীতানাথ বয়োজ্যেষ্ঠ,
গদায়েরে জানিয়া গৌরাঙ্গ। ৬৪৯

লয়ে তুলসী চন্দনে পূজে রাতুল চরণে,
চন্দনে চর্চ্চিল চারু অঙ্গ। ৬৫০

'কভু করে করে ধরে ভাবে ভাবে নৃত্য করে,
শ্রীমুখ হেরিয়া সব ভুলে। ৬৫১

কভু হবি হরি ব'লে নৃত্য করে কুতূহলে,
আবেশেতে উর্দ্ধে বাহু তুলে। ৬৫২
হেবিলে নয়ন দুটী মনে হয় মায়া কুটী,
দাবা পুত্র প্রিয় পবিজন। ৬৫৩
মায়া পাশ কাটিবারে নিবজনে লয়ে তারে,
ভব মুক্তি কবে আকিঞ্চন। ৬৫৪
সীতনাথ-অষ্ট কন্যা পিতৃঘরে রহে ধন্যা
সকলে সম্প্রীতি সদা রহে। ৬৫৫
সবে শুদ্ধা প্রেমময়ী রূপের লাবণ্যময়ী,
গদাধরে সবে প্রীতা রহে। ৬৫৬
রুক্মিণী প্রেমিকা বাধা গদাধরে মন বাঁধা,
ষোড়শী যুবতী সাধ্বী সতী। ৬৫৭
গদাধরে প্রেম রতি প্রেমেতে বিভোরা অতি,
করে তারে প্রেমের আরতি। ৬৫৮
হেরে যেন প্রেমময় শুদ্ধ সত্ব গুণ ময়,
প্রেমের লহরী সদা রহে। ৬৫৯
নয়নে নয়নে হেরে মানসে নিদিধ্যাসনে
মূর্ত্তি জাগরূক হৃদে রহে। ৬৬০
গৃহ কর্ম্ম সবে করে মন রাখি গদাধরে,
শয়নে স্বপনে চিন্তা তার। ৬৬১
গদাধর ইষ্ট জ্ঞান লইতার ভগবান,
সেই তার হৃদয়-আধার। ৬৬২
কমনীয় অনুরাগে সুরঞ্জিত প্রেম-রাগে,
মানস সরোজে সদা পূজে। ৬৬৩

৬৫৪। রামকৃষ্ণ দেবকে প্রতিবাসিনীগণ ভগবান বিশ্বাসে তাঁহার নিকট মুক্তিলাভ, যাচ্ঞা করেন।

কভু কুসুমের হারে কণ্ঠ বিভূষিত করে,
ঐরাবত শোভে যেন ব্রজে। ৬৬৪
রমণীয় মানোহারী সুধা সঙ্গীত লহরী,
পরশিল শ্রবণ বিবরে। ৬৬৫
মুগ্ধ হরিণীর মত যুবতী রমণী যত,
অবিরত পুলকে শিহরে। ৬৬৬
চঞ্চল চরণে ধায় নুপূর বাজিছে পায়,
অলক্তক চিহ্ন পথে রহে। ৬৬৭
অগুরু মাখিয়া গায় কেহ দ্রুত পদে ধায়,
সুবাস পবনে মিশি বহে। ৬৬৮
দ্রুত পদ সঞ্চারণে শ্লথ কবরী বন্ধনে,
খসে পড়ে মুকুতার হার। ৬৬৯
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা দ্রুত ধায় কোন বালা,
স্তবকে কুসুম খসে তার। ৬৭০
সমারূঢ় গদাধর দোল মঞ্চ মনোহর,
কুসুম ভূষণে বিভূষিত। ৬৭১
দোল রজ্জু আকর্ষণ করে যত বামাগণ,
পুলকিত হরষিত চিত। ৬৭২
আবির কুঙ্কুম সনে হোলি খেলে নিরজনে,
প্রেমানন্দে ভাসিল ধরণী। ৬৭৩
বামাগণ প্রীত মনে বসাইল সযতনে,
গদায়ের পার্শ্বেতে রুক্মিণী। ৬৭৪
গদাধর ভাবে ভোলা যেন করে কৃষ্ণ লীলা,
কৃষ্ণ প্রেম বিলায় গদাই। ৬৭৫
রমণী গোপিনী ভাবে কৃষ্ণ প্রেম অনুভবে,
প্রীতি রসে বিহরে সবাই। ৬৭৬

শ্রীঅঙ্গে ভাবের রেখা   কত ভাব যায় দেখা,
ভাবেতে ভাবের খেলা হয়। ৬৭৫
ভাবময় গদাধর   ভাব-রাজ্যে নিরন্তর,
ভাবেতে বিচরে বিশ্বময়। ৬৭৬
সঙ্গীত সুধালহরী   মন প্রাণ লয় হরি,
বামাকণ্ঠে যবে হয় গীত। ৬৭৭
বিভোরা সঙ্গীত রাগে   শুদ্ধাপ্রীতি অনুরাগে,
মাতে সবে গীতে সুললিত। ৬৭৮
সুমধুর মধু মাসে   পূর্ণ শশী নীলাকাশে,
রাস লীলা হয় সমাধান। ৬৭৯
সুন্দর মধুর ভাবে   কামিনী লইয়া সবে,
ব্রজ লীলা কবে অবসান। ৬৮০
সীতানাথ অন্তঃপুরে   রমণীব বেশ ধ'রে,
গদাধর সাধে নারী-লীলা। ৬৮১
নাবী-লীলা সাধনায   কাম হয পরাজয,
ক্রোধ রিপু হৃদে সম্বরিলা। ৬৮২
সদা অন্তঃপুবে বাস   নারী সনে বস ভাষ,
নাবী সনে করে জল খেলা। ৬৮৩
শূন্য কুম্ভ কক্ষে করি   চলে আনিবারে বারি,
নিতম্বেতে পরিয়া মেখলা। ৬৮৪
বস্ত্রে মুখ আবরণ   মন্থর গতি গমন,
পরিধৃত সুন্দর ভূষণ। ৬৮৫
কবরী বন্ধন ফুলে   বত্ন হার গলে দোলে,
হাব ভাব নাবী সুশোভন। ৬৮৬
অঙ্গে মাখা অঙ্গরাগ   চিতে সদা অনুরাগ
হাব ভাব চিত্ত বিনোদন। ৬৮৭

সদা কৃষ্ণ অনুরাগী বিষয় বাসনা ত্যাগী
কৃষ্ণগত তাঁর দেহ মন। ৬৮৮
নারী-প্রেম মধুময় তাই নারী ভাব হয়
পুরুষের ভাব হৃদে লয়। ৬৮৯
পুরুষ প্রেমের বশ রমণী চিত সরস
চিত ভরা মধু তাহে র'য়। ৬৯০
নারীর ভাবে গদাই গুপ্তভাবে সাধে তাই
রমণীর মধুর সাধনা। ৬৯১
অকপট সাধনায় প্রেম মুকুলিত তা'য়
কৃষ্ণ-ভাব হৃদে উদ্দীপনা। ৬৯২
নারী ভাব সংসাধিয়া সে সাধন উদ্‌যাপিয়া,
সাম্য ভাব করেন সাধনা। ৬৯৩
সর্ব্ব জীবে সম জ্ঞান নাহি তাঁর অভিমান,
জীব শিব একই ধারণা। ৬৯৪
যতন করিয়া দেবী শ্রদ্ধা সহ সদা সেবি,
ভক্তি উৎস হৃদে বহমান। ৬৯৫
সে হৃদয় সিংহাসন পবিত্র দেব আসন,
নারায়ণ যাহে অধিষ্ঠান। ৬৯৬

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

ত্রয়োদশ কল্প।

——§✻§——

ব্রহ্মজ্ঞানাধ্যায়

ব্রাহ্মণী "বৃন্দার" মাতা গদাধরে অতি প্রীতা,
সতত তাঁহার সেবা রতা। ৬৯৭

নিজাপত্য নির্ব্বিশেষে অতিশয় ভালবাসে,
সদাই তাঁহার অনুগতা। ৬৯৮

অন্ন ব্যঞ্জনাদি কত পায়েসাদি নানামত,
নিজ হস্তে করিয়া বন্ধন। ৬৯৯

প্রস্তুত করিয়া যত সুমিষ্ট পিষ্টক কত,
গদাধরে করান ভোজন। ৭০০

মাতৃভাবে সেবি তারে উদ্ধারিলে ব্রাহ্মণীরে,
জনম সফল হ'ল তার। ৭০১

পূজা জপ উপাসনা দেব দেবী আরাধনা,
গদাধর পদ মাত্র সার। ৭০২

যেমতি বর্ষিত বারি উচ্চ ভূমি পরিহরি,
নিম্ন স্থান করে অধিকার। ৭০৩

তেমতি ভকত চিত সর্ব্ব গুণ সমন্বিত
হয বিভু করুণা আধার। ৭০৪

সঞ্চিত সলিল চযে ভূমি যথা সিক্ত রহে,
উর্ব্বরতা শক্তি সমাহিত। ৭০৫

সেই সে আদি শকতি যিনি পরমা প্রকৃতি,
যাহাঁতে জগত প্রতিষ্ঠিত। ৭০৬

নিহিত যে বীজ র'য় তাহাতে অঙ্কুর হয়,
শস্য শেষে ফলে সুপ্রচুর। ৭০৭
পতঙ্গ মূষিক কত খায় শস্য অবিরত,
চাষি শেষে লভে সুপ্রচুর। ৭০৮
সূত্রধর শূদ্র জাতি সমাজেতে হেয় অতি,
"ক্ষেতির মাতা" সেই বংশ জাত। ৭০৯
সরল হৃদয়া অতি দেব দ্বিজে ভক্তিমতী,
গদাধরে করে প্রণিপাত। ৭১০
নিবেদিবে আশা করে মিষ্টান্নাদি দিয়া তাঁরে,
ফল মূল করি আহরণ। ৭১১
নিজে অতি হীন জাতি না হয় সাহস অতি,
খাদ্য দ্রব্য করিতে অর্পণ। ৭১২
"শঙ্করী" বিনয় করি কহে হাত জোড় করি,
"করিবে কি পাতকী উদ্ধার ? ৭১৩
অতি যত্নে ছুতোরিণী তব তরে গুণমণি।
আহরিল সুমিষ্ট আহার। ৭১৪
সাধ এই চিতে তার দিয়া পূজা উপহার,
পূজে দেব কুটীরে তাহার"। ৭১৫
ভক্ত-বাঞ্ছা-পূর্ণ কারী দেব গদাধর হরি,
সুখে ভুঞ্জে সুমিষ্ট আহার। ৭১৬
জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে নিজ সুকৃতির বলে,
সরল হৃদযা নীচ জাতি। ৭১৭
নররূপী গদাধরে পাইয়া নিজ কুটীরে,
কৃতার্থা হইলা শুদ্ধামতি। ৭১৮
"শ্রীরামমল্লিক" সনে অবস্থান একাসনে,
তার সনে সদা সহবাস। ৭১৯

৭১৩। শঙ্করী ধনী কামারিণীর ভগ্নি

অতি প্রীতি দুই জনে সদা বাস নিরজনে,
প্রেমালাপ স্নেহের সম্ভাষ। ৭২০
জাতির বিচার প্রথা উচ্চ নীচ ভাব তথা,
পূর্ণ জ্ঞানে না পায় আশ্রয়। ৭২১
সাম্যভাব দেখাবারে যাঁর আসা এ সংসারে,
ভেদ জ্ঞান তাঁহার না র'য। ৭২২
এক বৃন্তে দুটী ফুল কেহ সূক্ষ্ম কেহ স্থূল,
কেহ দেব কেহ নবরূপ। ৭২৩
গুহক চণ্ডাল যথা ছিল শ্রীরামের মিতা,
তথা দোঁহে যেন অনুরূপ। ৭২৪
কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী পরব্রহ্ম অনুরাগী,
পাদাধ্বন্ন পরম বৈরাগী। ৭২৫
যেন শ্বেত শত দল ঢল ঢল পরিমল,
সদা আদ্যাশক্তি অনুরাগী। ৭২৬
শ্রীরাম সংসার পাতি খেলিল সে দিবারাতি,
তৃপ্ত নহে সংসার খেলায়। ৭২৭
সংসার বন্ধন যত ছিন্ন হ'ল রীতি মত,
তথাপি না তৃপ্ত বাসনায়। ৭২৮
ইচ্ছাময়ী ইচ্ছাবশে খেলিছে সবে আবেশে,
বঁড়সিতে বদ্ধ মীন সম। ৭২৯
যে দিকে ফিরাও তুমি সেই দিকে ফিরি আমি,
শকতি তোমার অনুপম। ৭৩০
তাই বলি ওমা তুমি ! আমাতে নহি মা আমি,
দাস হযে খেলি এসংসারে। ৭৩১
খেলা যবে ফুরাইবে তব কোলে উঠাইবে,
এই দয়া ক'রো সন্তানেরে ? ৭৩২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

চতুর্দ্দশকল্প।

আসন সিদ্ধি ও হবি সাধনা।

পদ্মাস্যের বাল্য লীলা অবসান হ'ল খেলা,
সাধনা করিতে চিত হয়। ১৩৩

হৃদয়ে না রহে শান্তি সংসারেতে হয় ভ্রান্তি,
প্রাণ আকুলিত সদা র'য়। ১৩৪

একদা সন্ন্যাসী যত হয় আসি সমবেত,
লাহাদের সদাব্রত স্থানে। ১৩৫

সমাগত সাধু যত নিজ পন্থা অনুমত,
ধ্যানে বসে বিবিধ আসনে। ১৩৬

মিলি তথা সাধু সনে বসে দেব যোগাসনে,
আঁখিদ্বয় অর্দ্ধ নিমীলিত। ১৩৭

মেরুদণ্ড সমুন্নত হস্ত পদ একত্রিত,
যেন দেহ একত্র জড়িত। ১৩৮

জ্ঞান নাড়ী জাগরিত সুষুম্না প্রসারিত
মূলে শিরে রহে বিস্তারিত। ১৩৯

অন্তর্বায়ু প্রবাহনে প্রাণ বায়ু সংযমনে
কুম্ভকের যোগ সমাহিত। ১৪০

মন তদা নিম্নভূমি যায় চলি অতিক্রমি
নিম্নস্তরে না করে দর্শন। ১৪১

হৃদয দ্বাদশ দলে   যায় ছাড়ি অবহেলে
কণ্ঠেতে শক্তির আবাহন। ৭৪২
ক্রমে ব্রহ্ম দবশন   নিবাত নিষ্কম্প মন
জ্ঞানবাগ সাগরে বিকাশে। ৭৪৩
অমৃত সাগর জল   শান্তি রহে অবিরল
অমরত্ব তাহাব পরশে। ৭৪৪
হেবিযা আসন তাঁর   হয় সবে চমৎকার,
অস্থি তাঁব যেন নাহি দেহে। ৭ ৪৫
প্রাণায়াম কবে যবে   স্পন্দ হীন রহে তবে,
সহস্রাবে প্রাণ বায়ু বহে। ৭৪৬
জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে   কিম্বা সাধনার বলে,
সাধক আসনে সিদ্ধ হয। ৭৪৭
গদ্দাই কি দৈব বলে   অথবা সিদ্ধাই ফলে,
সর্ব্বাসনে সিদ্ধ হস্ত র'য। ৭৪৮
জপ তপ নাম বিনে   গদ্দাধর ল'য মনে,
কিসে নব হইবে উদ্ধাব। ৭৪৯
হবি নাম স্বর্ণ তরি   উত্তবিতে নর নারী,
অকুল সাগব ভব পাব ৭৫০
নর নাবী মুক্তি তবে   সদা আকুল অন্তবে,
ডাকে অদ্যাশক্তি অনিবাব। ৭৫১
"কোথা গো মা শক্তিদাত্রি!   শক্তি দে মা ভবধাত্রি!
হরিনাম সুধা বিলাবাব"। ৭৫২
লযে নিজ দল বল   মৃদঙ্গাদি করতাল,
হরি নামে মাতাইলা সবে। ৭৫৩
হরি প্রেমে মাতোযারা   হবি নাম মুখ ভরা,
হরি সংকীর্ত্তন করে যবে। ৭৫৪

পল্লিবাসী ঘরে ঘরে ফিরি হরি নাম করে,
নামে জাগে স্থাবর জঙ্গম। ৭৫৫

হরিনামে সচেতন যত নর নারীগণ,
হরিনাম অমৃতের সম। ৭৫৬

হরি প্রেমে মেতে অতি আসে জীবে শুদ্ধাভক্তি,
যুগ ধর্ম্ম ভক্তি মাত্র সার। ৭৫৭

শুদ্ধাভক্তি উপজিলে হৃদয় দ্বাদশদলে,
নেহারিবে চরণ তাঁহার। ৭৫৮

হরি প্রেমে মাতাইয়া দেব কার্য্য সংসাধিয়া,
যায় দেব শাস্ত্র অধ্যয়নে। ৭৫৯

কলিকাতা নগরীতে আসি ঝামা পুকুরেতে,
রহে দেব শাস্ত্রানুশীলনে। ৭৬০

তথা জ্যেষ্ঠ সহোদর **রাম কুমার** গুণাকর,
প্রতিষ্ঠিয়া রহে চতুস্পাঠী। ৭৬১

করে শাস্ত্র অধ্যাপন ন্যায় আদি ব্যাকরণ,
নিত্য পাঠ লয় কত পাঠী। ৭৬২

বয়ক্রম বর্ষ্ঠদশে প্রভু প্রবাসেতে আসে,
শাস্ত্র পাঠ তথা আরম্ভিতে। ৭৬৩

উপার্জ্জন-বিদ্যাতরে প্রভু অনাদর করে,
তাহে রতি নাহি হয় চিতে। ৭৬৪

যুগ-ধর্ম্ম শিখাইতে অবতীর্ণ এ ধরাতে,
সর্ব্ব ধর্ম্ম করিয়া সাধনা। ৭৬৫

তাই বাল-লীলা করে কি সাধনা হবে পরে,
ছায়া তার করেন কল্পনা। ৭৬৬

৭৫৮। হৃদয় দ্বাদশদলে—হৃৎপদ্মে। হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয় ইহা বলা হইল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

পঞ্চদশকল্প।

শাস্ত্রাধ্যায়নাধ্যায়।

কি পাঠ পড়িবে প্রভু পড়িতে কি বাকী ?
জ্ঞান শিক্ষা শাস্ত্র পাঠে
বিদ্যা কি বিকায় হাটে ;
পরা বিদ্যা সাধনার ফল। ৭৬৭

অবিদ্যা সাধনে হয় অর্থ উপার্জ্জন,
শাস্ত্র ব্যবসায় যাহা,
পরা বিদ্যা নহে তাহা ,
তাহে মাত্র আর্থিক সম্বল। ৭৬৮

জ্যেষ্ঠের টোলেতে দেব আরম্ভিল পাঠ,
যাহা কিছু প্রয়োজন,
করিলেন অধ্যয়ন ,
শ্রুতি মাত্র স্মৃতির উদয়। ৭৬৯

দশবিধ কর্ম্মতরে শিক্ষা প্রয়োজন,
ন্যায় আদি ব্যাকরণ,
জ্যোতিষের প্রকরণ ;
ব্রতআদি কর্ম্ম শিক্ষা হয়। ৭৭০

শাস্ত্র শিক্ষা ত্যজি শেষে করেন পূজন,
পূজা, সুপদ্ধতি মত,
স্তব স্তোত্র কণ্ঠগত ;
যেন সব গাঁথা স্মৃতিপটে। ৭৭১

উষ্কিতা ভক্তির বশে স্তব প্রণোদিত
দেব দেবী জাগরিত,
সদা মন প্রফুল্লিত ,
যেন আঁখি রহে সন্নিকটে। ৭৭২

চাল কলা উপার্জ্জনে নহে অভিরুচি।
কাল কাটাবার তরে,
নিত্য পূজা করি ফেরে,
কাল বশ জীব নাম ধারী। ৭৭৩

কালের নিযন্তা যেই সেই কাল বশ।
তাই কাল কাটাবাবে,
ফিরে প্রভু দ্বারে দ্বাবে ;
কাল বশে যেমতি ভিখাবী। ৭৭৪

সেই ধন্য যার বাটী কবেন পূজন।
নাথের বাগানে গিযা
পূজা কার্য্যে নিয়োজিয়া,
কিছু কাল কাটান তথায। ৭৭৫

গোবিন্দ চাটুয্যে বাটী ঝামাপুকুরেতে,
তথা বাসস্থান পাতি
নানা স্থানে গিযা নিতি ,
নিত্য পূজা সাধেন লীলায। ৭৭৬

আশৈশব পরিচিত তথা গদাধর,
পল্লিবাসী নারীগণ,
ভাবি যেন নিজ জন ,
অকুণ্ঠিত ছিল সর্ব্বক্ষণ। ৭৭৭

নিঃসঙ্কোচে সবা সনে ছিল সদালাপ,
কুমারী যুবতী কিবা,
প্রৌঢা বৃদ্ধা রহে যেবা,
অবাধেতে তথায় গমন। ৭৭৮

পল্লীবাসী হিত তরে সদা নিযোজিত,
সতত মধুর হাসে,
সদাই প্রেম সম্ভাষে,
সর্ব্বপ্রিয় সবল হৃদয। ৭৭৯

আকুমার ব্রহ্মচারী সত্যনিষ্ঠাবান,
তেজপুঞ্জসমন্বিত,
রিপুদল পরাজিত,
সদাচাবী দেবতা তন্ময। ৭৮০

সদানন্দ প্রেমোল্লাসে উল্লসিত মন,
আচাণ্ডালে সমভাব,
নরনারী একভাব,
কুমারী, যুবতী, বাল, যুবা। ৭৮১

সুকণ্ঠেতে পদাবলী অতি সুললিত,
গীতে চিত আকর্ষিত,
প্রাণ মন সমাহিত,
ভক্তি উদ্দীপনকারী কিবা। ৭৮২

অনুপম রূপরাশি কিবা মনোরম।
সুন্দর সুঠাম কিবা,
সুতপ্ত কাঞ্চন আভা,
রমনীর মন হরে লয়। ৭৮৩

সরাট বিরাট আত্মা যাঁর অন্তর্ভূত,
পূর্ণ বোধে যাঁর বোধ,
যাহাঁতে নাহি অবোধ,
বোধাবোধ তাঁহাতেই লয়। ৭৮৪

সর্ব্বজীবে সমদর্শী আত্মজ্ঞানী জন,
তাই সবে সম ভাবে,
নর নারী কিবা জীবে,
আত্মভাবে করেন দর্শন। ৭৮৫

পদ্দাশ্রয়ে সমাদরে পল্লীবাসী জন,
নিরজনে রামাগণ,
করে তাঁরে আবাহন,
শুনিবারে দেহ-তত্ত্ব গান। ৭৮৬

কেহ শুনে হয় মুগ্ধ ভক্ত-পদাবলী।
কেহ বা কীর্ত্তন গীত,
শুনে হয় বিমোহিত,
কেহ তৃপ্ত হয় ভজনেতে। ৭৮৭

আধার যেমতি যার তেমতি ধারণা,
যে ভাবে ভাবিত জন,
আকৃষ্ট তাহার মন,
মুগ্ধ যথা হরিণী সঙ্গীতে। ৭৮৮

একেত ব্রাহ্মণ তায় সরল বালক।
রূপের নাহিক তুল,
কেবা তাঁর সমতুল,
গদাধর দেবতা আকার। ৭৮৯

সরল রমণী-চিত আকর্ষিত তা'য,
সুমার্জ্জিত লৌহ যথা,
চুম্বুকেতে আকর্ষিতা,
বিদ্যাবামা তেমতি প্রকার। ৭৯০

সর্ব্বজনে নিজভাবে করে আচরণ,
কেহ হেরে ভ্রাতৃভাবে,
কেহ পূজে পিতৃভাবে,
কেহ হেরে স্নেহের নয়নে। ৭৯১

সমুদয় পল্লীবাসী বিরাট সংসার,
তাই কবে গদাধর,
যাতায়াত নিরন্তর,
সঙ্কোচ কভু না রহে মনে। ৭৯২

প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ অবশ্য সম্ভব,
ধরিয়া নরের দেহ,
এড়াতে কি পারে কেহ,
সংস্কার আজন্ম সঞ্চিত ? ৭৯৩

দেব-ভাব উদ্দীপন সংস্কার বশে,
দেব-ভাব রক্ষাতরে,
নিজে নিত্য পূজা ক'রে,
সকলের ঘরেতে ফিরিত। ৭৯৪

লক্ষ্যত্যক্ত শর যথা প্রারব্ধ করম,
নাহিক শকতি কা'র,
প্রত্যাহৃতে শর তা'র,
পরিত্যক্ত লক্ষ্যের সন্ধানে। ৭৯৫

বুঝিতে প্রারব্ধ কর্ম্ম নাহি সাধ্যকার,
সঙ্কল্প সিদ্ধির তরে,
বদ্ধজীব সদা ঘোরে,
জন্ম মৃত্যু তাহারই কারণে। ৭৯৬

সঙ্কল্পের নাশ হয় বিকল্প উদয়ে,
পরশে পরশ মণি,
লৌহ স্বর্ণ হয় গণি,
শুদ্ধ জ্ঞান পরশ রতন। ৭৯৭

ভগবান দরশনে পূর্ণজ্ঞানোদয,
প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ,
দেহেতে হয় সম্ভোগ,
সেই ভোগ স্বায়ত্ব শাসন। ৭৯৮

সেই তরে দেব ইচ্ছা হয সম্পূরণ,
নিত্য নব নব ঘরে,
কভু মিত্রদের পুরে,
দেব পূজা করিত সাধন। ৭৯৯

এইরূপে কোন ভাবে কেটে ছিল কাল,
প্রবল রিপুর দাপে,
জীবগণ সবে কাঁপে,
প্রবৃত্তি পাশব আচরণ। ৮০০

পবিচিত সহবেতে "রাজা দিগম্বর,"
প্রখর বুদ্ধির বলে,
জন্মার্জিত কর্ম্মফলে,
স্বনামেতে ধন্য মিত্রবর। ৮০১

বহু অর্থ উপার্জ্জনে ধনিক প্রবর,
জমিদারী কবি ক্রয়,
লক্ষাধিক আয় হয,
আয়ে আয বৃদ্ধি নিরন্তব। ৮০২

ইংবাজি বিদ্যায তদা ছিল মুখপাত্র,
বিদ্যাশিক্ষা শিখাবারে,
দান ছিল অকাতরে,
ছাত্রাবাস চিকিৎসা আলয। ৮০৩

সবল চরিত্রবানে ভালবাসা তাঁর,
তাই গদাধরে প্রীতি,
ভালবাসিতেন অতি,
ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল মাখা তাঁয। ৮০৪

অন্দবেতে গদাধরের প্রবেশাধিকাব,
পূজা পর্ব্বে নারীগণ,
বহে তৃপ্ত অণুক্ষণ,
জানে দেবে লয, পূজা তাঁর। ৮০৫

—

৭৯৭-৯৮। জ্ঞানোদয়ে বাসনার নাশ হয়, তাই সিদ্ধ ব্যক্তির কর্ম্মফলে প্রতি লক্ষ্য থাকে না।

৭৯৯। নর দেহ ধারণ করিয়া কর্ম্মফল ভোগের জন্যই তাঁহার পূজা পাঠ।

৮০০। অজ্ঞানে অর্থাৎ দেহ-বুদ্ধি থাকিলে রিপুগণ কর্ম্মভোগের সহায়তা করে।

৮০১। রাজা দিগম্বর মিত্র ঝামাপুকুরে বাস করিতেন তাঁহারই পৌত্র বর্ত্তমান কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর।

গদাধরের পূজা পাঠ অদ্ভুত কথন,
দেব দেবী অচেতন,
পূজাবশে সচেতন,
লয় পূজা সাদরে তাঁহার। ৮০৬

প্রাণ হারা গীতে তাঁর মুগ্ধ মিত্রবর,
মুগ্ধ প্রতিবাসী যত,
মুগ্ধ নর নারী কত,
গীতে চিত করে আকর্ষণ। ৮০৭

সাধকে সঙ্গীত হয় প্রধান সাধনা,
কাঁপাইয়া মুলাধারে,
উঠি হৃদে স্তরে স্তরে,
সহস্রারে সুধা বরিষণ। ৮০৮

সুললিত গীতে মুগ্ধ হরিণী যেমন,
গীত-ধ্বনী লক্ষ করি,
বনান্তর পরিহরি,
উপনিত গায়কের স্থান। ৮০৯

অচঞ্চল ভুজঙ্গম সঙ্গীতে যেমন,
চঞ্চলতা পরিহরি,
উগ্রব্যালী বিষধরী
হারায় সঙ্গীতে নিজ প্রাণ। ৮১০

লোক শিক্ষা হেতু দেব সাধিলা সাধন,
সাধনের আয়োজন,
অচিরাৎ প্রয়োজন,
তাই সে বিপুল আয়োজন। ৮১১

দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত মন্দির।
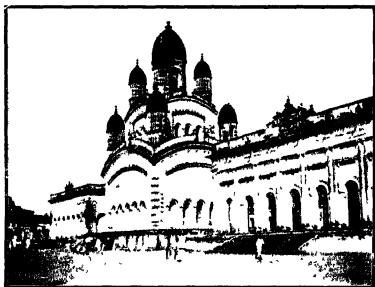
তীর্থ পর্য্যটনে রাণী করে আয়োজন,
বজবা পিনেশ যত,
বহ সবে সুসজ্জিত,
প্রবাস উচিত আহরণ। ৮১২

যাত্রিকের শুভদিন রজনী প্রভাতে,
পুণ্যতীর্থ পর্য্যটনে,
হৃষ্ট পুরবাসী জনে,
বহে সুখ নিদ্রায় মগন। ৮১৩

সুখ শুকতারা ভাসে পূরব গগনে,
হেথা দাস দাসী যত,
হয়ে সবে ত্বরান্বিত,
সুখ শয্যা ত্যজিছে তখন। ৮১৪

হেবিল স্বপনে তদা বাণী রাসমণি,
নবীন সন্ন্যাসী বর,
গৌব কান্তি মনোহব,
পুণ্য তেজপুঞ্জ সমন্বিত। ৮১৫

সত্ত্বগুণ বিভূষিত সন্ন্যাসীব বেশে.
শান্তভাবে সম্ভাষিযা,
কহে তদা বিনোদিয়া,
'তীর্থ পর্য্যটনে কেন চিত ? ৮১৬

অই দেখ শ্যামামূর্ত্তি সম্মুখে তোমার।
ফিরিযা তোমার সনে,
তাড়িছে বিপদ গণে,
জাগরণে স্বপনে শবণ। ৮১৭

তাঁরে ত্যজি প্রবাসেতে কি ফল এমন ?
কাশীতীর্থ পর্য্যটন,
নহে এবে প্রয়োজন ;
তরণিতে কি কাজ ভ্রমন ?" ৮১৮

প্রভাতে উঠিয়া রাণী প্রচারে আদেশ,
"ফিরাও নাবিকগণ,
নাহি তরি প্রয়োজন ,
আন হেথা ডাকিয়া মথুর। ৮১৯

দেবালয় তরে স্থান ভাগীরথী তীরে,
যত কর্ম্মচারীগণ,
করিবেক অন্বেষণ ,
অর্থ ব্যয় করিব প্রচুর। ৮২০

গঙ্গার প্রতীচীকুলে স্থান প্রয়োজন,
গঙ্গার পশ্চিম কুল,
বারাণসী সমতুল ,
তথা স্থান কর অন্বেষণ ? ৮২১

স্বপ্নদৃষ্ট ব্রাহ্মণের করিবে সন্ধান,
যদি কভু ভাগ্য বলে,
সেই ব্রাহ্মণেরে মিলে ,
মনোরথ সুসিদ্ধ তখন।" ৮২২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

ষোড়শকল্প।

দক্ষিণেশ্বরের দেবালয় প্রতিষ্ঠাধ্যায়।

মাড-কুল-ধন্যা দাসী রাণী রাসমণি,
জাহ্নবীর পূর্ব্ব তীরে,
নগরী দক্ষিণেশ্বরে,
প্রতিষ্ঠিলা কীর্ত্তি দেবালয়। ৮২৩

কলিকাতা নগরীর উত্তরে স্থাপিত,
তিন ক্রোশ ব্যবধান,
অতীব সুরম্য স্থান,
সদাব্রত সাধুর আলয়। ৮২৪

পদ প্রক্ষালিয়া বহে পূত ভাগীরথী,
সুন্দর সোপান শ্রেণী,
উপরে শোভে চাঁদনি,
স্নানার্থীর বিশ্রাম ভবন। ৮২৫

সোপানের দুই পার্শ্বে উন্নত প্রাকার,
সুদৃঢ় সুন্দর কায়,
ক্ষুভিত তরঙ্গ তায়,
উত্তর দক্ষিণে প্রসারণ। ৮২৬

প্রাকারের উচ্চদেশে পথ প্রসারিত,
পথের উভয় পার্শ্বে,
রোপিত চিত্র আদর্শে ,
কুসুমের বৃক্ষ নানা জাতি। ৮২৭

কাঞ্চন চম্পক তরু কুরুবক শ্রেণী,
ঝুমুকা মাধবী লতা,
করবী অপরাজিতা ,
স্থল পদ্ম জবা রক্ত ভাতি। ৮২৮

চাঁদনীর দুই পার্শ্বে পথপ্রান্তস্থিত,
দ্বাদশ শিব মন্দির,
প্রসারি উন্নত শির ,
প্রতিষ্ঠিত গঙ্গার সৈকতে। ৮২৯

মন্দিরের পরপারে বিস্তৃত চত্বর,
ইষ্টকেতে সুনির্ম্মিত
দিক ত্রয় পরিবৃত ,
সপ্রকোষ্ঠ প্রশস্ত কক্ষেতে। ৮৩০

অঙ্গনের মধ্যদেশে শোভিছে বিশাল—
সুন্দর মন্দির দ্বয়,
প্রসারি বিরাট কায ,
দর্শকের চিত্ত মুগ্ধকারী। ৮৩১

বাম পার্শ্বে পশ্চিমাস্য বিষ্ণুর মন্দির,
সম্মুখে সোপানচয়,
ঊর্দ্ধস্থিত কক্ষদ্বয ,
তলদেশ মর্ম্মর বিস্তারি। ৮৩২

সম্মুখে রজতাসনে মূর্ত্তি রাধা-কৃষ্ণ,
যুগল মূরতি কিবা,
কারুকার্য্য তাহে যেবা,
ভক্ত-চিত হয় বিনোদন। ৮৩৩

দক্ষিণে ভবতারিণী-মন্দির স্থাপিত,
নব রত্ন শীর্ষ যুত,
বিমানেতে সমুত্থিত,
দক্ষিণাস্য মর্ম্মর সোপান। ৮৩৪

মন্দিরের বহির্দ্দেশে প্রকোষ্ঠ সুন্দর,
আরোহি সোপানচয়,
প্রকোষ্ঠে উঠিতে হয়,
অভ্যন্তরে দেবীর মন্দির। ৮৩৫

বিচিত্র পঙ্কের কার্য্যে গৃহ সুমার্জ্জিত,
মর্ম্মর প্রস্তরাবৃত,
হর্ম্ম্যতল সুশোভিত,
ধ্বজাযুত নবরত্ন শিব। ৮৩৬

সোপান সহিত বেদী মর্ম্মর রচিত,
সহস্র দল সহিত,
রজত কমল স্থিত,
শ্যামা কালী প্রস্তর খোদিত। ৮৩৭

পদতলে শবরূপে শিব সমাসীন,
শ্বেত প্রস্তর রচিত,
শিরে ফণি সমন্বিত,
কনক ধুস্তুর কর্ণস্থিত। ৮৩৮

পরিধৃত শ্যামাকালী চেলি বারাণসী,
স্বর্ণের অলঙ্কার,
গলে দোলে তারাহার,
চরণে নূপুর অনুপম। ৮৩৯

সমুজ্জল ত্রিনয়নী যেন সজীবিতা,
গলে স্বর্ণ মুণ্ড মালা,
কটীতটে অস্থি মালা,
পদে শোভে পাঁজব পঞ্চম। ৮৪০

পদ-যুগ্মে রক্ত-জবা শোভে অনুপম,
নব শিব বাম করে,
অসি রহে তদুপরে,
ববাভয ধৃত সব্যে তবে। ৮৪১

পদ্মাসন পূর্ব্ব ধারে ত্রিশূল, গোধিকা,
সিংহ বহে পদ্মাসনে,
দেবী চরণ দক্ষিণে,
হংস বৃষ শিবা রহে পরে। ৮৪২

সম্মুখে মঙ্গল ঘট সিন্দূর রঞ্জিত
রজত আসনে শিলা,
বাণলিঙ্গ, 'রামলালা',
নানা দেব দেবীর মূরতি। ৮৪৩

বেদী পার্শ্বে রৌপ্য স্তম্ভে শোভে চন্দ্রাতপ,
রজত স্বর্ণ খচিত,
মুক্তা ঝালর বেষ্টিত,
বামে শয্যা সুশোভন অতি। ৮৪৪

সম্মুখেতে বিরাজিত নাট্য সুমন্দির,
স্তম্ভচয় সুশোভিত,
প্রস্তরেতে সুমণ্ডিত ,
কাঁচ ঝাড় রহে বিলম্বিত। ৮৪৫

সম্মুখেতে মহাদেব প্রস্তর মূরতি,
নন্দি ভৃঙ্গি আদি যত,
দেব মূর্ত্তি পরিবৃত ,
এই স্থানে হয যাত্রা গীত। ৮৪৬

গৃহ শ্রেণী বিবাজিত দক্ষিণ উত্তর,
মধ্যেতে প্রবেশ দ্বার ,
দ্বাববান চৌকিদার ,
পাহারায রহে নিযোজিত। ৮৪৭

পশ্চিম উত্তর কোণে ঠাকুবের কক্ষ,
বৃত্তাকাবে সুবেষ্টিত,
প্রকোষ্ঠ পশ্চিমে স্থিত ,
চতুষ্কোণ বাবাণ্ডা উত্তরে। ৮৪৮

ঘবেব উত্তরে রহে পঞ্চবটী বন,
সাধিত সাধনা কত,
পুরাণাদি শাস্ত্র মত ,
তপ যোগ সাধিত কুটীরে। ৮৪৯

অশ্বত্থ বট বিটপি উত্তরে তাহার,
ইষ্টকে বেদী নির্ম্মিত,
বৃত্তাকারে সুবেষ্টিত ,
ধ্যান যোগ সাধনের স্থান। ৮৫০

৮৪৮। ঠাকুরের কক্ষ—রামকৃষ্ণদেব ঐ কক্ষে বাস করিতেন •

৮৪৯। পঞ্চবটী ও বিল্বতল ঠাকুরের সাধনার স্থান, ইহা সাধনাধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

তত্তুত্তবে বিল্ববৃক্ষ সাধন আশ্রম,
পঞ্চমুণ্ডি শবাসন,
ত্রিশূল করি স্থাপন ,
তন্ত্র মতে করেন সাধন। ৮৫১

বিরচিয়া দেবালয় সুরধুনী তীরে,
স্থাপিয়া মূরতি শ্যামা,
রাসমণি মনোরমা ,
অন্নভোগে করে আকিঞ্চন। ৮৫২

দেশ দেশান্তরে বার্ত্তা হইল ঘোষণা,
সমবেত বুধগণ,
করি শাস্ত্র আলোড়ন ,
ভিন্ন মত প্রচারে তখন। ৮৫৩

শাস্ত্রবিৎ বুধগণ দেয় এই রায়,
বাসনা রাণীর চিতে,
সামিষান্ন ভোগ দিতে ,
শাস্ত্রের বিধান নহে তাহা। ৮৫৪

দেব দেবী যথা হয় শূদ্র প্রতিষ্ঠিত,
অন্ন-ভোগ নিবারিত,
মিষ্টান্ন রহে বিহিত ,
আচমনি দান বিধি ইহা। ৮৫৫

সুব্রাহ্মণে দেবালয় যদি হয় দান,
অন্নভোগ বিধিযুত,
রামকুমার শাস্ত্রমত ,
সেইমত করিল প্রচার। ৮৫৬

সেই মত মনোমত হয নির্ব্বাচিত,
সাদবে গ্রহিল বাণী,
সেই ভাষ শ্রেষ্ঠ মানি,
লভে শ্রেষ্ঠ দান রামকুমাব । ৮৫৭

বাবশ ঊনষট্টী সালে স্নান যাত্রা দিনে,
বহুব্যযে বাসমণি,
বমণীব শিবোমণি .
প্রতিষ্ঠিলা পুণ্য দেবালয। ৮৫৮

বহু সন্ধানেতে লব্ধ দ্বিজ বামকুমাব,
শাস্ত্র জ্ঞান সমন্বিত,
সদাচাবী দেবোচিত ,
নিযোজিত হইল পূজায। ৮৫৯

প্রতিষ্ঠিযা গুরু-নামে বাণী দেবালয,
ব্যয সংকুলান তবে,
জমিদাবী ক্রয কবে ,
দেবত্ব সম্পত্তি বিধানিলা। ৮৬০

সম্পত্তিব আযে হয ব্যয সঙ্কুলান,
পূজা কার্য্য বিধিমত,
নিত্য বহে সদাব্রত ,
দযাবতী ধন্য দানশীলা । ৮৬১

বাণী বাসমণি হয অষ্টম নাযিকা,
সাধনার অনুকূলে,
পূত জাহ্নবীব কূলে ,
প্রতিষ্ঠিলা কীর্ত্তি অতুলন । ৮৬২

৮৬২। রামকৃষ্ণ দেব বলিতেন বাণী রাসমণি ভগবতীব অষ্টম নাযিকা, তিনি সাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন না। এই বঙ্গ বিপ্লবেব যুগে শক্তি সাধনার জন্য ভগবানেব অবতার ও তাঁহাব সাধনার সহাযতা করিবাব জন্যই বাসমণিব জন্ম।

গদাধরের তরে সব হয় আয়োজন,
শ্রীমতী ভব-তারিণী
সচ্চিদানন্দ দায়িনী ,
মাতৃরূপে দিলা দরশন। ৮৬৩

সদাব্রত উপলক্ষে আসে সাধুগণ,
সাধনার অনুকূল,
গুরু নহে অপ্রতুল ,
যবে যার হয় প্রয়োজন। ৮৬৪

প্রতিষ্ঠার শুভ দিনে আসে গদাধর,
উৎসবের আয়োজন,
কবি পরিদরশন ,
উপবাসে দিবস যাপন। ৮৬৫

অনশনে গদাধর যাপিল দিবস,
তথাপি না পরশিল,
কৈবর্তের অন্ন জল ,
গূঢ় তত্ত্ব নিহিত লীলায়। ৮৬৬

মাঝে মাঝে সহোদরে আসা দেখিবারে,
কলিকাতা বাসা হ'তে,
আসি প্রয়োজন মতে ,
প্রত্যাবৃত্ত হয় পুনরায়। ৮৬৭

কুলগত নিষ্ঠাচার অস্থি মজ্জাগত,
তাই দ্বিজ রামকুমার,
অন্নাহার একবার,
পূজাশেষে স্বপাকে সাধিত। ৮৬৮

৮৬৬। ঠাকুর মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবস পুরী মধ্যে অনাহারে থাকিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করিয়া ও যাহাতে কার্য্য অশাস্ত্রীয় না হয়, তাহা দেখিবার জন্য সমস্ত দিবস তথায় ছিলেন ও রাত্রে এক পয়সা মুড়কি খাইয়া কলিকাতা চলিয়া যান। কেন যে অনাহারী ছিলেন তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই। অনাহারে দেবপূজা প্রশস্ত সেই জন্য বোধ হয় উপবাসী ছিলেন।

কৈবর্ত্তের অন্নাহারে হেরি ক্ষুণ্নমতি,
কহিলেন সহোদরে,
"গঙ্গাজলে দোষ হরে ,
গঙ্গাতটে সকলই বিহিত"। ৮৬৯

জিজ্ঞাসেন সহোদরে দেব গদাধর,
"কি বিধি অনুসরণে,
কৈবর্ত্ত দান গ্রহণে ,
প্রবৃত্তি হইল তব এবে" ? ৮৭০

শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম্ম আচরণ,
হেরি দেব শাস্ত্র বিধি,
হরষিত নিরবধি ,
দেশাচার বিধি না মানিল। ৮৭১

লোক শিক্ষা তরে তাঁর অপূর্ব্ব ছলনা,
দেশাচার সংস্কার,
ভাঙ্গিবারে অবতার ,
শাস্ত্রবিধি প্রধান গণিল। ৮৭২

শাস্ত্রে দেশাচারে রহে কত মত ভেদ,
শাস্ত্রের বিধান যাহা,
দেশাচার নহে তাহা ,
শাস্ত্র মূল ভগবত বাণী। ৮৭৩

কৈবর্ত্তের অন্নভোগ নহে দেশাচার,
শাস্ত্রেতে পৃথক বিধি,
ভক্তি হৃদে থাকে যদি,
দেব গ্রাহ্য নীচ অন্ন মানি। ৮৭৪

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

সপ্তদশ কল্প।

—

স্বদেশ যাত্রাধ্যায়।

—

নট যথা রঙ্গচ্ছলে পশি রঙ্গালয়ে,
নাট্য গীতি অভিনয় করিতে সূচনা,
সুসঙ্গীতে সম্মোহিয়া দর্শক নিচয়ে,
অভিনব ভাবে যথা করে প্রস্তাবনা। ৮৭৫

নবযুগ-নেতা তথা দেব গদাধর,
পশিয়া দক্ষিণেশ্বরে হেরি দেবালয়,
হেরি জগন্মাতা শ্যামা সুঠাম সুন্দর,
বিনা সুতে লীলা-হার গাঁথে লীলাময়। ৮৭৬

নিদাঘ তপনে শুষ্ক পাদপনিচয়,
উর্ব্বরতা লুপ্ত প্রায় ক্ষেত্র তৃণ হীন,
মুহূর্ত্তেকে হয়ে যথা জলদ সঞ্চয়,
বরষি প্লাবিত হয় ক্ষেত্র বারি হীন। ৮৭৭

বারি রসাস্বাদপ্লুত যথা তরুবর,
নব কিশলয়ে পুষ্ট দেহ আবরণ,
কুসুম ভূষণে শোভে আঁখি তৃপ্তিকর,
প্রসূত রসাল ফল সুমিষ্ট যেমন। ৮৭৮

উৎপাদিকা শক্তি তথা হইয়া সঞ্জাত,
সহসা যেমতি শস্যে পূর্ণা বসুন্ধরা,
হরিত বরণে ক্ষেত্র নেত্রে প্রতিভাত,
আপাতত কৃষকের মনোমুগ্ধ-করা। ৮৭৯

তেমতি প্রচ্ছন্নভাবে শক্তি সঞ্চরণে,
সুবিপুল আযোজন লীলা প্রকটনে,
(১) নিত্য মুক্ত জীব মত্ত প্রেম আস্বাদনে,
(২) প্রহৃষ্ট ভাণ্ডারী যত ধন বিতরণে। ৮৮০

কোথা পল্লীবাসী এক সামান্য ব্রাহ্মণ,
কোথা রাণী রাসমণি ঐশ্বর্য্যশালিনী,
কোথায় নির্ব্বন্ধ তাঁর তীর্থ পর্য্যটন,
কোথা পুণ্য দেবালয় অপূর্ব্ব কাহিনী ? ৮৮১

হেথা ক্ষুদিরাম-সুত কৈবর্ত্ত যাজক,
কৈবর্ত্তের অন্ন-ভোজী দেব গদাধর
* কোথা গৌরী সংযোজন অপূর্ব্ব সাধক ?
(৩) বৈষ্ণব চরণ কোথা পণ্ডিত প্রবর ? ৮৮২

† কোথা বা ব্রাহ্মণী শক্তি হয় সম্মিলন,
‡ কোথায় অচলানন্দ কোথা তোতাপুরী ? §
‖ কোথা বা পদ্মলোচন, রামাৎ ব্রাহ্মণ, ¶
কামারপুকুর কোথা, কোথা দেব-পুরী ? ৮৮৩

---

(১) নিত্য মুক্তজীব নরেন্দ্রাদি সন্ন্যাসী সেবকগণ।

(২) ভাণ্ডারী মথুরবাবু রাসমণি সুরেন্দ্র দত্ত, সম্ভু মল্লিক ইত্যাদি।

* বাঁকড়ার অন্তর্গত ইঁদেশ গ্রামে গৌরী নামক পণ্ডিতের বাস। ইনি এককালে প্রধান তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং অষ্ট সিদ্ধাই লাভ করিয়া হাবে রে লম্বোদর জননী কং যামি শরণং শব্দে, সকলের শক্তি হরণ করিয়া পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করিতেন।

(৩) বৈষ্ণবচরণ একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। ইনি ঠাকুরের ভাবাবেশ শাস্ত্রানুসারে অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের সমাবেশ বলিয়া প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণীর মতের অনুমোদন করেন এবং ঠাকুর যে অবতার তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেন।

† ব্রাহ্মণী অদ্বিতীয়া বিদুষী ও তন্ত্র সাধনে স্বয়ং ভগবতী স্বরূপা ছিলেন। রামকৃষ্ণদেব ইঁহারই সহায়তায় সর্ব্বপ্রকার তন্ত্র সাধনা করেন।

‡ অচলানন্দ স্বামী ৺কালীঘাটের একজন বিখ্যাত তন্ত্র সাধক ছিলেন। ইনি মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া চক্র বিরচনায় রামকৃষ্ণ দেবের সহিত তন্ত্র সাধনা করিতেন।

§ তোতাপুরী একজন পশ্চিম দেশীয় পরমহংস [illegible] ন্যাংটা বাবা। ইনি রামকৃষ্ণ দেবকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা দেন এবং ঠাকুর ৩ দিনে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন।

‖ পদ্মলোচন বর্দ্ধমানাধিপের সভাপণ্ডিত ছিলেন, ইনি একজন অদ্বিতীয় বেদান্তিক ছিলেন এবং ঠাকুরকে অবতার বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

¶ রামাৎ ব্রাহ্মণ একজন পশ্চিম দেশীয় সাধু। ইনি রামকৃষ্ণদেবকে পিত্তলের রাম-লালা মূর্ত্তি দিয়া যান। উহা অদ্যাপি দক্ষিণেশ্বরের কালী ঘরে আছে।

কোথা হ'তে কার সহ হয় সংযোজন,
কোথায় ভূতির খাল ক্ষুদ্র জলাশয় ?
কোথা ভাগীরথী-তীর অপূর্ব্ব মিলন।
মাণিক-উদ্যান কোথা, কোথা দেবালয় ? ৮৮৪

কোন ঐশী প্রেরণায় রাণী রাসমণি,
অকাতরে ছড়াইয়া বহু অর্থ রাশি,
নির্ম্মানিল দেবালয় পুরী শিরোমণি,
রোপিল বট বিটপী কিবা অভিলষি ? ৮৮৫

শ্মশানবাসিনী শ্যামা শাস্ত্রানুমোদিত,
শ্যামার মন্দির যথা হইল নির্ম্মাণ,
সেইস্থান গোর স্থান সকলে বিদিত,
বিল্বমূল, মুণ্ডাসন, ভীষণ শ্মশান। ৮৮৬

ভাবি লীলা সূচনায় সমগ্র সূচিত,
লীলা প্রসারণ কল্পে বিশ্ব বিমোহিনী,
শক্তির তরঙ্গ যেন হয় সঞ্চারিত,
বিস্তারিয়া মহামায়া ভুবন মোহিনী। ৮৮৭

গুপ্তলীলা গুপ্তভাবে হয় সমাহিত,
গুপ্তভাবে সমবেত লীলা সহকারী,
লীলা পুষ্টি-কবি অর্থ সহজে সঞ্চিত,
যেন সব সম্পাদিত যথা যাদুকরী। ৮৮৮

হেরিয়া লীলার যত হয় আয়োজন,
যাপিয়া কয়েক দিন সহোদর স্থান,
অগ্রজ আদেশে করে স্বদেশে গমন,
গদাধর মনে যবে জাগিল ভবন। ৮৮৯

জননী জনম ভূমি অতি প্রিয়তম,
প্রাণ সম নিজাগ্রজ প্রিয় রামেশ্বর,
† রঘুবীর জনকের প্রিয় প্রাণ সম
নিরজন পল্লীবাস অতি মনোহর। ৮৯০

প্রিয়তম হেরি সব কামার-পুকুরে,
সংসার করিতে বাঞ্ছা উদিল মানসে,
তাই তথা, যথা "হৃদু" চলিলা শিউড়ে,
বিবাহের প্রস্তাবনা তাহার সকাশে। ৮৯১

'হৃদয়ের' সনে প্রীতি শিশু কাল হ'তে,
'হৃদয়' তাহার ছিল কথার দোসর,
কেহ না জানিত এত তাহারে সেবিতে,
ততোধিক 'হৃদয়ের' ছিল সহোদর। ৮৯২

আমোদে প্রমোদে কাটে 'হৃদয়-ভবনে',
সুললিত শ্যামা-গীত কৃষ্ণ-পদাবলী,
দিন কাটে সেই গীতে অথবা কীর্ত্তনে,
গদাধরের সুমধুর সুন্দর সকলি। ৮৯৩

শিউড়ে ব্যবসা-জীবী বহে বহুজন,
বিষয়ী বিষয় মদে রত চিত সদা,
ভ্রমেও ঈশ্বর নাম করেনা কখন,
ক্রীড়ায় কাটায় কাল অবসর যদা। ৮৯৪

তথাপি বিভুর নাম না আসে স্মরণে,
এই এক শ্রেণী জীব এ মহিমণ্ডলে,
আহার বিহার কিবা অর্থ উপার্জ্জনে,
জীবনের সার ধর্ম্ম জেনেছে সকলে। ৮৯৫

৮৯০। † রঘুবীর শীলা অদিবাম স্বপ্নে প্রাপ্ত হন।

আপন কবম ফলে না চেনে আপনে,
পশুবৎ ব্যবহাব পাশব আচাব,
প্রবল বিপুব দল তুষ্ট বিচবণে,
পবিপুষ্ট নীচ বৃত্তি জিঘাংসা তাহাব। ৮৯৬

বিষযীব চিত যথা পাষাণেব প্রায়,
উপদেশ লৌহশলা না বিন্ধে যাহায
সুললিত শাস্ত্র-বাণী পশিযা হিযায,
কোমলতা বসাযন সিঞ্চিল তাহায। ৮৯৭

ববষিল রামকৃষ্ণ অমৃতেব ধাবা,
হবিণাম গুণ গান পাষাণ হৃদযে,
মাতিল 'শিউড়' বাসী হবি সঙ্কীর্ত্তনে,
যথা তথা হবিনাম উন্মত্তেব পাবা। ৮৯৮

সুগাযক একজন 'হৃদয-ভবনে',
মাতাইল তান লযে সুধা বিলাইযা,
সমবেত তথা যত পল্লীবাসী জনে,
সঙ্গীত সুধার বসে চিত হাবাইযা। ৮৯৯

লযে সুকুমারী বালা পল্লীব বমণী,
সঙ্গীত শ্রবণে তথা উপনীত বহে,
বল দেখি হবে তুমি কাহার গৃহিণী?
কৌতুকে জনেক সেই বালিকারে কহে। ৯০০

অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বালা গদাধর পানে,
দেখাইল ভাবি পতি তদা গদাধরে,
'নারদে' ইঙ্গিতে 'উমা' 'হব' দবশনে,
অপূর্ব্ব লীলার বার্ত্তা বোঝে কিবা নবে। ৯০১

জয়রাম বাটীর
৺রাম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটী।

আমোদে প্রমোদে দিন 'শিউড়ে' কাটিল,
স্বদেশ-বারতা তদা উদিয়া মানসে,
কামারপুকুরোদ্দেশে ত্বরায় চলিল,
যথায় স্বজনগণ আছিল নিবসে। ৯০২

জননীর দরশন প্রধান কারণ,
জননী জনম ভূমি ভূমে গরীয়সী,
জননী সাধনে হয় ইষ্টের সাধন,
ভূতলে জনম ভূমি সর্ব্ব বরীয়সী। ৯০৩

তাই রামকৃষ্ণ দেব উঠিয়া প্রভাতে,
জননীর শ্রীচরণ সরোজ ধ্যায়িয়া,
তবে মন নিয়োজিত ইষ্টেরে স্মরিতে,
স্মরণ মননে মন উঠিত জাগিয়া। ৯০৪

কামারপুকুরে পূর্ব্ব প্রীতি নাহি আর,
গদাধর-বাল্যলীলা যথা অবসান।
রমণীর প্রেমালাপ নাহিক তাঁহার,
গোচারণ নাহি আর নাহি বলিদান। ৯০৫

জাগিছে হৃদয়ে সদা দক্ষিণ-ঈশ্বর,
জাগে হৃদে বিল্ব-মূল পঞ্চবটী-তল,
হৃদয়ে শ্যামার মূর্ত্তি জাগে নিরন্তর,
যথা সমবেত সদা সাধকের দল। ৯০৬

সাধনার দিন ব'য চিত্ত সচঞ্চল,
প্রবল আবেগ-উর্ম্মি, উর্ম্মির উপর,
প্রতিঘাত সদা তাঁর করে মর্ম্মস্থল,
চলিল ত্বরায় তাই দক্ষিণ-ঈশ্বর। ৯০৭

———o———

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

অষ্টাদশ কল্প।

লীলাসূচনা পর্ব্বাধ্যায়।

মহত্তম দৈব-শক্তি দৈব-আকর্ষণ,
কোন ভাবে কি আধাবে,
কেমনে শক্তি সঞ্চাবে,
গুপ্ত তত্ত্ব নর বোধ্য নহে। ৯০৮

নরবুদ্ধি সীমাবদ্ধ বিজ্ঞান দর্শনে,
ফল হেবি মূলতত্ত্ব,
হয আবিষ্কার তথ্য,
দর্শন বিজ্ঞান ভিত্তি বহে। ৯০৯

জ্যোতিষের গ্রহতত্ত্ব কিসে নির্দ্ধারণ ?
দিবস সর্ব্ববী গত,
ক্রমপক্ষ পক্ষাতীত ;
পর্য্যাযেতে ঋতুর উদয। ৯১০

জ্যোতিষ্ক মণ্ডল গতি তাহার কারণ,
গ্রহ-গতি গণনায,
জ্যোতিষ প্রধান হয় ;
জড় জ্ঞান তাহাতে উদয়। ৯১১

নরবুদ্ধি পরাভূত লীলা ধারণায়!
লীলা প্রকটীত যথা,
প্রসারিত শক্তি তথা;
ঐশী বলে বিধি বিপর্য্যয়। ৯১২

অঘটন পটীয়সী মায়ার শকতি,
নর-মন অগোচরে,
ঐশী-শক্তি কার্য্য করে,
চপলার তাহে পরাজয়। ৯১৩

মায়ার বিচিত্র গতি। তড়িতের নয়,
এই ঝঞ্ঝা এই স্থির।
এই তীক্ষ্ণ এই ধীর,
এই রৌদ্র ঘন বরিষণ। ৯১৪

এই দীন ভীক্ষা-জীবী পর-অন্ন-ভোজী,
পুন ধনী ধনেশ্বর,
ধন দান অকাতর,
ধন ধান্য করে বিতরণ। ৯১৫

কোথা রাণী রাসমণি, বদান্য মথুর!
কোথা দীন গদাধর!
নিরক্ষর দ্বিজ বর;
কিবা ভাব চিত্ত আকর্ষণে। ৯১৬

শক্তির অপার লীলা শক্তি সঞ্চারণে।
দেবলীলা প্রকটনে—
নবধর্ম্ম প্রচারণে—
ভক্তজন চিত বিমোহনে। ৯১৭

স্বদেশ হইতে দেব আসি দেবালয়ে,
ভক্ত মন আকর্ষণে,
নব প্রেম বিতরণে ,
দেবালয়ে করে অবস্থান। ৯১৮

আত্মীয় 'হৃদয়' যবে করে আগমন,
হৃদয়ে লভিয়া প্রীতি,
সুখে কাল কাটে অতি ,
দুই জনে রহে মতিমান। ৯১৯

শুভক্ষণে একদিন হেরি গদাধরে
প্রফুল্ল কমল সম,
রূপে অতি অনুপম ,
'মথুর' হারায় নিজ মন। ৯২০

কে নবীন যুবা মরি! আকর্ণ নয়ন,
হেরে মন আকুলিত,
সদা সচঞ্চল চিত ,
মনে লয় করি সম্ভাষণ। ৯২১

হেন রূপ নর যোগ্য নহে কদাচন।
দেবতা-দুর্ল্লভ রূপ,
মহাদেব অনুরূপ ,
জ্ঞান ভক্তি নয়নে বঞ্চিত। ৯২২

সুনিপুণ শিল্পকর দেব গদাধর,
গঠিল কি মনোহর,
মৃণ্ময় মহেশ্বর,
মৃণ্ময় বৃষভে স্থাপিত। ৯২৩

বজতেব গিবি সম শোভে শুভ্রকায,
কিবা চিত্র মনোহব,
বাঘাম্ববে দিগম্বব ,
ঢুলু ঢুলু বহে ত্রিনযন। ৯২৪

আধ-নিমীলিত নেত্র, দৃষ্টি নাসাপবে,
ত্রিশূল ডমরু কবে,
ফণি বিভূষিত শিবে ,
দেব ভাবে ভাতিছে বদন। ৯২৫

এহেন মূবতি কভু নব সাধ্য নয।
একে রূপ মুগ্ধ কব,
তাহে কিবা কাবিকব ,
তাই মজে 'মথুবের' প্রাণ। ৯২৬

হেবিযা 'মথুব' সেই জীবন্ত-প্রতিমা,
দেবালযে গদাধরে,
বাখিতে আগ্রহ কবে ,
মূবতি লইল বাণী স্থান। ৯২৭

দেখাযে বাণীবে সেই মূর্ত্তি মনোহব,
কহিল বিনয কবে,
বাখিবাবে গদাধরে,
নিযোজিযা দেবী পূজা কাযে। ৯২৮

নিবখিযা বাসমণি অপূর্ব্ব প্রতিমা,
মুগ্ধ বহে সুগঠনে,
ফলিত শুভ্র ববণে,
সুশোভিত মনোহব সাজে। ৯২৯

মনে মনে আলোচিয়া কহে রাসমণি,
সুকৌশলী চিত্রকর,
কেবা এই গদাধর ;
হেরিবারে তারে চিত লয়। ৯৩০

মথুর সম্ভাষি তদা কহিল রাণীরে,
ভট্টাচার্য্য সহোদর,
ব্রহ্মচারী গদাধর ,
দেবভাবে পূরিত হৃদয়। ৯৩১

অতি সুকোমল তনু সুঠাম সুন্দর,
তেজঃপুঞ্জ কলেবর,
দেবোপম মনোহর ,
উদ্ভাসিত রহে দেবালয়। ৯৩২

মথুর কহিছে পুন করি অনুনয়,
হেন মম চিতে লয়,
দেবতা জাগ্রত হয় ,
তাঁর সম পূজক মিলিলে। ৯৩৩

হেরেছি সে সৌম্য মূর্ত্তি মন্দির প্রাঙ্গণে।
নয়নের ভাব কিবা,
রক্ত জবা সম আভা ,
বহে প্রেম নয়ন সলিলে। ৯৩৪

যখন হেরিনু তাঁয় মন্দিব চত্বরে,
সম্ভাষিতে তাঁর সনে,
কতবার মনে মনে,
ভেবেছি, কহিব কত তা'য়। ৯৩৫

হেরিলে তাহাঁর সেই দেবতা-মূরতি,
অঞ্জন গঞ্জন আঁখি,
নয়ন মুদিয়া দেখি,
প্রশান্ত মূরতি, অনিবার। ৯৩৬

শুনিয়া জামাতৃ-বাণী, বাণী রাসমণি,
আদেশিলা একবার,
ডাকিতে 'রামকুমার',
বড় ভট্টাচার্য্য গুণমণি। ৯৩৭

কর্ত্রীর আদেশে উপনীত দ্বিজবর,
হেরিয়া 'রামকুমারে,'
কহে অনুরোধ করে,
আনিবারে সহোদরে, রাণী। ৯৩৮

মথুর কহিল তদা করি অনুনয়,
মনে সাধ নিরবধি,
তব সহোদর যদি,
পূজাকার্য্যে রহে দেবালয়। ৯৩৯

তব সহোদর যেন পূর্ণ শান্তিময়।
জাগিবে ভবতারিণী,
পুরীর শুভ দায়িনী;
হেন বার্ত্তা মম মনে লয়। ৯৪০

মৃদু স্বরে তদুত্তরে কহে দ্বিজবর;
জয়ন জাযন কাজে,
দেব দেবী সেবা সাজে,
দাস ভাবে না রবে গদাই। ৯৪১

হেলিলে আদেশ হবে ক্রোধের উদয়,
গদাধর ভাবময়,
ভাবে সদা ডুবে রয়,
অনুরোধে সঙ্কোচ সদাই। ৯৪২

কর্ত্রী-মাতা অনুরোধে কহিল তখন,
তদাদেশ শিরে ধরি,
যাই আমি ত্বরা করি,
আবাহন করিবারে তা'য়। ৯৪৩

চিন্তিত অন্তরে তদা দ্বিজ রামকুমার,
ধীরে ধীরে নিজাবাসে,
সহোদর সমুদ্দেশে,
মন্থর গমনে তথা ধায়। ৯৪৪

পরিচিয়া রাসমণি মন অভিলাষ,
লয়ে নিজ সহোদরে,
ব্রহ্মচারী গদাধরে,
ত্বরিত তথায় উপনীত। ৯৪৫

গদাধরে সমাগত নিরখি 'মথুর',
তেজঃপূর্ণ নিষ্ঠাচারী,
অভিনব ব্রহ্মচারী,
দীন হীন ভাব সমন্বিত। ৯৪৬

মিষ্টভাষে সবিনয়ে সম্বোধিলা তদা,
ছিল হৃদে আকিঞ্চন,
পূজায় করি বরণ,
সরমে না সরিল বচন। ৯৪৭

মহেশ প্রতিমা হেরি টুটিল সরম,
হেন মম মনে লয়,
পূজে যদি দয়াময় ;
দেব দেবী তাহে জাগরণ। ৯৪৮

নিরখিয়া রাসমণি মূর্ত্তি মনোহর,
কহে দ্বিজ রামকুমারে,
রাখিবারে সহোদরে ,
বেশকারী রূপে দেবালয়ে। ৯৪৯

সমাগত গদাধর কহে সসম্ভ্রমে,
বহু মূল্য আভরণে,
শকতি নাহি রক্ষণে ,
রাস্তু র'ব প্রতিমারে ল'য়ে। ৯৫০

দেব দেবী সেবা কাযে—কবির স্বীকার—
যদি মম ভাগিনেয়,
'হৃদয়' নিজ আত্মীয় ,
সহকারী সম রহে সাথে। ৯৫১

পরিতুষ্ট উভয়েতে শ্বশ্রূ জামাতায়,
মাসিকবৃত্তি নির্দ্ধারিয়া,
বাস—আহার বিধানিয়া ,
রাখে তাঁহে অতি সম্ভ্রমেতে। ৯৫২

পূত ভাগীরথী তীরে পুণ্য দেবালয়ে,
বাল্যলীলা সাঙ্গ করে,
দুঃসাধ্য সাধন তরে ,
সমাপিল মন সাধনায়। ৯৫৩

লীলার সূচনা করি দেব গদাধর
নিয়োজিয়া বেশ কায়ে,
দেবতা সাজান সাজে,
সেই ভাবে রহেন তথায়। ৯৫৪

অলঙ্কারে বিভূষিয়া নটবর বেশে,
রহে রাধা, রাধাকান্ত,
প্রকোষ্ঠের বহিঃপ্রান্ত,
শুভ উৎসবের একদিন। ৯৫৫

যবে রাধাকান্ত দেবে করিল বহন,
পূজক শয়ন তরে,
প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে,
পতনেতে হয় পদ হীন। ৯৫৬

মহা হুলস্থূল তদা পড়ে দেবালয়ে,
অঙ্গ হীন দেবতায়,
পূজা ভোগ নাহি হয়,
কর্ত্তৃপক্ষ বিষাদ অন্তর। ৯৫৭

আহূত করিয়া সভা রাণী রাসমণি,
শাস্ত্র বিধি লইবারে,
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বরে,
আবাহন করে অতঃপর। ৯৫৮

বুধগণ একমতে করিল প্রচার,
"অঙ্গহীন দেবতারে,
বিসর্জ্জন করিবারে,
নব কলেবরে পূজা বিধি"। ৯৫৯

বুধগণ শাস্ত্র মত করিলে প্রচার,
অভিনব ভাষ শুনি,
বিষাদিত গুণমণি,
সেই বিধি গণিল অবিধি। ৯৬০

বুধগণ একবাক্যে প্রচারিলে মত,
কিবামত গদাধর
দেয় এবে অতঃপর,
শুনিতে উৎসুকা তদা বাণী। ৯৬১

শাস্ত্রের ব্যবস্থা দেব কাটে যুক্তি দিয়া,
"জামাতা কি ত্যজ্য হয়,
বিকলাঙ্গ যদি হয়"
উত্থাপিল প্রশ্ন গুণমণি। ৯৬২

রাণীরে কহিল তদা দেব গদাধর,
"ববধূ সেবিয়া তা'য
আরোগ্য ব্যবস্থা হয়,
এই যুক্তি যুক্তি যুক্ত মানি"। ৯৬৩

যুক্তি পেয়ে চমকিতা কর্ত্রী ঠাকুরাণী,
চমকিত সুধীগণ,
সমবেত সভ্যজন,
মানিল অভ্রান্ত যুক্তি জানি। ৯৬৪

'মথুর' কৌশলে তদা করে উত্থাপন,
"সুকৌশলী শিল্পকর,
ভট্টাচার্য্য গদাধর,
ভগ্ন পদ কবিতে যোজনা"। ৯৬৫

সম্পাদিত চারুতায় পাদ সংস্কার,
অভিষেক সম্পাদিয়া,
নব বেশে সাজাইয়া,
প্রতিষ্ঠিলা বামে পদ্মাসনা। ৯৬৬

বেশ কার্য্যে নিযোজিয়া কাটে কিছুকাল,
রাধাকান্ত-দেব ঘরে,
পূজা কার্য্য করে পরে,
বেশকারী দেব রামকৃষ্ণ। ৯৬৭

পূজা করে বিধিমত দেব
প্রাণ মন এক করে,
মানসেতে পূজা করে,
শেষে পূজে মূর্ত্তি রামকৃষ্ণ। ৯৬৮

যুগল মূরতি দেব পূজে ভক্তি ভরে,
তুলসী চন্দন দিয়া,
বক পুষ্পে সুশোভিয়া,
পূজে দেব রাতুল চরণ। ৯৬৯

স্থল পদ্মে সুশোভিত রাধার চরণ,
সিন্দূর শোভিত ভালে,
চন্দন চরণ তলে,
হেম আভা হয় বিকীরণ। ৯৭০

পূজা শেষে স্তব পাঠ হয় একমনে,
জয়দেব পদাবলী,
সুমধুর ব্রজবুলি,
সুকণ্ঠেতে হয় নিনাদিত। ৯৭১

মন প্রাণ সমর্পিত দেবের চরণে,
শুদ্ধা ভক্তি সমুদিত,
সর্ব্ব গাত্র পুলকিত ,
মন প্রাণ বহে প্রণোদিত। ৯৭২

ভোগারতি শেষে হয় বিগ্রহ শয়ান,
প্রকোষ্ঠে পর্য্যঙ্কোপরে,
বিগ্রহ শয়ন করে ,
দেব দেবী আত্মবৎ সেবা। ৯৭৩

অপরাহ্নে সিংহাসনে হয় আরোহণ,
সন্ধ্যাকালে দেবারতি,
শীতলাদি হয় স্তুতি ,
আবার শয়ান হয় সেবা। ৯৭৪

এইভাবে কিছুকাল কাটে দেবালয়ে,
কালেতে 'রামকুমার',
ত্যজিলেন দেহভার ,
কালী পূজা দেব আরম্ভিল। ৯৭৫

রাধাকান্ত পূজা কার্য্য সাধে 'রামেশ্বর',
রামকৃষ্ণও কালী ঘরে
দেবতার পূজা করে ,
প্রাণ মন তাহে সমাপিল। ৯৭৬

———o———

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

ঊনবিংশ কল্প।

বাললীলা-আভাস-অধ্যায়।

গভীর তমসা আবৃত ধরা,
গগন ভালে উঠে সুখতারা,
নাশিতে তামসী নিশাব ঘোব,
উজল প্রভায় হাসিছে ভোর। ২৭৭

চঞ্চল চাহনী বিদ্যুত খেলা,
ক্ষণেক সুধীব ক্ষণেক মেলা,
নিথর দামিনী উজল প্রভা,
যুব যোগীজন মানস লোভা। ২৭৮

রকত ববণ গগন গায়,
দিক উদ্ভাসিত হেম ছটায়,
উদিত অরুণ লোহিত কায়,
তমসা তখন মিলাযে যায়। ৯৭৯

গভীব তমস। ভারত ছায়,
ধবম করম লুপত প্রায়,
মন বিষভবা বদনে সুধা,
ক্ষণ জ্যোতির্ম্ময় ক্ষণেক ধাঁধা। ৯৮০

মুখ হাসিভরা মানসে মলা,
পর জলাঞ্জলি আপন ভোলা,
আহার বিহারে পশুর সম,
পর দুখে প্রীতি নাহিক মম। ৯৮১

মুখেতে মনেতে নহেক এক,
উভয়ে প্রভেদ রহে অনেক,
শঠতা শিখিলে মানুষ হয়,
সরলতা অতি দূরেতে রয়। ৯৮২

ধরমের ভানে গৈরিক বাস,
মুখে হরি-কথা হৃদয়ে আশ,
অভিমান ভরা হৃদয় খানি,
কুলের গরব রতন-খনি। ৯৮৩

জাতীয় ধরম সকলি লোপ,
নিজ দেশাচারে অতীব কোপ,
আচার বিচার নাহিক কা'র,
আহারে বিহারে নাহি বিচার। ৯৮৪

কামিনী কাঞ্চনে সদাই রত,
ধরম সাধনে রহে বিরত,
সুবেশ ভূষায় ভূষিত সদা,
পর বেশে রহে আদর যদা। ৯৮৫

পর সুখে সদা কাতর চিত,
পর দুখে কভু নহে ক্ষুভিত,
ধরম ছাড়িছে পেটের দায়,
পরাণ কাঁদিছে লাগিয়া তায়। ৯৮৬

ধবম লইযা পশার করে,
বামন হইযা চাঁদিমা ধবে,
জীবন কাঁদিছে ধনের আশে,
অবশে অলসে কাটে ষোডশে। ৯৮৭

বিবাহ বাঁধন বিপুব বশে,
বমণীব বশ প্রীতিব আশে,
পরকীযা নাবী প্রেমেব ফাঁস,
গলে পবে সদা কবিযা আশ। ৯৮৮

নাবী সনে বাস প্রেম তুফানে,
তবণী ভাসিছে প্রেমেব টানে,
তবণী ভাঙ্গিছে তুফান লাগি,
সাবা নিশি তাব কাটিল জাগি। ৯৮৯

সুখেব স্বপন ভাঙ্গিযা যায,
রিপুব তাডনে যাতনা পায,
পবধন লযে সাজিছে ধনী,
ধনেতে পিযাস দিবা বজনী। ৯৯০

সদাই উন্মত্ত বিপু তাডনে,
সম্বন্ধ বিচার নাহিক মনে,
সদা সুরা সেবী সুমতি হীন,
কুমতে কুপথে পথ বিহীন। ৯৯১

কুযাসা বেষ্টিত জ্ঞানেব জ্যোতি,
ববিব কিবণে ঘন আভাতি,
দাসত্ব জীবনে অতীব প্রীতি,
সুপথ ছাড়িযা কুপথে গতি। ৯৯২

এঘোব তামসে জ্বালিলে দীপ,
নিশাব ললাটে চাঁদিমা টিপ.
ক্ষীণ আলোকে উদ্ভাসিত দিক,
কলি জীবে পায এদিক ওদিক। ৯৯১

কাটিল নরেব নেশার ঘোব,
চাবি শত বর্ষ ছিল অঘোর,
নদীযাব চাঁদ উদি গয়াব,
বিভাতিল এবে চৌদিক মব। ৯৯২

বিজ্ঞান প্রভাবে সুবিজ্ঞ নব,
ভূত-তত্ত্ববিৎ খেচব চব,
উপাড়ে ভূধর, বোধে সাগব.
কতই অদ্ভুত শকতি ধব। ৯৯৩

গ্রহগণ লযে নযন পাশে, •
গ্রহ বিববণ সবে প্রকাশে.
চপলা লইযা বাঁধিযা কবে
কত খেলা এবে দেখায নবে। ৯৯৪

ভৌতিক সাধনে সাধিত নব,
বহু জড-বাদী বিজ্ঞ প্রবব.
অজ্ঞাত সতত শকতি-মূল,
ধায নিবাকাব. সকলি স্থূল। ৯৯৫

স্থূলেব মূলেতে চিৎ-শকতি,
সেই সে আদ্যা পবমা প্রকৃতি,
সাধনাব মত সাধিলে পবে,
ভাতিবে প্রকৃতি হৃদয সবে। ৯৯৬

জাগিবে পাষাণী জাগে স্থাবর,
তরু গুল্ম লতা ভূধর বর,
সেই সে সাধনা দেখাযে নবে,
হেবে শ্যামারূপ পাষাণ পবে। ৯৯৭

যেই সে প্রকৃতি সেই গদাই,
প্রকৃতি ভাবেতে বিভোবা তাই,
তাই কভু নব কভু বা নাবী,
কভু বা কঠিন কখন বাবি। ৯৯৮

কখন স্থলেতে কভুবা মূলে,
কভুবা সাধনা বিল্বের মূলে,
কভু বা আসন কভু নিবাসন,
কভু হাসি খেলা যোগে মগন। ৯৯৯

কভু বা বিচারে বেদান্তসার,
কভু সবল শিশুব আকাব,
কভু বা নযনে ভকতি নীব,
কভু বা কঠোব সাধক বীব। ১০০০

দীন হীন বেশ দীন আকাব,
কভু বা নির্ভীক বীব আচাব,
কভু পূর্ণ জ্ঞানী জ্ঞান বিচাব,
কভু বিল্ব দলে পূজে সাকাব। ১০০১

কখন সন্ন্যাসী নগ্ন বসন,
বসন গাত্রে মাত্র আববণ
কখন নবা বাবুব মতন,
অঙ্গে অঙ্গ-বাখা অঙ্গাববণ। ১০০২

উপদেশ দান আধার হেরে,
যেন জ্বলে দীপ আঁধার ঘরে,
সুচির আঁধার ঘুচিয়া যায়,
উজল আলোকে উজল রয়। ১০০৩

ভাব উপদেশ ভাবের কথা,
ভাবের ঈঙ্গিত ভাবেতে যথা,
ভাবের রাজোতে ভাবের মজা,
ভাব-ঘন ছবি ভাবুক রাজা। ১০০৪

বাল্যে ভাব-লীলা ভাবের খেলা,
রাখালের সনে ভাবের মেলা,
লাহাদের ঘরে ভাব-তুফান,
মিটিল তুফান রুক্মিণী স্থান। ১০০৫

জননী জঠরে ভাবের সুরু,
ভাবময় যেন ভাবের গুরু,
বিকাশিল ভাব শক্তি সেবায়,
প্রচারে ব্রাহ্মণী ভাব-কথায়। ১০০৬

ভাব-ঘোর ওঠে শিবের সাজে,
ভাব বিনিময় পণ্ডিত মাঝে,
ভাবে নারী-প্রেম নারীর ভাব,
মরি অবতার প্রেম-ঘন ভাব। ১০০৭

সম্পূর্ণ।

বর্ণাশুদ্ধি।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	শ্লোক সংখ্যা।
অসিত	স্বসিত	১	১
আভায	আভাস	১৫	৬ নোট
উঠিযা	উঠাইযা	১৫	নোট (শেষের ৩ ছত্রের ১ম ছত্র)
বিভুতি	বিভূতি	১৬	৯১
মুক্তজীব	মুক্তজীব	২৯	১৬৬
অদ্ভুত	অদ্ভুত	২৬	১৯৫
বমনীতে	বমণীতে	৪১	৩০২ নোট
উগে	উঠিযে	৫৮	৪১৫
মানিক	মাণিক	৭৫	৫৪০
মানিক	মাণিক	৭৬	৫৪৬
শেই	সেই	৮৭	৬৬২
মুলাধাবে	মূলাধাবে	১০৪	৮০৮
উপনিত	উপনীত	১০৯	৮০৯
শৈকতে	সৈকতে	১০৮	৮২৯
পযসা	পযসাব	১১৯	৮৬৬ নোট
সম্ভুমল্লিক	শম্ভুমল্লিক	১১৭	২ নোট
শালা	শিলা	১১৯	৮৯০ নোট
প্রকটীত	প্রকটিত	১২৩	৯১২
জযন	যজন	১২৭	৯৪১
জাযন	যাজন	১২৭	৯৪১
বামকৃষ্ণ	বাধাকৃষ্ণ	১৩১	৯৩৮